

প্রকাশিকা—শ্রীমতী প্রভাবতী দাশ

নিবসাহিত্য কুটীর

পোঃ টাউন-খালিশপুর

খুলনা।

প্রাপ্তিস্থান—

প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবসাহিত্য কুটীর, টাউন-খালিশপুর, খুলনা।

শ্রীমতী প্রভাবতী দাশ, জলপাইগুড়ি।

প্রবর্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫২৩, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত

প্রদ্বা-পদ

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বোষ মহাশয়ের করকমলে—

হে মুকুত !

আপনার স্নেহ ও সৌজন্যে স্বাধেদ অনুবাদের সুযোগ
জুটিয়াছে, আপনার সেই শ্রীতি প্রদ্বার সহিত স্মরণ করিয়া
আপনাকে এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম ।

১৭ই আষাঢ়, }
১৩৪২

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রকাশিকার নিবেদন

বেদ হিন্দু কৃষ্টির উৎস, আৰ্য্য সভ্যতার কনক শিখর। বাংলাদেশে কিন্তু বেদের পঠন ও পাঠন নাই। আমরা হিন্দু বলিয়া গৰ্ব্ব করি, অথচ হিন্দু সভ্যতার এই গগ্নোত্তীর অমৃত-ধারার সন্ধান করি না। আমার স্বামী শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত অনুবাদ করেন। তাহা তিনি আমাদের গৃহে অনুষ্ঠিত একটি শ্রীতি-উৎসবে পড়িয়া শোনান। শুনিয়া শ্রীত হইয়া বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁহাকে সমগ্র বেদের অনুবাদ করিতে বলিয়াছেন। বেদের আটটি অষ্টক, প্রত্যেক অষ্টকে আটটি অধ্যায়। চৌষট্টি খণ্ডে এক এক অধ্যায় করিয়া এই অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। আমি আশা করি, প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এই পরম পবিত্র গ্রন্থ গৃহে রাখিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিবেন। খৃষ্টান তাহার বাইবেলকে জানে, মুসলমান তাহার কোরাণকে মানে, শুধু হিন্দু তাহার বেদকে নিত্যপাঠ্য করে না। বেদ বাংলার গৃহে গৃহে যেদিন পূজিত হইবে সেদিন আমাদের জীবনে নবশ্রী আসিবে। আমি সকলকে আমাদের এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীযুত বিভাবসু শাস্ত্রী এম্-এ, আগামী খণ্ড হইতে ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবেন। মুখপত্রের ছবিখানি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ কৰ্ম্মকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীপ্রভাবতী দাশ

এই লেখকের রচনা

১। দীপশিখা	১১। মনীষা
২। বিরহ শতক	১২। শিশুমনের চলচ্চিত্র
৩। চার্লসাক	১৩। গীতা স্মৃতি
৪। বিদ্যুৎ-শিখা	১৪। নব্যা ও সবিতা
৫। মহা নিষ্কামণ	১৫। সহচরী
৬। একলব্য	১৬। ডাক বাংলা
৭। চিরসুন্দরী	১৭। বন্ধন ও মুক্তি
৮। Bankimchandra : His Life and Art	১৮। অগ্নি শুচি
৯। জীবনের চলশ্রোত	১৯। স্বথৈদ (প্রথম অধ্যায়)
১০। পত্নীব্রত	২০। শিশু ভগবান

মুখবন্ধ

বেদ হিন্দুজাতির সাধনার বিজয়স্তম্ভ। যুগযুগান্তে তপস্বী ভারতবর্ষ ধ্যানসমাহিত চিন্তে বেদের বেদী মূলে আরতির শঙ্খ বাজাইয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্ব বেদের প্রভায় দীপ্ত। বেদ হিন্দুর ধর্মের শাস্বত সঞ্চয়, তাহার কর্মের প্রেরণা, তাহার চেতনার দ্যুতি।

প্রীতিভাজন শ্রীযুত মতিলাল দাশ এই বেদের পদ্যানুবাদ করিতেছেন জানিয়া আমি অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি।

অনবসর জীবনে তিনি এই গুরুভার স্বন্ধে লইয়াছেন। আশা করি ভগবৎ কৃপায় তাঁহার ব্রত উদযাপিত হইবে। বেদের পঠন ও পাঠন বাংলাদেশে বিরল। সাধারণ পাঠক যাহাতে মূল বুঝিতে পারেন, সেই জন্ত তিনি মূল ও সায়ণের অক্ষয়মুখী টীকা এবং তাহার সুন্দর সুললিত পদ্যানুবাদ দিয়াছেন।

তাঁহার অনুবাদে সূক্তগুলি নীরস বস্তু হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইহা কবিত্বের যাতুম্পর্শে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি ভরসা করি এই পদ্যানুবাদ বাংলাভাষার সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৬৪ খণ্ডে ৬৪ অধ্যায় বাহির হইবে—প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি বেদ বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ থাকিবে। যদি

সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে বেদের এই সংস্করণ বাংলাদেশের একটি দীর্ঘকালীন অভাব দূর করিবে। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক হিন্দু, প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ এই পুস্তকের সমাদর করিয়া বাংলাদেশে বেদ প্রচারে সহায়তা করেন, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

প্রথম খণ্ডে তিনি বেদ তত্ত্ব নামে একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটীও বিষয় গৌরবে ও ভাষার ঐশ্বর্যে মহিমাময়। ইহাতে যাহারা বেদ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাহারা বেদের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ ব্যাখ্যান পাইবেন।

লেখক বেদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহাতে আনন্দের জয়গান, আত্মসমর্পণের যজ্ঞ নিবেদন, প্রগতির মন্ত্র, সমুদার দৃষ্টি এবং একান্ত নির্ভর আধ্যাত্মিকতা—এই পাঁচটি তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বর্তমান সময়োপযোগী কর্মপন্থা দেশবাসী আবিষ্কার করিতে পারিবে, ইহা আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি। ইতি—

২৭শে জুন, ১৯৪২

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

প্রথমং মণ্ডলং । প্রথমোহনুবাকঃ । প্রথমং সূক্তং ।

প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমোহধ্যায়ঃ । প্রথমো বর্গঃ ।

প্রথমং সূক্তম্

প্রথম মণ্ডলস্ত প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং । ঋষির্বিখামিঔপুত্রো

মধুচ্ছন্দাঃ । অগ্নিদেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । এতস্য

আগ্নেয়সূক্তস্য ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ

অগ্নিষ্টোমে চ ।

ও ॥ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুহ্বিজং ।

হোতারং ব্রত্ৰধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিনামকং দেবমীলে স্তোমি । যজ্ঞস্ত পুরোহিতং যথা রাজ্ঞঃ
পুরোহিতস্তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্তাপেক্ষিতং হোমং সম্পা-
দয়তি । যদ্বা যজ্ঞস্ত সন্থচ্ছিনি পূর্বভাগ আবহনীয়রূপেণাবস্থিতং । দেবং
দানাদিগুণযুক্তম্ হোতারমুহ্বিজম্ । দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বি-
গগ্নিরেব । তথাচ শ্রয়তে । অগ্নির্কে দেবানাং হোতেতি । ব্রত্ৰধাতমং
বাগফলরূপাণাং ব্রত্ৰানামতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা ।

অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড়্যো নৃতনৈরুত ।

স দেবঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অয়মগ্নিঃ পূৰ্বেভিঃ পুরাতনৈ ভৃষদ্বিরঃ প্রভৃতিভি ঋষিভিরীড়া স্ততো।
নৃতনৈরুভেদানীন্তনৈরশ্মাভিরপি স্তত্যঃ। সোহগ্নি স্ততঃ সগ্নিহ যজ্ঞে
দেবান্ হবিভূজ আবক্ষতি।

অগ্নি^১না রয়িম^২শ্ববং^৩ পোষমে^৪ব দিবেদি^৫বে

যশসং^৬ বীরবন্তমং^৭ ॥ ৩ ॥

ষোহয়ং হোত্রা স্ততোহগ্নিস্তেনাগ্নিনা নিমিত্তভূতেন যজ্ঞমানো রয়িং
ধনমশ্ববং। প্রাপ্নোতি। কীদৃশং রয়িং। দিবেদিবে পোষমেব। প্রতিদিনং
পুণ্যমানতয়া বর্জমানমেব ন তু কদাচিদপি ক্ষীয়মাণং। যশসং দানাদিনা
যশোযুক্তং। বীরবন্তমং অতিশয়েন পুত্রভৃত্যাদিবীরপুরুষোপেতং।
সতি হি ধনে পুরুষাঃ সম্পত্তস্তে।

অগ্নে^১ যং যজ্ঞম^২ধ্ববং^৩ বিশ্বতঃ^৪ পরিভূ^৫রসি।

স ইদেবেষু^৬ গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

হে অগ্নে ত্বং যং যজ্ঞং বিশ্বতঃ সর্বাস্থ দিক্ষু পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি
স ইৎ স এব যজ্ঞো দেবেষু তৃপ্তিং জনয়িতুং স্বর্গে গচ্ছতি। প্রাচ্যাদি-
চতুর্দিশেষ্টেষাবহনীয়মার্জালীয়-গার্হপত্যাগ্নীদ্রীয়-স্থানেষ্মগ্নিরস্তু। পরিশব্দেন
হোত্রীয়াদিধিক্যব্যাপ্তিবিবক্ষিতা। অধ্ববং হিংসারহিতং; নহগ্নিনা
সর্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।

অগ্নি^১হোতা ক^২বিক্রতুঃ সত্যশ্চি^৩ত্রশ্রবন্তমং।

দেবোদেবেভি^৪রাগমং ॥ ৫ ॥

অগ্নমগ্নির্দেবোহুগ্নৈর্দেবৈহবিভোজিভিঃ সহাগমং । অগ্নিন্ যজ্ঞে
সমাগচ্ছতু । হোতা হোমনিষাদকঃ । কবিক্রতুঃ কবিশবোহুত্র ক্রান্ত-
বচনো নতু মেধাবী নাম । ক্রতু প্রজ্ঞানস্য কর্মণো বা নাম । ততঃ
ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্ম বা । সত্য অনৃতরহিতঃ । ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতী-
ত্যর্থঃ । চিত্রশ্রবস্তমঃ । শ্রয়ত ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ । অতিশয়েন
বিবিধকীর্ত্তিযুক্তঃ ।

যদঙ্গ দাশুযে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি ।

তবেত্তং সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গাগ্নে হে অগ্নে ত্বং দাশুযে হবির্দত্তবতে যজমানায় তৎপ্রীত্যর্থং
যদভদ্রং বিত্তগৃহপ্রজাপত্তরূপং কল্যাণং করিষ্যসি তদ্ ভদ্রং তবেৎ । তবৈব
স্বহৃৎতুরিতি শেষঃ । হে অঙ্গিরোগ্নে । এতচ্চ সত্যং ন ত্বত্র বিসম্বাদোহস্তি ।
যজমানশ্চ বিত্তাদিসম্পত্তৌ সত্যামৃত্তরক্রতুষ্ঠানেনাগ্নেরেব স্বখং ভবতি ।

উপহ্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তুধিয়া বয়ং ।

নমো ভরন্তু এমসি ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে বয়মহুষ্ঠাতারো দিবেদিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তা রাত্রাবহনি চ
ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তো । নমস্কারং সম্পাদয়ন্ত উপ সমীপে হেমসি
ত্বামাগচ্ছামঃ ॥

রাজন্তুমধ্বর্যাণং গোপামৃতস্য দীদিবিং ।

বর্জমানং শ্বে দমে ॥ ৮ ॥

রাজস্বং দীপ্যমানং অধ্বরাণাং বান্ধবসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং
গোপাং বন্ধকং । ঋতস্ত সত্যশ্রাবশ্চাস্তাবিনঃ কৰ্ম্মফলস্ত দীদিবিং পৌনঃ
পুণ্যেন ভূশং বা দ্ব্যতকং । আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং কৰ্ম্মফলং
স্বৰ্য্যতে । স্বে দমে স্বকীয়গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবিভিবৰ্দ্ধমানম্ ।

স নঃ পিতৈব স্ননবেহগ্নে স্পায়নো ভব ।

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

হে অগ্নে স ত্বং নোহিন্দ্রদৰ্শং স্পায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তো ভব । তথা
নোহিন্দ্রাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যর্থং সচস্ব সমবেতো ভব । তত্রোভয়ত্র
দৃষ্টান্তঃ । যথা স্ননবে পুত্রার্থং পিতা স্প্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি
তদ্বৎ ॥

প্রথম মণ্ডল

প্রথম সূক্ত

অগ্নি তোমায় পূজা করি, হে পুরোহিত হব্যবাহন !
রত্নধারক ঋত্বিক হোতা, হে দেবতা যজ্ঞ-পাবন ! ১
পূজ্য তুমি পূর্বতনের, পূজেন যত নূতন ঋষি,
হেথায় এস যজ্ঞে মোদের, সুরগণে দেখাও দিশি । ২
অগ্নি যে দেন সার্থকতা, বর্দ্ধমান যা দিনে দিনে
যশের আলোয় দীপ্ত যাহা, পূর্ণ যাহা বীৰ্য্য চিনে । ৩
যজ্ঞ যথা সকল ধারে পরিবৃত বীৰ্য্যে তোমার,
হিংসাবিহীন ফল যে তাহার দেবলোকে করে বিহার । ৪
ক্রান্তপ্রজ্ঞ হোতা তুমি, সত্যস্বরূপ, কীর্ত্তিভাজন,
দেব দলের সাথে হেথায়, যজ্ঞ মাঝে লহ আসন । ৫
যোগ্য বটে ভদ্র দেহ হব্যদাতা যজ্ঞমানে,
হে অঙ্গিরা ! ভদ্র যে সেই সত্য চলে তোমার পানে । ৬
স্মরণ করি অগ্নি তোমায়, প্রতি দিনই রাত্রি দিবা,
বুদ্ধি দিয়ে প্রণাম জানাই, দেখতে চেয়ে তোমার বিভা । ৭
তোমায় পাব হিয়ার কাছে, দীপ্তিমন্ত যজ্ঞ পালক !
যজ্ঞশালায় জ্বলছে শিখা, ওগো ঋতের দীপ্তিকারক । ৮
হওহে প্রিয় পিতার মতন, অনায়াসে দর্শনীয় ;
স্বস্তিকাম মোদের পাশে, রওহে তুমি বরগীয় । ৯

প্রথমদণ্ডঃ প্রথমোহ্নিবাকঃ । দ্বিতীয়ঃ সূক্তঃ । প্রথমোহষ্টকঃ ।

প্রথমো অধ্যায়ঃ তৃতীয়ো বর্গঃ

ঋষির্বিষ্ণুঃ পুত্রমধুচ্ছলঃ । বায়ুর্দেবতা । গায়ত্রী ছন্দঃ । এতস্ত
বায়বীয়সূক্তস্ত প্রাতঃ সর্বনে বৈশ্বদেবগ্রহাদৃক্ প্রউপশস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

দ্বিতীয়ঃ সূক্তম্

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরং কৃতাঃ ।

তেষাং পাহি ঋধী হবং ॥ ১ ॥

হে দর্শত দর্শনীয় বায়ো কর্মণ্যেতন্নিম্নায়াহি আগচ্ছ । তদর্থমিমে
সোমা অরং কৃতাঃ । অভিষবাদিসংস্কারোহলঙ্কারঃ । তেষাং তান্ সোমান্ ।
যদ্বা তেষামেকদেশমিত্যাধাহারঃ । পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিব । তৎ-
পানার্থং হবমস্মদীয়মাহ্বানং ঋধি শৃণু ।

বায় উক্থেভিজ্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ ।

সূতসোমা অহবিদঃ ॥ ২ ॥

হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ ঋত্বিগ্ যজমানাঃ ত্বামচ্ছ ত্বামভিলক্ষ্য
উক্থেভিঃ আজ্যপ্রউগাদিশস্ত্রে জরন্তে স্তবস্তি । সূতসোমাঃ অভিযুতেন
সোমেনোপেতাঃ অহবিদঃ অহঃ শব্দ একেনাহা নিষ্পাদ্যে অগ্নিষ্টোমাদি
ক্রতো বৈদিক ব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ ক্রত্বভিজ্জাঃ ।

বায়ো তব প্রপৃক্ণতী ধেনা জিগাতি দান্তুষে ।

উরুচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদ

হে বায়ো তব খেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দান্তবে দত্তবস্তং
যজমানং জিগাতি গচ্ছতি । হে যজমান স্বরা দত্তং সোমং পান্যামি ইত্যেবং
বায়ুক্রতা । প্রপৃঙ্কতী—প্রকর্ষণ সোমসম্পর্কং কুর্কন্তী সোমগুণং বর্ণয়ন্তী—
উরুচী উরুন্ বহুন্ যজমানান্ গচ্ছন্তি যে যে সোমবাজিনঃ তান্ সর্বান্
বর্ণয়ন্তী ।

ইন্দ্রবায়ু ইমে সূতা উপ প্রয়োভিরাগতঃ ।

ইন্দ্রবো বায়ুশস্তি হি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্রবায়ু ভবদর্থম্ ইমে সোমাঃ সূতাঃ অভিযুতাঃ । তস্মাদ্ যুবাং
প্রয়োভিরনৈঃ অশ্বভ্যাং দাতব্যোঃ সহোপাগতঃ ॥ অশ্বংসমীপং প্রত্যাগচ্ছতঃ
হি ষম্মাদিন্দবঃ সোমা বা যুবাশুশস্তি কাময়ন্তে ।

বায়ুবিদ্রশ্চ চেতথ সূতানাং বাজিনীবসু ।

তাবা যাতমুপদ্রবং ॥ ৫ ॥

হে বায়ো অমিদ্রশ্চ যুবাম্ভৌ সূতানামভিযুতান্ সোমান্ চেতথঃ
জানীথঃ । বাজিনীবসু বাজোহন্নং তদ্যন্তাং হবিঃ সন্ততাবন্তি না বাজিনী ।
তন্তাং বসত ইতি তৌ বাজিনীবসু । তৌ যুবাং তথাবিধোদ্রবং
ক্ষিপ্ৰমুপসদীপম আয়াতং আগচ্ছতম্ ।

বায়ুবিদ্রশ্চ সূতত আ যাতমুপ নিষ্কৃতং ।

মক্ষি ১ থা ধিয়া নরা ॥ ৬ ॥

হে বায়ো অমিদ্রশ্চ সূততঃ সোমাভিষবং কুর্কতো যজমানশ্চ নিষ্কৃতং
সংস্কৃতং সংস্কর্তারং বা সোমমুপায়াতং । আগচ্ছতং । নরা হে নরৌ

পূর্ববো দ্ব্যংগংগতঃসঃ সর্তোধিয়া অমুনা কৰ্মণা মক্ষু স্বরয়া সংস্কারঃ
সংপংস্ততে । ইথা সত্যম্ ॥

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং

ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধস্তা ॥ ৭ ॥

অহমশ্বিন্ কৰ্মণি হবিঃপ্রদানায় পূতদক্ষঃ পবিত্রবলঃ মিত্রং হুবে ।
তথা রিশাদসঃ রিশানাং হিংসকাণাম্ অদসং অন্তারং বরুণং হুবে
আহবয়ামি । ঘৃতং উদকমক্ষতি ভূমিং প্রাপয়তি বা ঘীঃ বর্ষণকৰ্ম তাত্
ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধস্তা সাধয়ন্তৌ কুৰ্ব্বন্তৌ ।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবুধৌ ঋতস্পৃশা ।

ক্রতুং বৃহস্তুমাশাথে ॥ ৮ ॥

হে মিত্রাবরুণৌ যুবাং ক্রতুং প্রবর্ত্তমানদ্বিঃ সোমধাগং আশাথে
আনশাথে । ব্যাপ্তবন্তৌ । ঋতেন অবশস্তাবিতয়া সত্যেন ফলেন ।
অশ্বভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ । ঋতাবুধৌ ঋতমিত্যাদকণাম সত্যং বা যজ্ঞং
বেতি যাক্ষঃ । উদাকাদীনান্নতমস্ত বর্দ্ধয়িতারৌ । অতএব ঋতস্পৃশা
উদাকাদীন স্পৃশন্তৌ । বৃহস্তুং অগ্নৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রোচম্ ।

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতো উরুক্ষয়া ।

দক্ষং দধাতে অপসং ॥ ৯ ॥

মিত্রাবরুণৌ নো অশ্বাকং দক্ষং বলম্ অপসং কৰ্ম চ দধাতে
(পোষয়তঃ) কবী মেধাবিনৌ তুবিজাতৌ বহুনামুপকারকতয়া সমুৎপন্নৌ
উরুক্ষয়া বহনিবাসৌ ।

দ্বিতীয় সূক্ত

এস বায়ু দর্শনীয় ! অলঙ্কৃত সোমরাশি,
পান কর অংশ তব, প্রার্থনাতে এস হাসি । ১
উক্খ মস্ত্রে জপছে তোমা সোমরসের অর্ঘ্য দানে,
করছে স্তুতি তোমার লাগি, যজ্ঞতত্ত্ব যারা জানে । ২
সোমরসের গুণমুখর উদ্বেল তব বাক্যরাশি,
সোমযাজ্ঞী যজ্ঞমানের বক্ষে জাগায় ফুল্লাহাসি । ৩
স্মরণ করি ইন্দ্র বায়ু, এস হেথায় অন্ন সহ,
যাচে দৌহায় সোমধারা এস মোদের অর্ঘ্য লহ । ৪
উষার মত দীপ্ত দৌহে আনন্দরস বিশেষ জানো,
ক্ষিপ্ৰগতি এস দৌহে, যাজ্ঞিকেরে প্রিয় মানো । ৫
ইন্দ্র বায়ু তোমরা নেতা, সংস্কৃত ঐ সোমশূধা,
হরায় এস আরাধনায়, রসধারায় মিটাও ক্ষুধা । ৬
পূতদক্ষ মিত্রে বরি, শত্রু নাশক বরুণ স্মরি,
বর্ষাধারা ঢালেন যারা, বুদ্ধি দিয়ে রাখেন ধরি । ৭
ঋতস্পৃশ মিত্রাবরুণ তোমরা ঋতের বর্দ্ধয়িতা,
আরু এ সোমযাগে ব্যাপ্ত কর ঋতের গীতা । ৮
হে মেধাবী মিত্রাবরুণ ! শরণ্য ও লোক পাবন,
পোষণ কর বীৰ্য্য মোদের, কৰ্ম্ম মোদের কর ধারণ । ৯

প্রথমং মণ্ডলং প্রথমোহনুবাকঃ । তৃতীয়ং সূক্তং । প্রথমোহষ্টকঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ । পঞ্চমোবর্গঃ ।

তৃতীয়ং সূক্তম্

ঋষিঃ বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ অশ্বিনাবিক্রোবিষ্ণেদেবাঃ সরস্বতী
দেবতাঃ । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । এতস্ম অশ্বিনসূক্তস্ম প্রাতঃ সবনে অশ্বিনে-
ক্রতো বিনিয়োগঃ ।

অশ্বিনা যজ্ঞরীরিষো দ্রবংপাণী শুভম্পতী ।

পুরুভূজা চনস্যাতং ॥ ১ ॥

হে অশ্বিনো যুবাম্ ইষো হবির্লক্ষণানি অন্নানি চনস্যাতং ইচ্ছতম ।
ভূজাখামিত্যর্থঃ । যজ্ঞরীঃ যাগনিম্পাদিকাঃ । দ্রবংপানী হবিগ্রহণায়
ধাবন্ত্যাং পানিভ্যাম্পেতো শুভম্পতী শোভনস্ম কৰ্মণঃ পানকৌ পুরুভূজা
বিস্তীর্ণভূজৌ বহুভোজিনৌ বা ।

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবারয়া ধিয়া ।

ধিক্ষ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২ ॥

অশ্বিনা, হে অশ্বিনো যুবাং গিরোহশ্বদীয়া স্ততীঃ । ধিয়া আদরযুক্তয়া
বুধ্য বনতং সম্ভজতং স্বীকৃতম্ । পুরুদংসসা বহু কৰ্ম্মাণৌ নরা নেতারৌ
ধিক্ষ্যা ধাবয়ুজৌ বুদ্ধিমন্তৌ বা । শরীরয়া গতিযুক্তয়া অপ্রতিহত প্রসরয়া ।

দস্ত্রা যুবাকবঃ সূতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ ।

আয়াতং রুদ্রবর্তনী ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদ

হে অশ্বিনৌ আয়াতম্ অশ্বিন কৰ্ম্মণি আগচ্ছতম্ । সূতা যুগ্মদর্থং
সোমা অভিযুতাঃ তান্ স্বীকৰ্ত্তুমিতি শেষঃ । দশা শক্রণামুপক্ষয়িতারৌ
যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষয়িতারৌ অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ
ইতি ক্রতেঃ । নাসত্যা অসত্যমনৃতভাষণং তদ্রহিতৌ অত্র যাক্ষঃ—
সত্যাবেব নাসত্যাবিতি ঔৰ্ণবাভঃ । সত্যস্ত প্রণেতারৌ ইতি আগ্রয়ণঃ ।
রুদ্রবৰ্গনী—রুদ্রশব্দস্ত রোদনং প্রবৃত্তিনিমিত্তং যদ্রোদনং তদ্ রুদ্রস্ত রুদ্র-
মিতি তৈত্তিরীয়াঃ । তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাৎ রুদ্র ইতি বাজসনেয়িনঃ ।
রুদ্রাণাং শক্ররোদন কারিণাং শূরভটানাং বৰ্গ-নির্ধার্যো ঘাটীকূপো যয়োন্তৌ
রুদ্রবৰ্গনী । যথা শূরা ঘাটীমুখেন শক্রন্ রোদয়তি তদ্বতেতৌ ।

ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সূতা ইমে দ্বায়বঃ ।

অগ্নীভিস্তনা পূতাসঃ ॥৪॥

চিত্রভানো চিত্রদীপ্তে হে ইন্দ্র অশ্বিন কৰ্ম্মণি আয়াহি আগচ্ছ । সূতা
অভিযুতা ইমে স্তোমাঃ দ্বায়বঃ তাং কাময়মানা বৰ্গন্তে । অগ্নীভিঃ
ঋত্বিজামকুলিভিঃ সূতাঃ এতে সোমো স্তনা নিত্যং পূতায়ঃ পূতাঃ শুক্লা
দশাপবিব্রত্বেন শোধিতস্মাৎ ।

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজতঃ সূতাবতঃ ।

উপব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥৫॥

ইন্দ্র ত্বম্ আয়াহি অশ্বিন কৰ্ম্মণি আগচ্ছ । বাঘতঃ ঋত্বিজো ব্রহ্মাণি
বেদরূপাণি স্তোত্রাণি উপেতুম্ দিয়া অশ্বদীয়য়া প্রজয়া ইষিতঃ প্রাপ্তঃ ।

অস্মাদ্ ভক্ত্যা প্রেরিতঃ ইত্যর্থঃ । বিপ্রজ্জুতঃ যথা যজ্ঞমানভক্ত্যা প্রেরিতঃ
তথাত্তৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ প্রেরিতঃ । সূতাবত—
অভিযুত সোমযুক্তস্ত ।

ইন্দ্রায়াহি তুতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ ।

সুতে দধিষ নশ্চনঃ ॥৬॥

হরিষক ইন্দ্র সযজ্ঞিনোরথয়োন্মিধেয়ঃ । হরী ইন্দ্রস্ত রোহিতঃপ্লেৱিতি
তদীয়াশ্চ নামস্বেন পঠিতাঃ । হে হরিবঃ অশ্বযুক্তেন্দ্র তং ব্রহ্মাণি
উপেতুমায়াহি । তুতুজানঃ—স্বরমানঃ আগত্য চাস্মিন্ সুতে সোমাভিষব-
যুক্তে কর্ম্মণি নোহস্মদীয়ং চনোহস্মৎ হবির্লক্ষণং দধিষ ধারয়, স্বীকুরু ।

ওমাসচর্চনীধুতো বিশ্বদেবাস আ গত ।

দাশ্বাংসো দাশুঘঃ সুতং ॥৭॥

হে বিশ্বদেবাস এতন্মামকা দেববিশেষাঃ । দাশুঘো হবির্দত্তবতো
যজ্ঞমানস্ত সুতমভিযুতং সোমং প্রত্যাগত আগচ্ছত । তে চ দেবা ওমাসঃ
রক্ষকাঃ চর্চনীধুতো মনুষ্যানাং ধারকাঃ । দাশ্বাংসঃ ফলস্ত দাতারঃ ।

বিশ্বে দেবাসো অপ্ তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ ।

উশ্রা ইব স্বসরাণি ॥৮॥

বিশ্বদেবাসঃ সুতম সোমম্ আগন্ত আগচ্ছন্ত । অপ্ তুরঃ তত্তৎকাল
বৃষ্টিপ্রদা ইত্যর্থঃ । তূর্ণাঃ স্বরাযুক্তা যজ্ঞমানমন্ত্রগ্রহীতুমালস্তরহিতা ইত্যর্থঃ ।
উশ্রাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ স্বসরান্তহানি প্রত্যালস্তারহিতা যথা সনাগচ্ছন্তি তদ্বৎ ।

বিশ্বে দেবাসো অশ্রিধ এহিমায়াসো অজ্রহঃ ।

মেধং জুবন্ত বহুয়ঃ ॥৯॥

বিশ্বেদেবাসো মেধং হবির্যজ্ঞসংস্কং জুবন্ত সেবস্তাং । অশ্রিধঃ ক্ষয়রহিতা
শেষরহিতা বা । এহিমায়াসঃ । সর্বতো ব্যাপ্তপ্রজাঃ । যদা
সৌচীকমগ্নিমপ্স প্রবিষ্টমেহি মা যাসীরিতি যদা রোচন্ তদহুকরণহেতু
কোহয়ং বিশ্বেষাং, দেবানাং, ব্যাপদেশ এহিমায়াস ইতি । অজ্রহঃ
দ্রোহরহিতাঃ বহুয়ঃ বোচারঃ ধনানাং প্রাপদিতারঃ ।

পাবকা ন সরস্বতী বাজেভিব্বাজিনীবতী ।

যজ্ঞং বষ্টু ধিযাবসুঃ ॥১০॥

সরস্বতী দেবী বাজেভিঃ হবির্লক্ষনৈঃ অগ্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ । যদা
যজ্ঞমানেভ্যঃ দাতবৈবেদ্যৈর্নিমিত্তভূতৈঃ নোহস্বদীযং যজ্ঞং বষ্টু কাময়তাং ।
কাময়িত্বা চ নির্বহতু । তথাচ আরণ্যক কাণ্ডে ঋতৈব ব্যাখ্যাতং ।
যজ্ঞং বষ্টুতি যদাহ যজ্ঞং বহতু ইত্যেব তদাহেতি । পাবকা শোধয়িত্রী
বাজিনীবতী অন্নবৎ ক্রিয়াবতী ধিযাবসু কর্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা ।

চোদয়িত্রী স্নুতানাং চেতস্তু স্মতীনাং ।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১॥

স্নুতানাং প্রিয়াণাং সত্যবাক্যানাং চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী স্মতীনাং
শোভনবুদ্ধিযুক্তানাং অমুষ্ঠাতৃণাম চেতস্তু তদীযমমুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী ।
যা সরস্বতী সেয়মিযং যজ্ঞং দধে ।

মহো অৰ্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥১২॥

দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহদেবতা নদীরূপা চ । তত্র পূৰ্ব্ভ্যাম্
ঋগ্ভ্যাম্ বিগ্রহবতী প্রতিপাদিতা । অন্যত্র নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে ।
সরস্বতী কেতুনা কৰ্ম্মণা প্রবাহরূপেন মহো অৰ্ণঃ প্রভূতমুদকং প্রচেতয়তি ।
প্রকর্ষণে প্রজাপয়তি । কিন্তু স্বকীয়েন দেবতারূপেণ বিশ্বা ধিয়ঃ সৰ্ব্বাণি
অমুষ্ঠাতু প্রজ্ঞানানি বিরাজতি, বিশেষেণ দীপয়তি । অমুষ্ঠানবিষয়া বুদ্ধীঃ
সৰ্ব্বদোৎপাদয়তি । সরস্বত্যা দ্বিরূপত্বং যাস্কো দর্শয়তি । তত্র
সরস্বতীত্যেতশ্চ নদীবদেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তীতি । যাস্কঃ—মহদর্থঃ
সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজাপয়তি কেতুনা কৰ্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সৰ্ব্বাণি
প্রজ্ঞানানি অভিবিরাজতি ।

তৃতীয় সূক্ত

তোমরা দৌহে হে অশ্বিনী ! শুভপালক ধাবৎপানি ।

গ্রহণ কর যাগের হবি, ধন্য কর কাম্য দানি ।১

তোমরা দৌহে বহুকর্মা নেতৃযুগল দেব গেহে

গ্রহণ কর স্তুতি মোদের, দৌহার অবাধ অগাধ স্নেহে ।২

সত্যস্বরূপ ভিষক্ দৌহে, বীর্যো সদা শত্রুজিত,

এস পিতে সোমের ধারা অমূল কুশে আচ্ছাদিত ।৩

চিত্রকান্তি ইন্দ্র এস যজ্ঞ কাজে হোক হে রুচি,

স্বাক্ষরূপে পাতন করি সোমরসে করছে গুচি ।৪

প্রজ্ঞা দিয়ে পেলেম তোমায়, অভিযুত সোমরসে,

দ্রষ্টা বিপ্র জানে তোমায়, এস হেথায় মন্ত্রবশে ।৫

দিব্য অশ্বে ত্বরায় এস, মন্ত্র মোদের গ্রহণ কর,

সোমযাগের কর্ণে মোদের আহুত ঐ হবি ধর ।৬

যাজক ঢালে সূত সোমে বিশ্বদেবা এস যাগে,

তোমরা দাতা, শোকের পাতা, ছুঃখী মানুষ রক্ষা মাগে ।৭

বৃষ্টিপ্রদ হে দেবতা ! ত্বরায় এস যজ্ঞশালে,

নিরলস সূর্য্য যেমন, দিকে দিকে কিরণ ঢালে ।৮

ক্ষয়-রহিত ব্যাপ্ত-প্রজ্ঞ পুণ্য কর যজ্ঞশালা,

দ্রোহবিহীন তোমরা দাতা, সেবা করুন হবির থালা ।৯

হে পাবনৌ সরস্বতী, তুমি মাতা অন্নবতী,

দেহ মা ফল যথাযোগ্য, বিজয়সহ এস সতী । ১০

স্মৃতি বাক দাও মা তুমি
 চেতন কর শুভমতি,

আজকে মোদের যজ্ঞে এস, হে জননী সরস্বতী । ১১

নদীরূপা ধারা তোমার বিশ্বে ছড়ায় জলরাশি,

দেবীরূপা হে জননী, দাও সবারি ধী-প্রকাশি ।১২

প্রথমঃ মণ্ডলং । দ্বিতীয়োহম্বাকঃ । চতুর্থং সূক্তং । প্রথমোইষ্টকঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ সপ্তমাষ্টমৌ ঘৌ বর্গে ।

চতুর্থং সূক্তম্ ।

ঋষির্বিষ্ণামিদ্ৰপুত্রমধুদ্ধন্দাঃ । ইন্দ্রোদেবতা অগ্নিষ্টোমে বৈশদেব
শস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

সূরূপকৃত্তুমুতয়ে সূত্ৰঘামিব গোত্ৰহে ।

জুহুমসি ছবিছবি ॥১॥

সূরূপকৃত্তুম্ শোভনরূপোপেতস্ত কৰ্ম্মণঃ কৰ্ত্তারম্ ইন্দ্রম্ উতয়ে
অস্বদ্রক্ষণার্থং দ্যাবিদ্যাবি প্রতিদিনং জুহুমসি আহ্নয়ামঃ । আহ্নানে দৃষ্টান্তঃ
—গোত্ৰহে গোধুগৰ্ভং সৃষ্টু দোগব্রীং গামিব । যথা লোকে গোৰ্ধো
দোক্ষা তদৰ্থং তস্মাভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গাম্ আহ্নয়তি তদ্বৎ ।

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্ত সোমপাঃ পিব ।

গোদা ইত্ রেবতো মদঃ ॥২॥

হে সোমপাঃ সোমস্ত পাতা ইন্দ্র সোমং পাতুং নঃ অস্বদীযানি সবনা
ত্ৰীণি সবনানি প্রতি উপ সমীপে আগহি আগচ্ছ । আগত্য চ সোমস্ত
সোমং পিব । রেবতো ধনবতস্তব মদো গোদা ইং গোপ্রদ এব
ত্বয়ি সৃষ্টে সতি অস্মাভিগাবো লভ্যস্তে ইত্যর্থঃ ॥

অথা তে অস্তুমানাং বিদ্যাম স্তুমতীনাং ।

মা নো অতিথ্য আগহি ॥৩॥

অথ সোমপানানস্তবং হে ইন্দ্র তে তব অস্তুমানামস্তিকতমানামতি-
শয়েন সমীপবর্ত্তিনাং স্তুমতীনাং শোভনমতিযুক্তানাং শোভনপ্রজ্ঞানাং
পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা বিদ্যাম । বয়ং ত্বাং জানীয়াম । যদ্বা স্তুমতীনাং
শোভনবুদ্ধীনাং কৰ্ম্মাহুর্দানবিষয়াণাং লভ্যার্থমিত্যধাহারঃ । বুদ্ধিলাভায়
ত্বাং স্বরেমেতৰ্থঃ । ত্বমপি নোহতি মাথ্যঃ অস্মানতিক্রম্যানেহাং
তৎস্বরূপং মা প্রকথয় । কিন্তু আগহি অস্মানেবাগচ্ছ ॥

পরেহি বিগ্রনস্তৃতদিন্ধং পৃচ্ছাবিপশ্চিতং ।

যাস্তে সখিভ্য আবরং ॥৪॥

অত্র যজমানং প্রতি হোতা ক্রতে । হে যজমান স্বমিদ্ৰং পরেহি ।
ইন্দ্রশ্চ সমীপে গচ্ছ । গত্বা চা বিপশ্চিতং মেধাবিনম্ হোতারং মাং পৃচ্ছ ।
অসৌ হোতা সম্যক্ স্তবত্বান্ নবেত্যেবং প্রশ্নং কুরু । য ইন্দ্রস্তে তব
যজমানশ্চ সখিভ্যো ঋত্বিগ্ভ্যো বরং শ্রেষ্ঠং ধনং পুত্রাদিকমাসমস্তাং
প্রযচ্ছতি । বিগ্রং মেধাবিনং অস্তৃতং অহিংসিতম্ ।

উত ক্রবন্ত নো নিদো নিরস্তৃতশ্চিদারত ।

দধানা ইন্দ্র ইন্দ্রবঃ ॥৫॥

অথৈদ

নোহস্মাকং সমন্ধিন ঋত্বিজ ইতি শেষঃ। তে ক্রবন্ত। ইন্দ্রঃ স্তবন্ত।
উৎ অপিচ হে নিদো নিদিতারঃ পুরুষা নিবারত। ইত্যেদেশান্নিগচ্ছত।
অন্ততশ্চিৎ অন্তস্মাদপি দেশান্নিগচ্ছত। ইন্দ্রে হুবঃ পরিচর্যাঃ দধানাঃ—
কুর্বাণাঃ।

উত নঃ সুভগাঁ অরিণৌচেয়ুদস্য কুষ্টয়ঃ।

স্রামেদিদ্রস্য শশ্বনি ॥ ৬ ॥

হে দস্য শক্রণামুপক্ষয়িতরিন্দ্র হৃদনুগ্রহাদবিরুত শক্রবোহাপ নোহস্মান্
সুভগান্ শোভনধনোপেতান্ বোচেয়ুঃ উচ্যাহঃ। কুষ্টয়ো মনুষ্যাঃ
অস্মিন্নিত্রভূতা বদন্তীন্তি কিমুবক্তব্যমিতি শেষঃ। ততো ধনসম্পন্ন
বয়মিন্দ্রস্য কশ্মণি ইন্দ্রপ্রসাদলক্কে স্নুখে স্রামেং ভাবেমৈব।

এমাশ্বনাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং।

পতয়ন্ মন্দয়ৎসথং ॥ ৭ ॥

হে যজমান! আশবে কৃৎস্নসোমযাগব্যাপ্তায় ইন্দ্রায় ঈম আভর ইমং
সোমং আহর। আশু সবনত্রয়ব্যাপ্তং যজ্ঞশ্রিয়ং যজ্ঞস্য সম্প্রদপং নৃমাদনং
নৃণাম্ ঋত্বিগ্ যজমানানাং হর্ষহেতুং পতয়ৎ পতয়ন্তং কশ্মণি প্রাপ্নুবন্তঃ।
মন্দয়ৎসথং য ইন্দ্রো মন্দয়তি যজমানান্ হর্ষয়তি তস্মিন্নিন্দ্রে সখি-
ভূতোহয়ং সোমঃ তৎপ্রীতিহেতুত্বাৎ তৃপ্তিহেতুত্বাচ্চ।

অশ্র পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ ।

প্রাবো বাজেষু বাজিনং ॥ ৮ ॥

হে শতক্রতো বহুকর্মযুক্তে হ্রস্ব সোমশ্চ সম্বন্ধিনমংশঃ পীত্বা বৃত্রাণাং
বৃহনামকাস্তরপ্রমুখানাং শক্রণাং ঘনোহভবঃ হস্তা ভুঃ । ততো বাজেষু
সংগ্রামেষু বাজিনং সংগ্রামবন্তঃ স্বভক্তং প্রাবঃ প্রকর্ষণে রক্তিবানসি ।

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো ।

ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯ ॥

হে শতক্রতো বহুকর্মযুক্ত যদ্বা বহুপ্রজ্ঞানযুক্তে ধনানাং সাতয়ে
সম্ভজনার্থং বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং বলবন্তঃ ত্বা পূর্বমস্মোক্ত গুণযুক্তং ত্বাং
বাজয়ামঃ । অন্নবন্তঃ কুর্মাঃ ।

যো রায়ে ২ বনি মহান্ ৭ সুপারঃ সুস্বতঃ সখা ।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥

য ইন্দ্রো রায়ে ধনশ্চ অবনীরক্ষকঃ স্বামী বা তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ।
হে ঋত্বিজন্তং প্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত । মহান্ ঙনৈরধিকঃ সুপারঃ সুহু
কর্মণঃ পুরয়িতা । সুস্বতো যজমানশ্চ সখা সখিবৎপ্রিয়ঃ ।

ଚତୁର୍ଥ ମୂଳ

হুঙ্কবতী গাভী যেমন ডাকে দোহক হুঙ্কদোহে,

দিনে দিনে রক্ষা লাগি ডাকব তোমা ইন্দ্র ওহে । ১

সোমপায়ী হে মঘবা ! এস সোমযাগের ক্ষণে,

ধনী তুমি কৃপা করে' গোধন দেহ ছাষ্ট মনে । ২

বসবে তুমি সুখা পিয়ে অন্তরঙ্গ সুধী দলে,

করো নাকো মোদের হেলা, এস মোদের যজ্ঞস্থলে । ৩

সবার চেয়ে বন্ধু যিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে,

স্বয়ংভেদ। ইন্দ্র কবি শরণ লহ নম্র প্রাণে । ৪

সেবা কর ইন্দ্র দেবের কর তাহার আরাধনা,

দূরিত হোক নিন্দুকেরা, দেশান্তরে দিক হে হানা । ৫

অরিন্দম তোমার বরে শত্রু জনে হিংসা করে,

ভাগ্য মোদের প্রশস্য যে, মিত্রবলে গৰ্ব্ব ভরে । ৬

সবন ত্রয়ে শোভে যে সোম, হৃষ্ট করে, শ্রী দেয় যাগে,

অর্ঘ্য দেহ প্রিয় সে সোম, যজ্ঞ-ব্যাপক দেবের আগে ।

পুষ্ট হয়ে সোমরসে হয়েছিলে বৃত্জয়ী,

দিয়েছিলে শতক্রতু ভক্ত জনে রক্ষারয়ি।

চিত্রকর্মা হে দেবতা রণে তোমার সহায় যাচি

ধনের লাগি অর্পি হবি, তোমার কৃপায় আমরা বাঁচি।

ধনের যিনি মহান্ স্বামী শুভ বাহার কৃপা জানে

কর্ম যাহার শোভন অতি, বন্দ তারে গানে গানে ।

প্রথম মণ্ডলং দ্বিতীয়োহনুবাকঃ । পঞ্চমং সূক্তং । প্রথমোহষ্টকঃ
প্রথমোহধ্যায়ঃ । নবমো বর্গঃ ।

পঞ্চমং সূক্তম্

ঋষিবিখামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ । ইন্দ্রো দেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অগ্নিষ্টোমে
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্র মভি প্রগায়ত ।

সথায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১ ॥

হে সথায়ঃ ঋত্বিজঃ ক্ষিপ্রমস্বিন্ কৰ্ম্মণি ইত্যেত তংগচ্ছতংগচ্ছত ।
আদরার্থেহভ্যাসঃ । আগত্য চ নিষীদত উপবিশত । উপবিশ্ব
চৈন্দ্রমভিপ্রগায়ত । সৰ্ব্বতঃ প্রকর্ষণে স্তুতঃ । কীদৃশাঃ সথায়ঃ—স্তোম-
বাহসঃ ত্রিবৃৎ পঞ্চদশৈকবিশাদিস্তোমান্ অস্বিন্ কৰ্ম্মণি বহন্তি প্রাপয়ন্তি ।

পুরুতমং পুরুনামীশানং বার্য্যানাং ।

ইন্দ্রং সোমে সচাস্মতে ॥ ২ ॥

হে সথায়ঃ ঋত্বিজঃ সচা যুয়ং সর্কৈঃ সহ যদ্বা সচা পরস্পর সমবায়েন
স্মৃতে অভিষ্মতে সোমে প্রবৃন্তে সতীন্দ্রমভিপ্রগায়ত । পুরুতমং বহুং শক্রন্
স্তময়তি প্রাপয়তি ইতি পুরুতমঃ । পুরুণাং বহুনাং বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং
ধনানামীশানং স্বামিনং ॥

স ঘানো যোগ আ ধুবং স রায়ে স পুরক্ষ্যাং ।

গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥ ৩ ॥

স ঘ স এবেন্দ্রঃ পূর্বোক্ত-গুণবিশিষ্টো নোহস্মাকং যোগে পূৰ্বমপ্রাপ্তস্ত
পুরুষার্থস্ত সম্বন্ধে আভুবং আভবতু । পুরুষার্থঃ সাধয়িত্বত্যাৰ্থঃ । স এব
রায়ে ধনর্থমাভুবং । আভবতু স এব পুরক্ষ্যাং যোষিত্যাভুবং । যদ্বা
বহুবিধায়াং বুদ্ধাবাভুবং ॥

যস্য সংস্থে ন বৃথতে হরী সমংসু শত্রবঃ ।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ৪ ॥

সমংসু যুদ্ধেষু যশেজ্ঞস্ত সংস্থে রথে যুক্তৌ হরী দ্বাবন্থৌ শত্রবো ন
বৃথতে ন সম্ভজন্তে । রথমন্থৌ চ দৃষ্টা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ । তস্মা ইন্দ্রায়
তৎসন্তোষার্থং হে ঋত্বিজো গায়ত স্তুতিং কুরুত ।

সুত পাবে, সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে

সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৫ ॥

ইমে সোমাসঃ অগ্নিন্ কৰ্ম্মণি সম্পাদিতাঃ সোমাঃ সুতপাবে, অভিযুতস্ত
সোমস্ত পানকত্রো । তস্তপাতুবীতয়ে ভক্ষণার্থং যন্তি । তমেব
প্রাপ্নুবন্তি । সুতাঃ অভিযুতাঃ শুচয়ঃ দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ শুদ্ধাঃ

দধ্যাশিরঃ অবনীয়মানং দধ্যাশীর্দোষবাতকং যেবাং সোমানাং তে
দধ্যাশিরঃ ।

ঋং সূতস্ত পীতয়ে সতো বুদ্ধো অজায়থাঃ ।

ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠায় সূক্রতোঃ ॥ ৬ ॥

সূক্রতো শোভনকর্ষন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র ঋং সূতস্ত অভিযুতস্ত
সোমস্ত পীতয়ে পানার্থং জ্যৈষ্ঠায় দেবেষু জ্যেষ্ঠার্থং চ সত্তত্ত্বস্মিন্নেব ক্ষণে
বুদ্ধোহজায়থাঃ অতিবুদ্ধোংসাহেন যুক্তোহভূঃ ।

অা ত্বা বিশস্ত্রাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্ব্বণঃ ।

শস্ত্রে সন্ত প্রচেতসে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ত্বং ত্বাং সোমাসঃ সোমা আবিশস্ত । আভিমুখ্যেন প্রবিশস্ত ।
আশবঃ সবনত্রেয়ে প্রকৃতিবিকৃত্যেবা ব্যাপ্তিমন্তঃ । গির্ব্বণঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ
সংভজনীয়ো দেববিশেষঃ ॥ তথাবিধ হে ইন্দ্র তে তব প্রচেতসে প্রকৃষ্ট
জ্ঞানায় শং স্বরূপাঃ সোমা সন্ত ।

ত্বাং স্তোমা অবীবুধন্ ত্বামুক্তা শতক্রতো ।

ত্বাং বর্দ্ধন্ত নো গিরঃ ॥ ৮ ॥

সায়ণ :—হে শতক্রতো বহুকর্ষন্ বহুপ্রজ্ঞ । ত্বাং স্তোমাঃ সামগানং
স্তোত্রাণি অবীবুধন্ বর্দ্ধিতবন্তি । তথা বহুচানামুক্তা শস্ত্রাণি
তামবীবুধন্ । যস্মাৎ পূর্ব্বমেবমাসীৎ তস্মাদিদানীমপি নোহস্মাকং গিরঃ
স্ততয়ত্বাং বর্দ্ধন্ত বর্দ্ধায়ন্ত অতিবৃদ্ধঃ কুর্ব্বন্ত ।

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্র সহশ্রিনং ।

যস্মিন বিশ্বানি পোংস্তা ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র ইমং বাজং সোমরূপমন্নং সনেং সংভজেং । অক্ষিতোতি
অহিংসিতরক্ষণঃ সহশ্রিণং প্রকৃতৌ বিকৃতিষু চ প্রবর্তমানত্বেন সহস্র-
সংখ্যায়ুক্তং । যস্মিন্ বাজে বিশ্বানি সর্বাণি পোংস্তা পুংস্তানি বলানি
বর্তন্তে তাদৃশম্ বাজম্ ।

মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্ তনুনামিন্দ্র গির্বণঃ ।

ঈশানো যবয়া বধং ॥ ১০ ॥

হে গির্বণ ইন্দ্র মর্তা বিরোধিনো মনুষ্যা নোহশ্বদীমানাং তনুনাং
শরীরাকাং মাভিদ্রুহন্ । অভিভো দ্রোহং মা কুৰ্য্যত । ঈশানঃ সমবর্ত্তং
বধং বৈরিভিঃ সম্পাদ্যমানং যবয় । অশ্বান্তঃ পৃথক্ কুরু ।

পঞ্চম সূক্ত

স্তোত্র গায়ক বন্ধু স্বজন, তোমরা সখা কর্মে আমার,
 ইন্দ্রদেবের স্তুতি গানে মুখর কর দিক্-পাথার । ১
 তোমরা গাহ জয়স্তুতি, অরিন্দম ইন্দ্র লাগি,
 বরণীয় ধনের স্বামী, সূতসোমে তোমায় মাগি । ২
 সাধন কর পুরুষার্থ, বিত্ত দেহ, বুদ্ধি জাগাও,
 হে দেবতা হেথায় এস, অন্ন দিয়ে চিত্ত মাতাও । ৩
 রথের অশ্ব দেখি যাহার রিপু জনের কাঁপে বহর,
 সাম গায়ক এস সখা, ছড়িয়ে দাও গানের লহর । ৪
 এই যে শুচি সোম ধারা সুবাসিত দধিদানে
 শোধিত তা পানের লাগি, চলছে তারা তাহার পানে । ৫
 তুমি হ'বে সোমপায়ী সুরজনের মাঝে ঝঙ্ক
 হে সূক্রেতু তাইত তুমি জন্ম হতেই হ'লে বৃদ্ধ । ৬
 স্তবনীয় হে মঘবা । অর্ঘ্য লহ সোমরাশি,
 সোম পিয়ে হও হে সুখী, প্রজ্ঞানেতে জাগ হাসি । ৭
 ঝঙ্ক হলে সাম গানে, মন্ত্রে হলে প্রতিষ্ঠিত,
 স্তুতি মোদের শতক্রতু ! করুক তোমা বিবন্ধিত । ৮
 অন্ন যাহা পৌরুষেরি সহশ্রশঃ কর সেবা
 রক্ষাদানে নও বিরত, হেলা তোমায় করবে কেবা ? । ৯
 মর্ত্য মানুষ হিংসা করে বারণ কর ত্রোহ যত
 ঈশান তুমি অরিন্দম রক্ষা কর অবিরত । ১০

প্রথমং মণ্ডলং । দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ষষ্ঠং সূক্তং প্রথমোহষ্টকঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ । একাদশো বর্গঃ ।

ষষ্ঠং সূক্তম্

ঋষির্বিষ্ণুর্মিহপুত্রমধুচ্ছনাঃ । ইন্দ্রো দেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ।

এতস্য ইন্দ্রসূক্তস্য প্রাতঃ সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

যুঞ্জস্তি ব্রহ্মমরুৎ চরন্তুং পরিতস্থুযঃ ।

রোচস্তে রোচনা দিবি ॥১॥

ইন্দ্রোহি পরমৈশ্বর্যযুক্তঃ । পরমৈশ্বর্যং চাগ্নিবাযুাদিত্যনক্ষত্ররূপেণাব-
হনংরূপপদ্ধতে । ব্রহ্মাদিত্যরূপেণাবস্থিতং । অরুষং । হিংসক-
হিংসকপদ্ধতে । চরন্তুং । বায়ুরূপেন সর্বতঃ প্রসরন্তুমিচ্ছাং
পরিতস্থুযঃ পরিতোহবস্থিতা লোকত্রয়বর্তিনঃ প্রাণিনো যুঞ্জস্তি । স্বকীয়ে
কর্ম্মণি দেবতাত্মেন সংবদ্ধং কুর্ব্বন্তি । তস্মৈবেন্দ্রশ্চ মূর্ত্তিবিশেষভূতা
রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি দ্যুলোকে রোচস্তে । প্রকাশস্তে । অস্ত
মহাস্রোত্মার্থপরত্বং ব্রহ্মণাস্তরে ব্যাখ্যাতং । যুঞ্জস্তি ব্রহ্মামিত্যাহ । অসৌ
বা আদিত্যো ব্রহ্মঃ । আদিত্যমেবাস্মৈ যুনক্তি । অরুষমিত্যাহ ।
অগ্নির্বা অরুষঃ । অগ্নিমেবাস্মৈ যুনক্তি । পরিতস্থুযঃ ইত্যাহ । ইমে
বৈ লোকাঃ পরিতস্থুযঃ । ইমানেষ লোকানস্মৈ যুনক্তি রোচস্তে রোচনা
দিবীত্যাহ । নক্ষত্রাণি বৈ রোচনা দিবি । নক্ষত্রাণ্যেবাস্মৈ রোচয়ন্তীতি ।
পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকেষু মহান্নামস্তু মহো ব্রহ্ম ইতি পঠিতং । আদিত্যস্তুপি
মহান্নাদেব ব্রহ্মত্বং ॥

যুগ্মস্ত্যস্ত কাম্য হরী বিপক্ষস্য রথে ।

শোণা ধ্বক্ষ নৃবাহসা ॥২॥

অস্ত ব্রহ্মাদি প্রতিপাত্যাদিত্যাদিমুর্তিভিত্ত্ব তদ্রাবস্থিতস্যোদ্ভস্য রথে
হরী এতন্মানো দ্বাবশ্যে সারথ্যে যুগ্মস্তি । কাম্য কাময়িতব্যো ।
বিপক্ষস্য—বিবিধে পক্ষসী রক্ষস্য পার্থে যয়োরথয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ ।
রথস্য দ্বয়োঃ পার্থয়ো যোজিতাঃ । শোনা রক্তবর্ণো ধ্বক্ষ প্রগল্ভো
নৃবাহসা নৃণাং পুরুষানাং ইন্দ্র তৎসারথি প্রমুখানাং বোচারৌ ।

কেতুং কৃৎনকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে ।

সমুষ্টিং জায়থাঃ ॥৩॥

হে মর্য্যা মনুষ্যা ইদমাশ্রয়ং পশুতিত্যাহারঃ । আদিত্যরূপোহয়মিন্দ্র
উষস্তি দাহকৈ রশ্মিভিঃ প্রতিদিনমুখঃ কালৈব সংভূয়াজায়থাঃ । উদপদ্যত ।
অপেশসে রাজৌ নিদ্রাভিত্ত্বতদ্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিণে কেতুং কৃৎন
প্রাতঃ প্রজ্ঞানং কুর্বন্ । অপেশসে রাজ্রাবক্ষকারাবৃতদ্বেন অনভিব্যক্ত-
ত্বাদ্ রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরক্ষকারনিবারণেন পেশোরূপম-
ভিব্যজ্যমানং কুর্বন্ ।

আদহ স্বধামনু পুনগভত্মেরি ।

দধানা নাম যজ্জিয়ং ॥৪॥

ঋগ্বেদ

আদহ বর্বরৌরনস্তরম স্বধামহু ইতঃপরং জনিষ্যমানং অন্নমৃদকম্
বাহুললক্ষ্য মরুতো দেবা গৰ্ভহমরিরে—মেঘ মধ্যে জলস্য গৰ্ভাকারং
প্রেরিতবন্তঃ। জলস্য কৰ্ত্তারং পৰ্জ্জন্তং প্রেরিতবন্তঃ। প্রতি সম্বৎসরমেহং
কুৰ্কস্তুীতি দর্শয়িতম্ পুনঃ শবঃ পয়ুক্তঃ। যজ্জিয়ং যজ্জাহং নাম দধানাঃ
ধারয়ন্তঃ।

বীলু চিদারুজ্জ্বলুভিগুহা চিদিদ্র বহিভিঃ।

অবিন্দ উস্রিয়া অহু ॥৫॥

অস্তি কিঞ্চিদুপাখ্যানং। পণিভির্দেবলোকাদ্ গাবোহপহুতা অন্ধকারে
প্রক্ষিপ্তাঃ। তান্শেদ্রো মরুস্তি সহ অজয়দিতি। পণিভিরস্বরৈর্নিগৃঢ়া
গা অশ্বেষ্টুং সরমাং দেবস্তনীমিচ্ছ্রেণ প্রহিতামযুগ্ভি পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ
প্রোচুরিতি। মন্ত্রান্তরে দৃষ্টান্ততয়া সূচিতং। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাব
ইতি। তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্যোচ্যতে। হে ইদ্র বীলুচিং দৃঢ়মপি
দুর্গমস্থানম্ আরুজ্জ্বলুভিভিঃজ্জ্বলিভিবোঢ়্ভিরগুহা নেতুং সমর্থৈর্মরুস্তিঃ
সহিতস্তং গুহাচিং গুহায়মপি স্থাপিতা উস্রিয়া গা অববিন্দঃ অনিষ্য
লব্ধবানসি।

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদ্বদ্বসুং গিরঃ

মহামনুষ্যত শ্রুতং ॥৬॥

দেবয়ন্তো মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবা নিচ্ছন্তো গিরঃ স্তোতার ঋত্বিনো মহাং
প্রোঢ়ঃ মরুদগণমাচ্ছ প্রাপ্তু মনুষ্যত। স্ততবন্তঃ। বিদ্বদ্বসুং বেদয়ন্তিঃ

স্বমহিমপ্রখ্যাপকৈবল্যভিধনৈযুক্তং শ্রুতং বিখ্যাতং । মরুদগণস্য দৃষ্টান্তঃ
যথা মতিং মন্তারমিক্রং যথা জ্ববন্তি তথেন্তি ।

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজ্ঞানো অবিভূষা

মন্দু সমানবর্চসা ॥ ৭ ॥

হে মরুদগণ স্বমিজ্ঞেণ সংজ্ঞানঃ সংগচ্ছমানঃ সংদৃক্ষসে হি । সমাগ্-
দৃষ্টেথাঃ খলু । অবশ্রামশ্রাভিষ্টব্য ইত্যর্থঃ । অবিভূষা ভীতিরহিতেন
মন্দু নিত্যপ্রমুদিতৌ সমান বর্চসা তুল্যদীপ্তৌ ।

অনবদ্যৈরভিহ্যভিমখঃ সহস্বদর্চতি ।

গণৈরিন্দ্রস্য কাট্মৈঃ ॥ ৮ ॥

মখঃ প্রবর্তমানোহয়ং যজ্ঞঃ অনবদ্যৈঃ দোষরহিতৈঃ অভিহ্যভিঃ
দ্যালোকমভিগতৈঃ কাট্মৈ ফলপ্রদত্বেন কাময়িতবৈর্যোগৈরুৎসাহৈঃ সহিত-
মিন্দ্রেশ্রেষ্ঠং সহস্বদবলোপেতং যথা ভবতি তথা অর্চতি । পূজয়তি ।
অয়ং যজ্ঞো মরুত ইন্দ্রং চাতিশয়েন প্রীণয়তি ।

অতঃ পরিজ্ঞান্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি

সমস্নিগ্ধনৃত্তে গিরঃ ॥ ৯ ॥

হে পরিজ্ঞান্ পরিতোব্যাপিন্ মরুদগণ, অতোহস্মান্নরুদগণস্থানাদন্ত-
রিক্ষাদাগহি । অস্মিন্ কৰ্ম্মণি আগচ্ছ । দিবো বা দ্যালোকাহা সমাগচ্ছ
রোচনাদধি নীপ্যমানানাদিত্যমণ্ডলাহা সমাগচ্ছ । অশ্বদীয়কৰ্ম্মকালে

ঋগ্বেদ

যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সৰ্ব্বস্বাদাগচ্ছেত্যর্থঃ । অস্মিন্ কৰ্ম্মণি 'বৰ্ত্তমান
ঋত্বিগ্ গিরঃ স্তবীঃ সমৃদ্ধিতে সম্যক প্রসাধয়তি ।

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি

ইন্দ্রং মহো বা রজসং ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রং দেবং প্রতি সাতিং ধনদানমধীমহে । আধিক্যেণ যাচামহে ।
কস্মাল্লোকাদিতি তদুচ্যতে । ইতোহস্বাদভিদৃশ্যমানাং পার্থিবাং পৃথিবী
লোকাহা । দিবো বা দ্যুলোকাহা মহো মহতঃ প্রৌঢ়াদ্ রজসো বা ।
পক্ষাদীনাম্ রজ্জ্বকাদন্তরিক্ষলোকাহা অয়মিন্দ্রে যতঃ কুতশ্চিদানীষ্মভ্যঃ
ধনং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ ।

ষষ্ঠ সূক্ত

সূর্য্য তুমি, অগ্নি তুমি, অর্চে তোমায় বিশ্ববাসী,
 'মর্ষ্যে তব প্রকাশ বায়ু ছ্যালোক তলে তারার হাসি ।১
 রক্তবরণ, ক্ষিপ্ৰ চরণ, বহন পটু তুরগ জুটি,
 ইন্দ্রদেবের চিত্র মধুর রথের পাশে জুড়ছে ছুটি ।২
 অন্ধকারে হারিয়ে রূপ, চেতনহীন যারা ঘুমায়,
 দাও তাহাদের প্রজ্ঞা ও রূপ, জন্ম নিয়ে প্রতি উষায় ।৩
 গর্ভ লহ মেঘের মাঝে ভাবী উদক লাগি সদা,
 যজ্ঞীয় এ নাম ধারণ করে, এই ত তোমার স্বভাব স্বধা ।৪
 সুহৃগম দৃঢ় গুহা বজ্র দিয়ে ভিন্ন করি,
 এনেছিলে গোধন জিনি, অশুর যাহা নিল হরি ।৫
 ঋত যাদের বসুরাশি, পূজ মহান্ মরুদগণে,
 ইন্দ্রে যথা অর্ঘ্য দেহ, অর্চ তথা ভক্তি মনে ।৬
 তোমরা সবে তুল্য জ্যোতি, হর্ষে সদা উছল অতি,
 দেখি তখন সত্য করি, ইন্দ্রসহ যখন গতি ।৭
 অনবদ্য ছ্যালোকমুখী কাম্য মরুদগণের সহ,
 বলোপেত ইন্দ্রদেবে, যজ্ঞে আজি অর্ঘ্য বহ ।৮
 অস্তরীক্ষ, ছ্যালোক কিংবা দীপ্ত সূর্য্য গোলক বাহি
 এস হেথায় মরুৎ সবে, আমরা বিজয় স্তোত্র গাহি ।৯
 স্বর্গ, ভুবন, অস্তরীক্ষ, যেথায় থাক অধিক নমি,
 যাচি অধিক হে মঘবা, ইষ্ট দেহ চিন্ত রমি' ।১০

প্রথমং মণ্ডলং । দ্বিতীয়োহনুবাকঃ সপ্তমং সূক্তং । প্রথমোহষ্টকঃ
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ত্রয়োদশবর্গোঃ । ঋষিবিদ্যামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ ইন্দ্রোদেবতা
 গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেব শাস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

সপ্তমং সূক্তং

ইন্দ্রমিদগাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরকিণঃ ।

ইন্দ্রং বাণীরনুষত ॥১॥

গাথিনো গীয়মানসামযুক্তা উদগাতারঃ ইন্দ্রমিৎ ইন্দ্রমেব বৃহৎ ।
 বৃহন্মামকেন সান্নানুষত । স্তববন্তঃ । অর্কিণোহর্চনহেতু মন্ত্রোপেতা
 হোতারোহর্কেভিঃ ঋগ্‌রূপৈর্মন্ত্রৈরিন্দ্রমেবানুষত । যে ত্ববশিষ্টা অধ্যাবন্তে
 বাণীবাগভির্যজুর্ভিরিন্দ্রমেব অনুষত ।

ইন্দ্রইক্কর্যোঃ সচা সম্মিগ্ন আবচো যুজা

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥২॥

ইন্দ্রইৎ—ইন্দ্রএব হর্যোহরিনামকধোদধঃসঃ সচা সহ যুগপদা সংমিগ্ন
 সর্কতঃ সম্যগ্‌ মিশ্রয়িতা । বচোযুজা-বচনমাত্রাণ রথে যুজ্যমানয়ো
 স্থশিক্ষিতয়োঃ । বজ্রী বজ্রযুক্তঃ হিরণ্যয়ঃ হিরণ্ময়ঃ সর্কভরণভূষিত
 ইত্যর্থঃ ।

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আস্থর্য্যং রোহয়দ্ভিবি ।

বিগোভিরজ্রিমৈরয়ৎ ॥৩॥

অয়মিদ্ৰ দীৰ্ঘায় প্রৌঢ়ায় নিরন্তরায় চক্ষুসে দর্শনায় দিবি ছ্যালোকে
সূর্য্যমারোহয়ং পুরা বৃত্তাস্বরণে জগতি যদাপাতিতং তমন্তন্নিবারণেন
প্রাণিনাং দৃষ্টিসিদ্ধার্থমাদিত্যং ছ্যালোকে স্থাপিতবান্ । স চ সূর্য্যো
গোভিঃ রশ্মিভিরজিঃ পর্ব্বতপ্রমুখং সর্ব্বং জগৎ বৈরয়ং বিশেষেণ দর্শনার্থং
প্রেরিতবান্—প্রকাশিতবান্ ইত্যর্থঃ । অথবা ইন্দ্রএব গোভিজ্জলৈ-
নিমিত্তভূতৈরজিঃ মেঘং বৈরয়ং । বিশেষেণ প্রেরিতবান্ ।

ইন্দ্র বাজেষু নোহব সহস্রপ্রধনেষু চ ।

উগ্র উগ্রা িরুতিভিঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্র উগ্রঃ ৷ কতিঃ ৷ চক্ষুঃগ্রাভিরপ্রদ্যুভিরস্বদ্বিষদবক্ষাভি-
বাজেযু যুদ্ধেযু নোইমান্ বক্ষ । তথা সহস্রপ্রধনেষু চ—সহস্র সংখ্যক
গজাখাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেযু অপি বক্ষ ।

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমভে হবামহে ।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥৫॥

বয়মনুষ্ঠাতারো মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তম্ ইন্দ্রং হবামহে আহ্বয়ামঃ ।
অভে অর্ভকে স্বল্পেহপি ধনে নিমিত্তভূতে সতীন্দ্রং হবামহে । যুজং
সহকারিনং সমাহিতং বা । বৃত্রেষু শক্রযু ধনলাভবিরোধিষু প্রাপ্তেষু
তন্নিবারণায় বজ্রিণং বজ্রোপেতং ।

সনো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপারুধি ।

অশ্বভ্যমপ্রতিক্ষুতঃ ॥৬॥

অথৈদ

হে সত্বাদাবন্ অম্বদভীষ্টানাং সৰ্কেষাং ফলানাং সহপ্রদাতঃ । অতো
ব্রীহাদিনিস্পিষ্টার্থঃ হে বৃষন্ নোহম্বদৰ্থমমুং দৃশ্যমানং চক্ৰং মেঘমপাবৃধি ।
উংপাটয় তথৈবস্বভ্যমম্বদৰ্থং অপ্রতিকৃতঃ প্রতিশব্দরহিতঃ । যদ্বদাম্মাভি-
যাচ্যতে তত্র সৰ্বত্র নেতি প্রতিশব্দং নোচ্চারণয়তি ।

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ ।

ন বিদ্ধে অস্ত্য সৃষ্টুতিং ॥৭॥

তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি দেবাস্তরে যে স্তোমাঃ স্তোত্রবিশেষা
উত্তর উৎকৃষ্টাঃ সন্তি তৈঃ স্তোমৈঃ সৰ্কেষাপি বজ্রিণো বজ্রযুক্তস্য ইন্দ্রস্য
সৃষ্টুতিং যোগ্যাং শোভনস্ততিং ন বিদ্ধে ন বিন্দামি ।

বৃষা যুথৈব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ন্ত্যোজসা ।

ঈশানো অপ্রতিকৃতঃ ॥৮॥

বৃষাঃ কামানাং বর্ষিতেন্দ্র ওজসা স্বকীয় বলেন অনুগ্রহীতুং কৃষ্টীঃ
মহুগ্মানিয়ক্তি প্রাপ্নোতি । ঈশানঃ—সমর্থঃ অপ্রতিকৃতঃ—প্রতিশব্দরহিতঃ
যাচমানং ন পরিহরতী ইতি । বংসগো বননীয়গতিবৃষভো যুথো
গোযুথানি যথা প্রাপ্নোতি । তদ্বৎ ।

য একশর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি ।

ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্রিতীনাং ॥৯॥

যঃ ইন্দ্রঃ স্বয়মেক এব চৰ্ঘণীনাং মহুঘানাং ইরজ্যতি ক্ৰষ্টে । তথা
বসুনাং ধনানামিরজ্যতি স ইন্দ্রঃ পঞ্চ নিষাদপঞ্চমানাং ক্ষিতীনাং
নিবাসাহীনাং বর্ণানাং অহুগ্রহীতা ইতি শেষঃ ॥

ইন্দ্রং বো বিশ্বতম্পরি হবামহে জনেভ্যঃ ।

অস্মাকমন্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

হে ঋগ্বেদে যজমানাঃ বিশ্বতঃ সৰ্ব্বেভ্যো জনেভ্যঃ পরি উপরি অরস্থিতঃ
ইন্দ্রং বো যুগ্মদৰ্থং হবামহে আহ্বয়ামঃ । অতঃ স ইন্দ্রোহস্মাকং কেবলো-
হসাধারণোহস্তু । ইতরেভ্যোপাধিকমহুগ্রহমস্মাহু করোতু ।

সপ্তম সূক্ত

বৃহৎ সামে উদগাতারা,
 অক্ষর্যুরা বাণী দিয়ে
 হরিয়ুগল আদেশ পেলে
 বজ্রী তুমি স্বর্ণভূষণ
 বিশ্বলোকে দেখবে চির,
 সূর্য্য আপন রশ্মিধারা
 উগ্র তুমি উগ্র জনে,
 রক্ষা কর হে অজেয় !
 অর্চি তোমা অন্ন লাগি,
 বজ্রধারী ইন্দ্র তুমি,
 ইষ্টদাতা বৃষ্টি দেহ,
 কুণ্ঠাবিহীন চিন্তে তুমি
 পুঞ্জ পুঞ্জ যে সব স্তুতি,
 তুষ্টি দিতে ইন্দ্রদেবে
 বৃষ যথা গোকুর যুখে
 পূর্ণ করি প্রার্থনা যে
 একক তুমি জগৎস্বামী,
 একক তুমি পঞ্চ ক্ষিতির
 স্তুতি করি ইন্দ্রদেবে
 সবার চেয়ে ভালবাসেন

ঋগ্বেদীরা অর্কসনে
 ইন্দ্রে ডাকে সকল ঋগে । ১
 রথে তোমার আপনি লাগে,
 এস আজি মোদের যাগে । ২
 রাখলে সূর্য্য আকাশ পরে,
 ছড়িয়ে দিলেন জগৎ ভরে । ৩
 অপ্রধ্ব্য শত্রু রণে,
 অমোঘ তব বীর্য্য সনে । ৪
 অর্চি তোমা বহুর জয়ে,
 যোগ্য তুমি শত্রু ঋগে । ৫
 ছড়িয়ে দেহ মেঘের মালা,
 ভরিয়ে দেহ ভিক্ষা থালা । ৬
 অশ্রু দেবের লাগি গাহি,
 তা দিয়ে হায় মিথ্যা চাহি । ৭
 তেমনি এস মানুষ দলে,
 ঈশান তুমি নিজের বলে । ৮
 একক ধনের অধিনায়ক,
 অদ্বিতীয় পরিচালক । ৯
 বিশ্বজনের উদ্ধে যিনি,
 মোদের কেবল আপন তিনি । ১০

প্রথমং মণ্ডলং তৃতীয়োহনুবাকঃ অষ্টমং সূক্তং । প্রথমোহষ্টকঃ

প্রথমেহধ্যায়ঃ পঞ্চদশ যোড়শশ্চ বর্গঃ ।

ঋষিবিখ্যামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ । ইন্দ্রো দেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অগ্নিস্তোমে
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

অষ্টমং সূক্তং

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিহ্বানং সদাসহং ।

বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র উত্তয়েহস্মদরক্ষার্থং রয়িং ধনমাভর আহর । সানসিং সং
ভজনীয়ং সজিহ্বানং সমানশত্রুজয়শীলং । ধনেন হি শূরান্ ভূত্যান্
সম্পাত্য শত্রুবো জীয়ন্তে । সদাসহং সর্বদা ৷ ১ ৷ বর্ষিষ্ঠং
অতিশয়েন বৃদ্ধং প্রভূতম্ ।

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ ।

ছোতাসোন্ত বতা ॥ ২ ॥

যেন ধনেন সম্পাদিতানাং ভটানাং নি মুষ্টিহত্যয়া নিতরাং মুষ্টিগ্রহारेণ
বৃত্রা শত্রুন্ নিরুণধামহৈ নিরুদ্ধান্ করবামঃ তাদৃশং ধনমাহরেত্যর্থঃ ।
ছোতাসন্তয়া রক্ষিতা বহুর্ভবতাস্মদীদেনাশেন নিরুণধামহৈ ইত্যনুঘদঃ ।
পদাতিযুদ্ধেনাশ্বযুদ্ধেন চ শত্রুন্ বিনাশয়াম ।

ইন্দ্র ছোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহী ।

জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥

আগ্নেদ

হে ইন্দ্র হোতাসমুদ্রা পালিতা বয়ং ঘনা ধনং শক্র প্রহরণাত্যন্তং দৃঢ়ং
বহুনাশুমানসীমহি । স্বীকুৰ্মঃ । তেন চ বজ্রেণ যুধি যুদ্ধে স্পৃধঃ স্পৰ্দ্ধ-
মানান্ শক্রন্ সংজয়েম সমাগ্ জয়েম ॥

বয়ং শূরেভিরস্তুভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং ।

সাসহ্যাম পৃতহৃতঃ ॥ ৪ ॥

বয়ং কৰ্ম্মানুষ্ঠাতারঃ শূরেভিঃ শৌৰ্য্যযুক্তৈরস্তুভিঃ আয়ুধানাং প্রক্ষেপ্তৃভি-
ভট্টৈঃ সংযুজানসীমহি । হে ইন্দ্র তাদৃশ ভট্টসহিতা বয়ং যুজা সহায়ভূতেন
ত্বয়া পৃতহৃতঃ সেনামিহৃতঃ শক্রন্ সাসহ্যাম—অ. হিঃ সেনাভিভবেম ॥

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্ত বজ্রিণে ।

দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ৫ ॥

অয়মিন্দ্র মহান্ শরীরেণ শ্রোতঃ পরশ্চ গুণেরংকুটোহপি । নু কিঞ্চ বজ্রিণে
বজ্রযুক্তায় ইন্দ্রায় মহিত্বং পূৰ্ব্বোক্তং দ্বিবিধমাধিক্যং সৰ্ব্বদাস্ত্ব । স্বভাব
সিদ্ধস্তাপি ভক্ত্যা প্রার্থনমেতৎ । কিঞ্চ দ্যৌর্ন দ্যালোক ইব শবো
বলমিন্দ্রস্ত সেনারূপং প্রথিনা প্রথিনা পৃথুত্বেন যুজ্যতামিতি শেষঃ । যথা
দ্যালোক প্রভৃত এবমস্ত সেনা প্রভৃতা ।

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্ত সনিতৌ

বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ৬ ॥

যে নরঃ পুরুষঃ সমোহে সংগ্রামে তোকস্ত অপত্যস্ত সনিতৌ বা লাভে-
বাশত । ব্যাপ্তবস্তুঃ । ইন্দ্রঃ স্তত্বেতিশেষঃ । বা অথবা বিপ্রাসো

মেধাবিনো দিয়াযবঃ প্রজ্ঞাকামা সন্তঃ আশত তে সৰ্বো লভন্ত
ইত্যাদ্যাহারঃ ।

যঃ কুক্ষি সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিষতে

উৰ্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

যঃ কুক্ষিঃ অস্ম ইন্দ্রস্তোদরপ্রদেশঃ সোমপাতমোহতিশয়েন সোমস্য
পাতা । সঃ কুক্ষি সমুদ্র ইব পিষতে—বর্ধতে । কাকুদো মুখসংবদ্ধিতা
উৰ্বীঃ বহব্যঃ আপোঃ ন জলানীব । জিহ্বা সংবন্ধমাস্যোদকং যথা
কদাচিদপি ন শুণ্যতে তথেন্দ্রস্য কুক্ষিঃ সোমপূরিতো ন শুণ্যতি ।

এবা হস্ম স্মনতা বিরপ্শী গোমতী মহী ।

পক্ষা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮ ॥

অস্য ইন্দ্রস্য স্মনতা প্রিয়সত্যরূপা বাক্ দাশুষে হবিদন্তবতে বজ্রমানায়
তদর্থমেবা হি । এবং খলু । বিরপ্শী—বহুবিধোপচারবাদিনী গোমতী
—গোপ্রদা অতএব মহী মহতী পূজ্যা । যথোক্তবাচো দৃষ্টান্তঃ—পক্ষা শাখা
ন—যথা বহুভিঃ পক্ষৈঃ কর্ণৈরুপেতা পনসবৃক্ষশাখাদি প্রীতিহেতুস্তদ্বৎ ।

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে ।

সচ্চশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র তে তব বিভূতয় ঐশ্বর্যবিশেষা এবা হি এবংবিধাঃ খলু । মাবতে

ঋগ্বেদ

মৎসদৃশায় দাণ্ডবে যজমানায় উতয়ঃ স্বদীয়রক্ষারূপাঃ সদ্যশ্চিৎ সন্তি ।
যদা কৰ্ম্মাহুষ্ঠিতঃ তর্দৈব ভবন্তি ।

এবা হস্র কাম্যাস্তোম উক্থঞ্চ শংস্যা

ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ১০ ॥

অস্য ইন্দ্রস্য স্তোমঃ সামসাধ্যঃ স্তোত্রং উক্থঞ্চ অর্কসাধ্যঃ শস্ত্রমপ্যোবাহেতে
উভে এবংবিধে খলু । কাম্য্য কাময়িতব্যে শংস্যা ঋগ্ভি শংসনীয়ে
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে—ইন্দ্রস্য সোমপানার্থঃ ।

অষ্টম সূক্ত

যে জন মোদের ভজনীয়, শত্রু জয়ে সদা সহ,
রক্ষা লাগি হে মঘবা ! সে ধন তুমি প্রচুর বহ । ১
সে ধন দিয়ে তোমার বরে রুদ্ধ করি মোদের দ্রোহী
মুণ্ডাঘাতে পদাতিকে, অশ্ব দিয়ে অশ্বারোহী । ২
ইন্দ্র তুমি পালন কর দেহ মোদের বজ্রঘন
জয়ের লাগি রণ-ভূমে স্পর্ধাকারী শত্রু হন । ৩
অস্ত্রধারী শূরগণে তোমার যোগে যুক্ত হব ।
সেনাকাজ্ঞী অরি জিনি বারে বারে বিজয় লব । ৪
মহান্ তুমি পরাংপর, মহত্ত্ব সে বেড়ে পড়ুক,
বীৰ্য্য তোমার দ্ব্যলোক সম বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করুক । ৫
মহারণে বিজয় চেয়ে, পুত্রকাম পুত্র মাগি,
প্রজ্ঞাকাম বিপ্রজনে স্তুতি করে তোমার লাগি । ৬
সোমপায়ী কুক্ষি তোমার মেঘে বাড়ে সাগর সম,
বিস্তৃত অপ্ মুখে তোমার, এইত হেরি অনুপম । ৭
তোমার সত্য বিচিত্র বাক্ জ্ঞানপ্রদ পূজনীয়,
পক্ষফল শাখার মত যজমানের নিত্যপ্রিয় । ৮
অশেষ তব বিভূতি যে যজ্ঞকারী মোদের লাগি,
সদ্য আনে কাম্য যত, তোমার কৃপা আমরা মাগি । ৯
সোমপায়ী ইন্দ্র লাগি উক্খ পড়ি, স্তোত্র গাহি,
প্রশস্ত তা সত্য বটে তাহার চেয়ে কাম্য নাহি ।

প্রথমং মণ্ডলং । তৃতীয়াহুবাৰ্গঃ । নবমং সূক্তং । প্রথমোহষ্টকঃ

প্রথমোহধ্যায়ঃ সপ্তদশ অষ্টাদশচ বর্গঃ ।

নবমং সূক্তং

ঋষির্মধুচ্ছন্দাঃ । ইন্দ্রে দেবতা । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অগ্নিষ্টোমেন
বৈশ্বদেবশস্ত্রে অতিরাত্রে যাগে চ বিনিয়োগঃ ।

ইন্দ্রেহি মৎস্রদ্ধাসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ষভিঃ ।

মহী ত্বিষ্টিরোঃসঃ ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র এহি—অগ্নি কৰ্ম্মণি আগচ্ছ । আগতা চ বিশ্বেভিঃ সর্বেঃ
সোমপর্ষভিঃ সোমবসরূপৈঃ অঙ্গসোহঙ্কোভিরন্নৈর্মংসি । .মাদা হৃষ্টো ভব ।
তত উক্কোমোজসা বলেন মহান্ ভূত্বাভিষ্টিঃ শক্রণামভিভবিতা ভব ।

এমেনং সৃজতা সূতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে ।

চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২ ॥

হে অধ্বর্ধ্যবঃ সূতেহভিষূতে চমসস্থে সোম এনং সোমং ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং
আসৃজত । পুনরভ্যন্নয়ত । মন্দি হর্ষহেতুং চক্রিং সাধুকরণশীলং
মন্দিনে হর্ষযুক্তায় বিশ্বানি সর্বাণি কৰ্ম্মণি চক্রয়ে কৃতবতে সর্বকৰ্ম্ম-
নিষ্পাদনশীলায় ইত্যর্থঃ ।

মৎস্বো সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভি বিশ্বচর্ষণে

সচৈষু সবনেষা ॥ ৩ ॥

হে সুশিপ্র হে শোভনহনো শোভননাসিক বা । শিপ্রেহনুনাসিকে বা
নিঃ ৬২৭। ইতি যাস্কোনোক্তত্বাং । তাদৃশ হে ইন্দ্র মন্দিভির্হবহেতুভিঃ
স্তোমেভিঃ স্তোত্রৈর্মৎস্ব । হৃষ্টভবো । হে বিশ্বচর্যণে সর্বমমুগ্ধ্যযুক্তৈঃ
সর্কৈর্বজ্রমানৈঃ পূজ্যোত্যর্থঃ । তাদৃশেন্দ্র ত্বমেবু যাগগতেষু ত্রিষু সবনেষু
সচা দেবৈরনৈঃ সহাগচ্ছতিশেষঃ ।

অমৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত

অজোষা বৃষভং পতিং ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র গিরস্তুদীয়াঃ স্তুতীমুগ্রং । সৃষ্টবানস্মি । তাস্চ গিরঃ স্বর্গেহবস্থিতং
ত্বাং প্রত্যুদহাসত । উদগত্য প্রাপ্নুবন্ । ত্বদৃশির্গিরস্তুদীয়াঃ ।
সেবিতবানসি । কীদৃশং ত্বাং । বৃষভং । কামানাং বধিতারং । পতিং ।
সোমস্তু পাতারং যজমানানাং পালয়িতারং বা । পাতা পালয়িতা বা ।
নিঃ ৪২৬। ইতি যাস্কোনোক্তত্বাং ॥

সংচোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং

অসদিভে বিভু প্রভু ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র বরেণ্য শ্রেষ্ঠং চিত্রং অগ্নিহোত্রাদিকপেণ বহুবিধমর্বাগশ্রদভিমুখং
যথা ভবতি সংচোদয় । সম্যক প্রেরয় । ভোগায় যৎকৃতং বহিঃস্থং
নোচ্যতে ততোইপ্যধিকং প্রভু শঙ্কেন । তাদৃশং ধনং তে তবৈবাসদিং ।
অন্ত্যেব । তস্মাৎ অশ্রুভ্যং প্রযচ্ছতিত্যর্থঃ ।

স্বপ্নেদ

অস্মান্ স্তু তত্র চোদয়েন্ম রায়ে রভস্বতঃ ।

তুবিদ্যাম্ন যশস্বতঃ ॥৬॥

হে তুবিদ্যাম্ন! প্রভূতধনেজ্জ । রায়ে ধনসিদ্ধার্থমস্মানহুষ্ঠাতুন্ তত্র কৰ্ম্মণি
স্তুচোদয় । স্তুষ্ঠ প্রেরয় । কীদৃশানস্মান্ । রভস্বতঃ । উদ্যোগবতঃ ।
যশস্বতঃ । কীৰ্ত্তিমতঃ ।

সংগোমদিন্ম বাজবদস্যে পৃথু শ্রবো বৃহৎ ।

বিশ্বায়ুধে হাক্ষিতং ॥৭॥

হে ইন্ম শ্রবোধনমস্যে সঙ্কেহি । অস্মভ্যং সম্যক্ প্রযচ্ছ । কীদৃশং শ্রবঃ ।
গোমং । বহুবীভির্গোভিক্রপেতং । বাজবৎ প্রভূতেনান্নোপেতং ।
পৃথু । পরিমাণেনাধিকং । বৃহৎ । গুণৈরধিকং । বিশ্বায়ুঃ । ক্লংশ্রায়ুঃ
কারণং । অক্ষিতং । বিনাশরহিতং ।

অস্যে ধেহি শ্রবো বৃহদ্ভ্যাম্ন সহস্রসাতমং ।

ইন্ম তা রথিনীরিষঃ ॥৮॥

হে ইন্ম বৃহচ্ছ্রবো মহতীং কীৰ্ত্তিমস্যে ধেহি । অস্মভ্যং প্রযচ্ছ । তথা
সহস্রসাতমমতিশয়েন সহস্রসংখ্যাদানোপেতং ভ্যাম্ন ধনমস্যে ধেহি । তথা
তা ব্রীহিষবাদিক্রপেণ প্রসিদ্ধা রথিনীর্বহু রথো পেতা ইষোহন্নাত্মস্মে ধেহি ।

বসোৱিল্লং বসুপতিং গীৰ্ভিগৃণন্তু ঋগ্নিয়ং

হোম গস্তারমৃত্যয়ে ॥ ৯ ॥

বসোৰ্বসুনোহস্মদীয়স্য ধনস্যোতয়ে বক্ষার্থমিল্লং হোম । বয়মাহুয়ামঃ ।
কিং কুৰ্বন্তঃ । গীৰ্ভিঃ স্ততিভিগৃণন্তুঃ কীদৃশমিল্লং । বসুপতিং । ধন-
পালকং । ঋগ্নিয়ং । ঋচাং মাতারং । গস্তারং । যাগদেশে গমনশীলং ।

সুতে সুতে ত্বোকসে বৃহদবৃহত এদরিঃ ॥

ইন্দ্রায় শৃষমর্চতি ॥ ১০ ॥

ইহুর্ভিগচ্ছতানুষ্ঠেয়ং কৰ্ম প্রাপ্তে তীত্যাহিঃকমানঃ । এদরিঃ সর্কোহপি
যজমানঃ ইন্দ্রায় সুতে ইন্দ্রার্থমভিষুতে তত্ত্বংসোমে শৃষংবলমর্চতি ।
স্তোতি । ইন্দ্রস্য পরাক্রমং প্রশংসতীত্যর্থঃ কীদৃশং শৃষং । বৃহৎ । প্রোচ্যং ।
কীদৃশং ইন্দ্রায় । ত্বোকসে । নিয়তস্থানায় । বৃহতে । প্রোচ্যায় ।

নবম সূক্ত

এস হেথায় ইন্দ্র তুমি, হৃষ্ট হবে সোমরসে,
ঋদ্ধ হ'য়ে ওজস্বিতায় শত্রু দলে আনবে বশে । ১
অর্ঘ্য দেহ আনন্দময়, নন্দিত ঐ সোমধারা,
বিশ্বচক্র যাহার হাতে, হর্ষে যিনি নিত্যহার। ২
শোভন তুমি বিশ্বশরণ তুষ্ট হও হে মোদের স্তবে,
এস হেথায় যজ্ঞ মাঝে দেবগণে আনো সবে । ৩
উচ্চারিত স্তোত্র আমার ছুটছে প্রভু তোমার পানে,
ইষ্টদাতা পাতা তুমি, সেব তাদের কৃপা দানে । ৪
ইন্দ্র তুমি ধনের বিভূ, জানে প্রভু মণিরতন,
বরণীয় হে বিচিত্র, সে ধন মোদের কর আপন । ৫
ধনকুবের ইন্দ্র তুমি প্রেরণ কর শুভকর্মে,
উদ্যোগী ও যশস্বীরে মহৎ কর ধনের শর্মে । ৬
নিত্য যে ধন দেয় রে আয়ু, বৃহৎ এবং প্রভূত যাহা
গোযুত আর অশ্বযুত হে মঘবা দাও হে তাহা । ৭
দাও আমাদের মহৎ খ্যাতি, বিত্ত দেহ প্রচুর করি,
অন্ন দিয়ে পুণ্য কর, দাও হে ব্রীহি রথে ভরি । ৮
তোমায় ডাকি বসুপতি ! রক্ষা কর মোদের বিত্ত
যজ্ঞ প্রিয় ! ঋক্বচনে তুষব মোরা তোমার চিত্ত । ৯
নিত্য নিবাস বৃহৎ তোমার পরাক্রমের গাহি গীতি,
যাগে যাগে তোমায় ডাকি, যাচি তোমার অমোঘ প্রীতি । ১০।

প্রথমং মণ্ডলং । তৃতীয়োহম্বুবাকঃ । দশমং সূক্তং ।
 প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমোহধ্যায় । উনবিংশো বিংশচ্চ বর্গো
 ঋষিমধুচ্ছন্দাঃ ইন্দ্রোদেবতা, অম্বুষ্টপ্চ্ছন্দঃ এতশ্চ ইন্দ্রসূক্তশ্চ
 তৃতীয়সবনে ব্রহ্মযজ্ঞে বিনিয়োগঃ ।

দশমং সূক্তং

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোহর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ ।

ব্রাহ্মণস্থা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥১॥

হে শতক্রতো বহুকর্মণ বহুপ্রজ্ঞবেন্দ্র । ত্বা ত্বাং গায়ত্রিণঃ উদ্বাতারো
 গায়ন্তি । স্তবন্তি । অর্কিনোহর্চনহেতুমন্ত্রযুক্তা হোতারোহর্কমর্চনীয-
 মিন্দ্রমর্চন্তি । শত্ৰুপতৈর্নৈম্নৈঃ প্রশংসতি । ব্রাহ্মণো ব্রহ্মপ্রভৃত্য ইতরে
 ব্রাহ্মণস্থা ত্বামুদযেমিরে । উন্নতিং প্রাপয়ন্তি । তত্র দৃষ্টান্তঃ । বংশমিব ।
 যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশমুন্নতং কুর্কন্তি । যথা বা
 সন্মার্গবর্তিনঃ স্বকীয়ং কুলমুন্নতং কুর্কন্তি তদ্বৎ । এতামুচং যাস্ক এবং
 ব্যাচষ্টে । নিঃ ৫।৫ । গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রাচন্তি তেহর্কমর্কিনো
 ব্রাহ্মণস্থা শতক্রত উদযেমিরে বংশমিব । বংশো বনশয়ো ভবতি
 বননাচ্ছ্রুত ইতি বেতি । অর্কশব্দঞ্চ বহুধা ব্যাচষ্টে । নিঃ ৫।৪ ।
 অর্কো দেবোভবতি যদেনমর্চন্ত্যর্কো মন্ত্র ভবতি । যদেনার্চন্ত্যর্কমন্ত্রং
 ভবত্যর্চতি ভূতান্তর্কো বৃক্ষোভবতি সংবৃতঃ কটুকিম্নেতি ।

যৎসানোঃ সান্নুমারুহদ্ভূর্যম্পষ্ট কত্বং ।

তদিল্লো অর্থং চেততি যুথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥২॥

যদ্ যদা সানোঃ সান্নুমারুহৎ । যজমানঃ সোমবহ্নীসমিদান্যাহরণ্যৈদে-
 কস্মাৎ পর্কতভাগাদপরং পর্কতভাগমারুহবান্ । তথা ভূরি প্রভূতং

স্বায়েদ

কৰ্ণ কৰ্ম সোমযাগরূপমম্পষ্ট স্পৃষ্টবাহুপক্রান্তবানিত্যর্থঃ । তত্তদানীমমম্প্রো-
২র্থং যজ্ঞমানস্য প্রয়োজনং চেততি জানাতি । জ্ঞাত্বা চ বৃষ্টিঃ কামান্য
বৰ্ষিতা সন্ যুথেন মরুদগণেন সহৈজতি । কম্পতে । স্বস্থানাং যজ্ঞ-
ভূমিমাগন্তমুদযুক্ত ইত্যর্থঃ ।

যুক্তা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা ।

অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥৩৥

হে সোমপাঃ সোমপানযুক্তেন্দ্র হরী অদীয়াবধৌ যুক্তা হি । সৰ্ব্বথা
সংযোজয় । অথানন্তরং নোঃসীদ্যনঃ গিরাং স্তুতিনামুপশ্রুতিং সমীপে
শ্রবণমুদ্दिষ্ট চর । তৎপ্রদেশং গচ্ছ । কীদৃশৌ হরী । কেশিনা ।
স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমানকেশযুক্তৌ । বৃষণা সেচনসমর্থৌ যুবানৌ । কক্ষ্যপ্রা ।
অশ্বশ্রোদরবন্ধনরজ্জুঃ কক্ষ্যঃ । তস্ম পূরকৌ পুষ্টাঙ্গাবিত্যর্থঃ ।

এহি স্তোম্ । অভি স্বরাভি গৃণীহারুব ।

ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয় ॥৪॥

হে বসো নিবাসসকারণীভূতেন্দ্র । এহি অস্মিন্ কৰ্ম্মণ্যাগচ্ছ । আগত্য
চ স্তোমাসুদগাতৃ-প্রযুক্তানি স্তোত্রাণ্যভিস্বর । অভিলক্ষ্য প্রশংসারূপং
শব্দং কুরু । তথাঃস্বধাবমভিলক্ষ্য গৃণীহি । শব্দং কুরু । তথা হোতৃ
প্রযুক্তানি শাস্ত্রাণ্যালক্ষ্য রুব । শব্দং কুরু । পরিতোষণে স্ব সৰ্ব্বানুজিহ্বাঃ
প্রশংসেত্যর্থঃ । তত উক্তং নোহস্মাকং ব্রহ্ম চান্নং চ যজ্ঞং চানুষ্ঠীয়মানং
কৰ্ম্ম চ সচা সহ বর্ধয় । সাক্ষসম্পাদনেন যজ্ঞং বর্ধয়িত্বা তৎফলমন্নং চ
প্রবৃদ্ধং কুরু । অন্ধ ইত্যাদিষ্টাবিংশত্যন্নানমস্তু ব্রহ্ম বচ ইতি পঠিতং ।

উক্তমিত্তায় শংস্তং বধনং পুরুনিষিধে ।

শক্রো যথা সূতেষু গো রারণং সখ্যেষু চ ॥৫॥

ইন্দ্রায়েন্দ্রার্থং বধনং বৃদ্ধিসাধনমুক্তং শস্ত্রং শংস্তমস্মাভিঃ শংসনীয়ং ।
দীক্ষাং ॥৫॥ পুরুনিষিধে । বহুনাং শক্রাণাং নিষেধকারিণে ।
শক্রঃ । শক্র ইন্দ্রো নোহস্মদীয়েষু সূতেষু পুত্রেষু সখ্যেষু চ সখিত্বেষপি
যথা যেন প্রকারেণ রারণং । অতিশয়েন শক্যং কুৰ্য্যাৎ । তথা
শংস্তমিতি পূৰ্ব্বাত্মনঃ । অস্মদীয়েন শস্ত্রেণ পরিতুষ্ট ইন্দ্রোহস্মাকং
পুত্রং সন্তানানি চ বহুশা প্রশংসনিত্যর্থঃ ।

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্যে ।

স শক্র উত নঃ শক্দিন্দ্রো বসু দয়মানঃ ॥৬॥

সখিত্বে নিমিত্তভূতে সতি তমিত্তমেবেন্দ্রমীমহে । প্রাপ্নুমঃ । তথা
রায়ে ধনার্থমীমহে । উত । অপি চ শক্রঃ । শক্তিমান ইন্দ্রো নোহস্মভ্যং
বসু ধনং দয়মানঃ । প্রযচ্ছন্ শক্যং । অস্মদীয় রক্ষণে শক্যোহভূৎ ।

সুবিবৃতং সুনিরজমিত্ত্বা দাতমিদং যশঃ ।

গবামপ ব্রজং বৃধি কুণ্ধ রাধো অদ্রিবঃ ॥৭॥

হে ইন্দ্র যশোহস্তং কৰ্মফলভূতং সুবিবৃতং সূত্রে সৰ্বত্র প্রসূতং সুনিরজং
সুত্বেন নিঃশেষং প্রাপ্নুং শক্যং ত্বাদতমিত্ত্বয়া শোধিতং চ সম্পন্নমিতি
শেষঃ । ইতঃ পরং ক্ষীৰাদিরসলাভার্থং গবাং ব্রজং নিবাসস্থানমপবৃধি ।

ঋগ্বেদ

অপবৃত্তমুদঘাটিতদ্বারং কুরু । হে অশ্বিষঃ পৰ্ব্বতোপলক্ষিত বজ্রযুক্তেন্দ্র
রাধো ধনং কণ্ঠস্থ সম্পাদয় ।

নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিহতঃ ।

জেযঃ স্বৰ্বতীরপঃ সংগা অশ্বভ্যাং ধুমুহি ॥৮॥

হে ইন্দ্র ঋঘায়মাণং শক্রবধং কুর্ক্সাণং স্বাং রোদসী উভে ত্বা বা
পৃথিব্যাবপি ত্বীয়ং মহিমানং ব্যাপ্তুং নহীহতঃ ন সমর্থো ইত্যর্থঃ ।
তাদৃশস্তং স্বৰ্বতীরঃ স্বর্গো কবুতঃ অপো বৃষ্টিরূপা জেযঃ জয়েঃ ।
প্রেরয়েত্যর্থঃ ! অপাং স্বর্গসম্বন্ধশ্চাত্তত্র দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়তীতি শ্রুতং ।
কিঞ্চ বৃষ্টিপ্রদানাদন্নসম্পত্তেরুদ্ধেমশ্মভ্যাং ক্ষীরাদিরসপ্রদা গাঃ সং ধুমুহি ।
সম্যক প্রেরয় ।

আশ্রংকর্ণ শ্রুধী হবং নৃ চিদৃ দধিষ মে গির ।

ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষা যুজশ্চিদন্তরং ॥৯॥

হে আশ্রংকর্ণ সৰ্ব্বতঃ শ্রোতারৌ কর্ণৌ যন্ত তাদৃক্ ইন্দ্র হবমশ্মদীয়-
মাহ্বানাং নৃ ক্ষিপ্রং শ্রুধী শৃণু । মে মম হোতুর্গিরশ্চিৎস্তুতীরপিদধিষ
চিন্তে ধারয় । কিঞ্চ মম মদীয়মিমং স্তোমং স্তোত্ররূপং বাক্-সমূহং
যুজশ্চিৎ স্বকীয় সখ্যরপ্যন্তরং কৃষ আসন্নং কুরু । যথা বচনং তস্ত প্রিয়ং
মত্রেসে তদ্বদশ্মদীয়স্তুতিহপি প্রীতিং কুৰ্বিতর্থঃ ।

বিদ্রা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং ।

বৃষন্তমস্তা হুমহ উতিং সহস্রসাতমাং ॥১০॥

হে ইন্দ্র ত্বা ত্বাং বিদ্বা জানীমঃ । হি পূরণঃ । বৃষন্তমং কামানাং
অতিশয়েন বর্ষয়িতারম্ বাজেষু সংগ্রামেষু হবনশ্রুতং । অশ্বদীয়স্তাহ্বানশ্চ
শ্রোতারং বৃষন্তমশ্চ অতিশয়েন কামাদীনাং বর্ষিতুস্তবোতিং বক্ষামশ্বদ-
নিম্যামুদ্दिश हूमेह त्वामाह्वायामः । कौदृशमुतिं सहस्रसातमां अतिशयेन
धनसहस्राणां दात्रीम् ।

আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ স্মৃতং পিব ।

নব্যামাযুঃ প্রসূতির কুধী সহস্রসামৃষিঃ ॥১১॥

হে ইন্দ্র তু ক্ষিপ্ৰং নোহশ্বান্ প্রত্যাগচ্ছ ইতি শেষঃ । হে কৌশিক
কুশিকশ্চ পুত্রেন্দ্র মন্দসানো হৃষ্টো ভূত্বা স্মৃতমভিবৃত্তং সোমং পিব । যজ্ঞপি
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ পুত্রস্তথাপি তদ্রূপেণেন্দ্রশ্চৈবোৎপন্নত্বাং কুশিক-
পুত্রত্বমবিরুদ্ধং । অয়ং বৃত্তাঃ হোহনক্রমণিকারামুভূতঃ । কুশিকস্তৈষীর-
থিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্য্যং চ্চার । তস্যেন্দ্র এব গাথী পুত্রো যজ্ঞ
ইতি । হে ইন্দ্র নব্যং সর্কৈর্দেবৈঃ স্তব্যং কৰ্ম্মাহুষ্ঠানপরমায়ুর্জীবিতং
প্রসূতির প্রকর্ষণে সৃষ্ট বর্দ্ধয় । ততো মাং সহস্রসাং সহস্রসংখ্যাকলাভো-
পেতমৃষিমতীন্দ্রিয়দ্রষ্টারং কুধি কুরু ।

পরি ত্বা গির্বর্ণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ ।

বৃদ্ধায়ুমনুবৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥১২॥

হে গির্বর্ণঃ অশ্বদীয় স্বত্বং নিহ্ন বিশ্বতঃ সর্কৈবু কৰ্ম্মসু প্রযুজ্যমানা ইমা
গিরোহশ্বদীয়াঃ স্ততয়ত্বা ত্বাং পরিভবন্তু সর্বতঃ প্রাপ্নুবন্ত । কৌদৃশো গিরঃ
বৃদ্ধায়ুমনু প্রবৃদ্ধেন আয়ুৰ্বোণোপেতং ত্বামনুসৃত্য বৃদ্ধয়ো বর্দ্ধমানাঃ । কৈকৈত্বা
গিরো জুষ্টাশ্বয়া সেবিতাঃ সত্যো জুষ্টয়োহশ্বাকং প্রীতিহেতবো ভবন্তু ।

দশম সূক্ত

উদগাতারা শতক্রতু !
 ঋগ্বেদীরা অর্ক মন্ত্রে,
 নৃত্যশিল্পী যেমন ভাবে
 তেমনি তোমা ব্রাহ্মণেরা
 সান্ন্যাস পরে সান্ন্য যখন
 বৃহৎ কৰ্ম লাগি যবে
 যজ্ঞমানের প্রয়োজনে
 স্বর্গগ সহ আসেন যাগে
 কেশর যাদের বুলছে কাঁধে,
 যুবন্ চারু সে দুই অশ্বে
 সোমপায়ী ইন্দ্র তুমি
 শুনবে মোদের স্তুতি যত
 এস ইন্দ্র ! এস বসু,
 হৃষ্ট কর সামরবে
 হোতৃ এবং অধর্যুরে
 যজ্ঞ এবং মন্ত্র মোদের
 গাইব মোরা উক্খ গীতি
 শক্র যিনি হনন করেন,
 পুত্রগণে, বন্ধুজনে,
 শত্রু তিনি শক্তিশালী

তোমার গীতি গাহে,
 তোমায় নিত্য চাহে ।
 উচ্চ করে বংশে,
 খুবই ঠিক প্রশংসে ।১
 পায়ের তলে নাচে,
 ইন্দ্র দেবে যাচে ।
 তখন তিনি জানি,
 বৃষ্টিধারা দানি ।২
 পুণ্য যাদের অঙ্গ,
 দেহ রথের সঙ্গ ।
 এস হেথায় রথে,
 উঠছে যজ্ঞ পথে ।৩
 আরক এই কৰ্মে,
 তুষ্ট হয়ে মৰ্মে
 হর্ষ ভরে তুষি,
 বাড়িও হয়ে খুসি ।৪
 ইন্দ্রদেবের জয়ে,
 বিনাশ করেন ভয়ে ।
 দেবেন তিনি স্তুতি,
 গাইব তাঁহার গীতি ।৫

যাচি তাঁহার সখ্য মোরা,
হে ভগবন্ সুবীৰ্য্য দিন,
শত্রু তুমি শক্তি ধর
তোমার কৃপা যাচি মোরা

পূর্ণরূপে প্রসূত যা
কাম্য যাহা অনায়াসে
বাহির কর গোধন যত
অভীষ্ট যা দেহ ঢালি

হে ভগবন্ শত্রুজয়ী
দু্যলোক ভুলোক গেয়ে তবু
স্বর্গ হতে বৃষ্টিধারা
ক্ষীরপ্রদা গাভীগুলি

কর্ম তোমার দিকে দেশে,
শোন মোদের স্তুতিধারা
বন্ধুজনের বাক্য যথা
উচ্চারিত বাক্য তথা

জানি তোমায় জানি ইন্দ্র,
বিপৎকালে রণস্থলে
বৃষ্টিধারার মত তুমি
তোমায় ডাকি বাঞ্ছাদাতা

যাচি অমোঘ বিত্ত,
হৃষ্ট করুন চিত্ত ।
সকল বরই দিতে,
স্তুতি করি গীতে ।৬

দাও আমাদের সে বশ,
করহে তাহা বশ ।
খুলি ব্রজভূমি,
বজ্রী ইন্দ্র তুমি ।৭

তোমার যে মহিমা,
পায়না কভু সীমা,
কর তুমি ক্ষরণ
কর তুমি প্রেরণ ।৮

শোন মোদের বাণী,
লহ আপন জানি,
অমৃত দেয় কাণে,
গ্রহণ কর প্রাণে ।৯

অমোঘ তুমি দাতা,
তুমি মোদের পাতা ।
ইষ্ট মোদের দেহ,
রক্ষ মোদের গেহ । ১০

ঋগ্বেদ

হে কৌশিক শতক্রতু !

অভিযুত সোমধারায়

বৃদ্ধি কর পরমায়ু

ত্যাগের বলে কর ঋষি

স্তুতি প্রিয় হে দেবতা !

স্তুতি মোদের ছড়িয়ে দেব

হে দীর্ঘায়ু তোমায় পেয়ে

তোমার শ্রীতি পেয়ে তারা

ক্ষিপ্ত হেথায় আসি,

পান করহে হাসি ।

কশ্ম্মে বরণীয়,

চিরস্মরণীয় । ১১

আমরা বারে বারে,

তোমার চারিধারে ।

বাড়বে মোদের গীতি

দেবে মোদের শ্রীতি । ১২



প্রথমঃ মণ্ডলং । তৃতীয়োহম্বাকঃ । একাদশং সূক্তং ।

প্রথমোহষ্টকঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ । একবিংশো বর্গঃ ।

একাদশং সূক্তম্

ঋষির্মধুচন্দনসঃ পুত্রো জেতা । ইন্দ্রো দেবতা । অম্বুষ্টুপ্ ছন্দঃ
এতশ্চ ঐন্দ্রসূক্তস্য তৃতীয় সবনে মহাব্রতে নিকৈবল্যে বিনিয়োগঃ ।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীৰুধনং সন্দ্ৰবৎসং গিরিঃ ।

রথীতমং রথীনাং বাজানাং সংপতিং পতিং ॥১॥

বিশ্বাঃ সৰ্ব্বা গিরোহম্বদীয়াঃ স্ততয়ঃ । ইন্দ্রমবীৰুধনং বহ্নিতবত্যঃ ।
সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবং ব্যাপ্তবন্তম্ রথীনাং রথযুক্তানাং যোদ্ধৃণাং মধ্যে
রথীতমং অতিশয়েন রথযুক্তং বাজানামান্নানাং পতিং স্বামিনং সংপতিং
সন্মার্গবর্ত্তিনাং পালকম্ ।

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসম্পতে ।

ত্বামভি প্র নোভুমো জেতারমপরাজিতং ॥২॥

হে শবসম্পতে বলশ্চ পালকেন্দ্র তে তব সখ্যেহম্বগ্রহপ্রযুক্তে সখিভ্যে
বর্ত্তমান্য বয়ং বাজিনোহম্ববন্তো ভূত্বা মাভেম । শক্রভোভীতিং প্রাপ্তা
মা ভূম । অতস্তামভয়হেভুমতি প্রণোভুমঃ । সৰ্ব্বতঃ প্রকর্ষণে স্তমঃ ।
কীদৃশং ত্বাং । জেতারং । যুদ্ধেষু জয়শীলং । অপরাজিতং । কাপি
পরাজয় রহিতং ॥

পূর্বারিন্দ্রস্ত রাতয়ো ন বি দশ্যন্ত্যুতয়ঃ ।

যদী বাজস্ত গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘং ॥৩॥

ইন্দ্রস্ত সধ্বজিতো রাতয়ো ধনদানানি পূর্বারিনাদিকালসিদ্ধাঃ প্রভূতা
বা । অশ্তেজস্ত সর্কদা যষ্ট্ভ্যো ধনদানমেব স্বভাব ইত্যর্থঃ । এবং
সতীদানীন্তনোহপি যজমানঃ স্তোতৃভ্য ঋতিগ্ভ্যো গোমতো গোসহিতস্ত
বাজন্যায়স্য পর্যাগ্ধং মঘং ধনং যদি মংহতে । দক্ষিণাক্রমেণ দদাতি
তদানীমুতয়ো বহু ধনদানপূর্বকানীন্দ্রস্তাস্বদ্বিষয়ানি রক্ষণানি ন বিদশ্যন্তি ।
বিশেষেণ নোপক্ষীয়ন্তে ।

পুরাং ভিন্দুযু বা কবিরমিতৌজা অজায়ত ।

ইন্দ্রো বিশ্বস্ত কশ্মণো ধত বজ্রী পুরুষ্ট তঃ ॥৪॥

অয়মিন্দ্র উচ্যমানস্তোতৃভ্যোহজায়ত । সম্পন্নঃ । কীদৃগ্ গুণক
ইতি তদুচ্যতে । পুরামস্বরপুরাণাং ভিন্দুভেত্তা । যুবা । কদাচিদপি
বলীপলিতানিবার্দ্ধকারহিতঃ । কবিশ্বেধাবী । অমিতৌজাঃ । প্রভূতবলঃ ।
বিশ্বস্ত কশ্মণঃ ক্লেশস্তোতৃভ্যোহজায়ত । পোষকঃ । বজ্রী । যজমান
রক্ষণার্থং সর্কদা বজ্রযুক্তঃ । পুরুষ্টতঃ । বহুবিধে তত্ত্বং কশ্মণি স্ততঃ ॥

ত্বং বলস্ত গোমতোহপাবরজিবো বিলং ।

ত্বাং দেবা অবিভ্যুষন্তজ্যমানাস আবিষুঃ ॥৫॥

বলনামকঃ কশ্চিদস্বরো দেবসধ্বজিনীণা অপহৃত্য কশ্মিংশিদ বিলেগো-
পিতবান্ । তদানীমিন্দ্রস্তদবিলং স্বসৈন্তেন সমাবৃত্য তস্মাদ বিলাদগা

নিঃসারায়ানাস । তন্নিম্পাখ্যানমিল্লোবলস্ত বিলমাপৌর্গোদিত্যাদি
ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধং । তদেতদ্ হৃদি নিধায় অয়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ততে ।
হে অদ্রিবাঃ । বজ্রযুক্তেন্দ্র । ত্বং গোমতো বলস্ত গোভিযুক্তস্ত বলনামক
শ্রাস্তরস্ত সঞ্চক্ৰি বিলমপাবঃ । স্বসৈন্তমুথেনপাবৃতবানসি । তদানীং
তুজ্যমানাসো বলেন হিংস্তমানা দেবা অবিত্র্যাবৃতদীয় রক্ষয়্যাবলাদভীতাঃ
সন্তস্তামাবিষুঃ । প্রাপ্তবন্তঃ ।

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়াং সিদ্ধুমাবদন্ ।

উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিহুষ্ঠে তস্ত কারবঃ ॥৬৯॥

হে শূর । সংগ্রামে শৌর্যযুক্তেন্দ্র । তব রাতিভিঃ কৰ্ম্মস্ব ত্বদীয়েধস্ব
ত্বদীয়েধনদানৈঃ নিমিত্তভূতৈরহং হোতা প্রত্যায়াং ত্বাং পুনরাগতোহস্মি ।
পুরা বহুস্ব কৰ্ম্মস্ব ত্বতো ধনস্ত লব্ধ্বাদস্মিন্ কৰ্ম্মণি প্রত্যাগমনমিত্রাচ্যতে ।
কিং কুৰ্ব্বন্ । সিদ্ধুং স্যাদমানং সোমমাবদন্ । সৰ্ব্বতঃ কথয়ন্ । অস্মিন
সোমযোগে ত্বদীয়াং ধনদানকীর্ত্তিং প্রকটয়ন্তিত্যর্থঃ । হে গির্বণঃ ।
গীভিৰ্কননীয়েন্দ্ৰ । কারক কৰ্ত্তার ঋত্বিগ্ যজ্যমানাঃ উপতিষ্ঠন্ত । পুরা
ধনলাভার্থং ৩ঃপুঃহিঃ৫ঃ৫ঃ । উপস্থায় চ তস্য তাদৃশশ্রৌদার্যোপেতস্ত
তে তব ধনদানং বিহুঃ । জানন্তি ।

নায়াভিরিক্স মায়িনং ত্বং শুষ্কমবাতিরঃ ।

বিহুষ্ঠে তস্ত মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্ম্যন্তির ॥৭০॥

হে ইন্দ্ৰ ত্বং মায়িনং নানাবিধ কপটোপেতং শুষ্কং ভূতানাং
শোষণহেতুমেতন্ম্রামকস্ববঃ মায়াভিস্তংপ্রতিকূলৈঃ কপটবিশেষৈঃ । যদ্বা

ঋগ্বেদ

১১. ১০. ১১. ১২. প্রজ্জাভিঃ । অবাতিরঃ । হিংসিতবানসি । এতচ্চ
যাক্ষেনোক্তং । ইন্দ্র শুষ্কং জঘান । নিং ৩১১। ইতি । শুষ্কং পিপ্ৰমিত্যাদি
মস্ত্রে চায়মর্থো বিস্পষ্টঃ । মেধিরা মেধাবন্তোহুর্জাতারতস্য তাদৃশস্য
তে তব মহিমানং বিদুঃ । জানস্তি । তেষাং জানতাঃ হুর্জাতৃণাং
শ্রবণং সাক্ষং নৃণির বর্জয় ॥

ইন্দ্রমীশানাংমোজসাতি স্তোমা অনূষত ।

সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥৮॥

স্তোমাঃ স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ ওজসা বলেনেশানং জগতো নিয়ামকমিন্দ্রং
অভ্যনূষত । সর্বত্র স্তবস্ত্বঃ । যস্যোক্তস্য রাতয়ো ধনদানানি সহস্রং সহস্রং
সংখ্যোপেতানি সন্তি । উত বা । অথবা ভূয়সীঃ সহস্রসংখ্যায়া
অপ্যধিকাঃ সন্তি ।

একাদশ সূক্ত

সাগর সম ব্যাপ্তি যাঁহার,
 সাধুজনের পালক বলে
 অন্ন ধনের চিরস্বামী
 স্তুতি মোদের বাড়াক তাঁরে
 ইন্দ্র দাতা অনাদি কাল
 ঋদ্ধ করুন যজ্ঞমানে
 অন্ন এবং গোধন দিয়ে
 মহৎ তাঁহার বরে যেন
 বলপতি ইন্দ্র তুমি ।
 অশ্ববস্তু হইগো মোরা
 জেতা তুমি হে সূক্তেতু ।
 তোমার লাগি স্তুতি মোদের
 অসুরগণের দুর্গ তিনি
 চিরনবীন কবি কিন্তু
 অমিত তার ওজস্বিতা
 জন্ম নিলেন চিরস্তুত
 বজ্রধারী হে দেবতা
 বলাসুরের গুহা হতে
 বলাসুরের হিংসা ভয়ে
 শরণ নিল সুরবৃন্দ

রথীর রথী যিনি,
 যারে মোরা চিনি,
 মহৎ ইন্দ্র তিনি,
 সকল দুঃখ জিনি ।১
 সবাই তাহা জানে,
 মহৎ তাঁহার দানে,
 করুন তিনি রক্ষা
 না করি উপেক্ষা ।২
 তোমার মিত্র হয়ে,
 না জানি কোনও ভয়ে ।
 হে অপরাজিত !
 হোক হে সদা গীত ।৩
 ভাঙেন অনায়াসে,
 বাঁধেন বজ্রপাশে,
 বিশ্বকালের ধাতা
 ইন্দ্র বিশ্বপিতা ।৪
 বজ্র তোমার ছাড়ি,
 গোধন নিলে কাড়ি
 গভীর দুঃখ ছায়ে,
 শত্রুদমন পায়ে ।৫

অধেদ

আবার এলু তোমার পাশে
অশেষ তব কীৰ্ত্তিগাথা
হে বীর তোমা পূৰ্ব্বকালে
তাইত জানি বদান্ধতা
মায়াবী যে গুণ অমুর
করলে তারে পরাজিত
মেধাবী সব যাজ্ঞিকেরা
বুন্ধি কর তাদের তুমি
ঈশান তুমি হে মঘবা,
স্তোতৃগণের কীৰ্ত্তনে যে
তোমার উদার বদান্ধতা
প্রদান কর আরও অধিক

অশেষ বিত্ত চাহি,
বারে বারে গাহি,
ভজেছিল যাগে
ডাকি অনুরাগে ।৬
করলে হমন তারে,
মায়ার অভিসারে,
কীৰ্ত্তি তোমার জানে
সত্য শ্রেয় দানে ।৭
তোমার ওজঃ বলে,
তোমার খ্যাতি চলে
সহস্র হয়ে নিত্য,
উজাড় করি বিত্ত ।৮

প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্থোহম্বুবাকঃ । দ্বাদশং সূক্তং । প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাবিংশস্ত্রয়োবিংশচ্চ বর্গঃ ।

দ্বাদশং সূক্তম্

ঋষিঃ কথপুত্রোমেধাতিথিঃ । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অগ্নিদেবতা ।

আগ্নেয় যজ্ঞে বিনিয়োগঃ ।

অগ্নিঃ দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং ।

অস্ম যজ্ঞস্য সূক্ততুং ॥১॥

অগ্নিঃ দূতং দেবদূতং বৃণীমহে সংভজামঃ । কীদৃশং হোতারং দেবা-
নামাহ্বাতারং বিশ্ববেদসং সর্কধনোপেতং অস্ম প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য
নিষ্পাদকত্বেন সূক্ততুং শোভনকর্মাণং শোভনপ্রজ্ঞং বা ।

অগ্নিমগ্নিঃ হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্পতিং ।

হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ং ॥২॥

যজ্ঞপ্যগ্নিঃ স্বরূপেনৈক এব তথাপি প্রয়োগভেদাদাবহনীয়াদি স্থানভেদাৎ
পাবকাদি, বিশেষ্য-ভেদাৎ বহুবিধ ভ্রমভিপ্রেত্যাগ্নিমগ্নিমিতি বীজ্ঞা । তং
হবীমভিরাহ্বানকারণৈর্মত্রে সদা হবন্তঃ নিরন্তরমচ্যুতাতার আহ্বয়ন্তি ।
কীদৃশং বিশ্পতিং বিশাং প্রজানাং হোত্ৰাদীনাং পালকং হব্যবাহং
যজ্ঞমানসমর্পিতস্য হবিষো দেবান্ প্রতি বোচ্যারং অতএব পুরুপ্রিয়ং
বহুনাং প্রীত্যাশ্পদং ।

অগ্নে দেবী ইহাবহ জজ্ঞানো বৃত্তবর্হিষে ।

অসি হোতা ন ইভ্যঃ ॥৩॥

হে অগ্নে জজ্ঞানোঃ পণ্যোক্তং পন্নন্তং বৃত্তবর্হিষে আন্তরণার্থং ছিন্নেন বর্হিষা
যুক্তায় । তং যজ্ঞমাননং গ্রহীতুমিহ কশ্মণি হবিভূজো দেবামাবহ ।
নোহশ্বদর্থং হোতা দেবানামাস্বাতা ভমীভ্যঃ স্ততোহসি ।

তা উশতো বিবোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং ।

দেবৈরাসংসি বর্হিষি ॥৪॥

হে অগ্নে যদযশ্মাং কারণাদূত্যং যাসি । দেবানাং দূতকর্ম প্রাপ্তোহসি ।
তস্মাৎ হবিঃ কাময়মানান্ তান্ দেবান্ হবিঃ স্বীকারার্থং
বিবোধয় । বিবোধ্য চ বর্হিষি অশ্বিন্ কশ্মণি তৈর্দেবৈ সহ আসংসি
আসীদ আগতোপবিশ ।

যুতাহবন দীদিবঃ প্রতি অ রিষতো দহ ।

অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥৫॥

হে যুতাহবন যুতেনাহয়মান দীদিবো দীপ্যমানাগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনে
রাফোযুক্তান্ রিষতো হিংসকান্ প্রত্যশ্মাকং প্রতিকূলান্ দহস্ব । সর্বদা
ভগ্নীকুরু ।

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতিযুবা ।

হব্যবাড্ জুহ্বাস্তঃ ॥৬॥

অগ্নিরাহবনীয়াখ্যস্তশ্মিন্ প্রক্ষিপ্যমাণেনাগ্নিনা নির্মথ্যেন প্রণীতেন বা সহ
সমিধ্যতে । সম্যগ্ দীপ্যতে । কবিমেধাবী । গৃহপতির্ষজ্জমানগৃহস্য
পানকঃ যুবা নিত্যতরুণঃ হব্যবাট্ হবিষো বোঢ়া জুহ্বাস্ত জুহুরূপেণ
মুখেন যুক্তঃ ॥

কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্মানগমধ্বরে ।

দেবমমীবচাতনং ॥৭॥

হে স্তোতৃসংঘ ! অধ্বরে ক্রতো অগ্নিমুপস্তুহি উপেত্য স্তুতিং কুরু । কবিং
মেধাবিনং সত্যধর্মানং সত্যবচনরূপেণ ধর্ম্মেণোপেতং দেবং স্তোতমানং
অমীবচাতনং অমীবানাং হিংসকানাং শক্রণাং রোগাণাং বা ঘাতকং ।

যস্তুামগ্নে হবিষ্পতি দূতং দেব সপর্ধ্যতি ।

তস্য স্য প্রাবিতা ভব ॥৮॥

হে অগ্নে দেব যো হবিষ্পতিযজমানো দেবদূতং ত্বাং সপর্ধ্যতি পরিচরতি ।
তস্য যজমানস্য প্রাবিতা ভবস্ম্য অবশ্যং রক্ষকো ভব ।

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্ম ৷ আবিবাসতি ।

তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥৯॥

হবিষ্মান্ হবিষ্যুস্তে যো যজমানো দেববীতয়ে দেবানাং হবির্ভক্ষণহেতু
যাগার্থমগ্নিম্ আবিবাসতি । অগ্নেঃ সমীপে বিশেষেণাগত্য পরিচর্য্যাং
করোতি । হে পাবকায় তস্মৈ মৃড়ায়—তং যজমানং স্তুথয় ।

আগেদ

স নঃ পাবক দীদিবোহগ্নে দেবী ইহাবহ ।

উপযুক্তং হবিষ্চ নঃ ॥১০॥

হে দীদিবো দীপ্যমান পাবক শোধকাগ্নে স ত্বং নোহস্মদর্থমিহ দেবযজন
দেশে দেবানাবহ । ততো নোহস্মদীয়ং যজ্ঞং তত্রত্য হবিশ্চোপ দেবসমীপে
প্রাপয় ।

স নঃ স্তবান আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা ।

রয়িং বীরবতীমিষং ॥১১॥

হে অগ্নে নবীয়সা নবতরেণ পূর্বকৈরপ্যসম্পাদিতেন গায়ত্রেণ গায়ত্ৰী-
চ্ছান্দস্বেনানেন স্তভেন স্তবানঃ স্তূয়মানঃ স ত্বং নোহস্মদর্থং রয়িং ধনং
বীরবতীং শৃণু হুত্বাপত্যত্বং মিতমহং চাভর । সম্পাদয় ।

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ ।

ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥১২॥

হে অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা তদীয় শ্বেতবর্ণদীপ্ত্যা বিশ্বাভির্দেবহূতিভি-
স্তৎকৃতসৰ্বদেবতাহ্বানসাধনস্তোত্রৈশ্চ যুক্তস্তং নোহস্মদীয়মিমং স্তোমং
স্তোত্রবিশেষং জুষস্ব সেবস্ব ।

দ্বাদশ সূক্ত

অগ্নি তোমায় বরণ করি
সর্ব ধনের স্বামী তুমি,

হে বিচিত্র অগ্নি তোমায়
লোকপ্রিয়, প্রজাপালক
জন্ম তোমার অরণিতে,
দেবগণে হেথায় আনো,

দৌত্য তোমার কৰ্ম প্রিয়
কুশাসনের পরে হেথায়

দীপ্তিশালী অগ্নি তুমি,
পাপাচারী হিংসাকারী
দীপ্ত বদন হব্য বাহন
নিত্যতরুণ অগ্নি কবি

দীপ্তি উজল শত্রুদমন
মেধাবী যে অগ্নিদেবে

হে দেবতা তোমায় জানি
রক্ষা কর যজমানে

যে জন নিতি দেবোদ্দেশে
হবিষ্পতি তারে পাবক,

হোতা ও দূত দেব দলে,
পূর্ণ কর যজ্ঞ ফলে ।১'

হবন করি হবি দানে,
হব্য লহ স্বর্গ পানে ।২

বন্দনীয় হোতা তুমি
ছিন্ন কুশে বৃত ভূমি ।৩

উদ্বোধিত কর সুরে,
এস তুমি যজ্ঞপুরে ।৪

ঘৃতে তোমায় হবন করি,
দলে কর মোদের অরি ।৫

যজমানের গৃহপতি,
অগ্নি দিয়ে জানাই রতি ।৬

সত্যে যাহার হৃদয় ভরা,
স্তুতি করতে এস স্বরা ।৭

দেবগণের বার্তাবহ,
তাহার দেওয়া অর্ঘ্য লহ ।৮

অগ্নি তোমায় পূজন করে,
রেখ তুমি সুখ ভরে ।৯

ঋষেদ

ডাক হেথায় সুরগণে

যজ্ঞ মোদের, হবি মোদের,

গায়ত্রী এই ছন্দে নূতন,

দাও অপত্য বীৰ্য্যশালী,

শুভ্র শুচি তোমার শিখা,

এস তুমি দীপ্তি উজল

দীপ্ত পাবক হে হতাশন !

দেবলোকে কর বহন ।১০

স্তুতি করি সকল ক্ষণে,

ঋদ্ধ কর প্রচুর ধনে ।১১

অশেষ মোদের দেবহুতি

গ্রহণ কর মোদের স্তুতি ।১২

প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্থোহনুবাকঃ । ত্রয়োদশং সূক্তম্ ।
প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমোহধ্যায়ঃ । চতুर्वিংশ পঞ্চবিংশচবর্ণো

ত্রয়োদশং সূক্তং

ঋষি কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । অগ্নিদেবতা,
তস্ত আশ্রীত্বক্স পশুধাগে বিনিয়োগঃ ।

সুসমিক্কো ন আবহ দেবা অগ্নে হবিষ্মতে ।

হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥১॥

হে অগ্নে সুসমিক্কনামকস্তং নোহশ্বদীয়ায় হবিষ্মতে যজমানায়
তদনুগ্রহার্থং দেবানাবহ । হে পাবক শোধক হোতৃহোমনিস্পাদকাগ্নে
যক্ষি চ যজ চ ।

মধুমন্তং তন্নপাদ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে ।

অত্মা কৃণুহি বীতয়ে ॥২॥

হে কবে মেধাবিন্ অগ্নে তন্নপাদেত্তন্মামক স্বমত্মাশ্বিন্ দিনে নোহশ্বদীয়ায়
মধুমন্তং রসবন্তং যজ্ঞং হবির্বীতয়ে ভক্ষার্থং দেবেষু কৃণুহি কুরু প্রাপয় ।

নরাশংসমিহ প্রিয়মশ্বিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে ।

মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতং ॥৩॥

ইহ দেবজনদেশেশ্বিন্ প্রবর্তমানে যজ্ঞে নরাশংসমেত্তন্মামকগ্নিমুপহ্বয়ে
আহ্বয়ামি । প্রিয়ং দেবানাং প্রীতিহেতুং মধুজিহ্বং মধুরভাবিতজিহ্বো-
পেতং মাধুর্য্যঃরসাস্বাদকজিহ্বোপেতং বা হবিষ্কৃতং হবিষো নিস্পাদকং ।

অগ্নে | সুখতমে | রথে | দেবী | ঈড়িত | আবহ | ।

অসি | হোতা | মনুহিতঃ ॥৪॥

হে অগ্নে ঈড়িতোহস্মাভিস্ততঃ সন্ সুখতমেহতিশয়েন সুখহেতো ।
কস্মিংশ্চিদ্ রথে দেবান্ স্থাপয়িত্বা কৰ্মভূমাবহ । মনুহিতঃ মন্ত্ৰেণ মনুশ্চেন
বা যজ্ঞমানান্নিরূপেণ হিতোহত্র স্থাপিত ঋং হোতা দেবানামাহ্বাতাসি ।

স্তূণীত | বহিরাশ্রুগ | ঘৃতপৃষ্ঠঃ | মনীষিণঃ ।

যত্রামৃতশ্চ | চক্ষুণঃ ॥৫॥

হে মনীষিনো বুদ্ধিমন্ত ঋত্বিজঃ বহির্দর্ভঃ স্তূণীত বেদৈরুপর্য্যচ্ছাদয়ত ।
অত্রাপি বহিনামকোহগ্নিঃ সূচ্যতে । কীদৃশং বহিরাশ্রুদনীযং আশ্রুযক্
অশ্রুক্রমেণ সক্তং পরস্পরসংবদ্ধং ঘৃতপৃষ্ঠং ঘৃতপূর্ণানাং অচাং সাদিতত্বাদ্
ঘৃতং পৃষ্ঠং উপরিভাগে যশ্চ বহিঃসদৃশঘৃতপৃষ্ঠং । যত্র যস্মিন্ বহিঃসামৃতশ্চ
অমৃতসমানস্য ঘৃতস্য চক্ষুণঃ দর্শনং ভবতি । যদ্বা মরণ রহিতস্য দেবশ্চ
বহিনামকশ্চাগ্নেদর্শনং ভবতি ।

বি | অশ্রুস্তামৃতাবুধো | দ্বারো | দেবীরসশ্চতঃ ।

অত্ৰা | নুনং | চ | যষ্টবে ॥৬॥

দ্বারো যজ্ঞশ্চ শানাহারানি বিঅশ্রুস্তাং কপাটোদঘাটনেন বিব্রিয়স্তাং ।
ঋতাবুধঃ ধৃতশ্চ সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িত্বাঃ । দেবীঃ ত্যোতমানাঃ
অসশ্চতঃ অসশ্চন্ত্য উদঘাটনেন প্রবেষ্টপুরুষদধরহিতাঃ যদ্বা অসশ্চতঃ

প্রবেষ্টপুরুষরহিতান্ যজ্ঞগৃহান্ তৎপুরুষপ্রবেশায় দ্বারাভিমানিত্ব
এতৎসংজ্ঞক-অগ্নিবিশেষমূর্ত্যো বিশ্রয়স্তাং বিশেষণ সেবস্তাং । দ্বার-
সেবয়া তত্র পুরুষপ্রবেশেন কিং প্রয়োজনমিতি তদুচ্যতে । অত্য়ান্নিন্
দিনে নূনং অবশ্যং যষ্টবে যষ্টুং । চন্দ্রাদিনা যুগেরূপি দ্রষ্টব্যং ।

নক্তো^১যাসা^২ সুপেশ^৩সাম্নিন্^৪ যজ্ঞ^৫ উপহ্র^৬য়ে ।

ইদং^১ নো^২ বর্হি^৩রাসদে^৪ ॥৭॥

নক্ত শব্দ উষঃ শব্দে লোকে কান্ধিঃশব্দে চিন্তা । ইহ তু তৎ-
কালভিমানিবহিমূর্ত্তিহয়ে প্রযুক্ত্যেতে । নক্তোযাসা নক্তোযো-নামিকে
বহিমূর্ত্তী অগ্নিন্ প্রবর্ত্তমানে যজ্ঞকর্ম্মণি উপহ্রয়ে আহ্বয়ামি । নোহস্মদীয়ং
বেতামাস্তীর্ণং বর্হির্ভমাসদে আসত্তুং প্রাপ্তুং সুপেশসা শোভনরূপযুক্তে ।

তা^১ সৃজি^২হ্রা^৩ উপহ্র^৪য়ে^৫ হোতা^৬রা^৭ দৈব্যা^৮ কবী^৯ ।

যজ্ঞং^১ নো^২ যক্ষতা^৩মিমং^৪ ॥৮॥

তা তৌ যাজ্ঞিকানাং প্রসিদ্ধৌ দ্বাবয়ী উপহ্রয়ে আহ্বয়ামি ।
নোহস্মদীয়ং যজ্ঞং যক্ষতাং তাবুভৌ যজ্ঞতামহুতিষ্ঠতাং । কীদৃশৌ
সৃজিহ্রা শোভনজিহ্বোপেতৌ প্রিয় বচনৌ শোভনজালৌ বা ইত্যর্থঃ ।
হোতারো হোমনিষ্পাদকৌ দৈব্যা দৈব্যৌ দেবসম্বন্ধিনৌ অতএবেমাবয়ী
দৈব্যাহোতৃ নামকৌ কবী মেধাবিনৌ ।

ইড়া^১ সরস্বতী^২ মহী^৩ তিস্রো^৪ দেবী^৫র্ষয়ো^৬ভূবঃ^৭ ।

বর্হিনী^১দক্ষ^২প্রিধঃ^৩ ॥৯॥

অথৈদ

অত্র মহী শব্দো মহত্ত্বগুণযুক্তাং ৩০২ ইতি ৩০৩ঃ হেঃ আগ্রীমুক্তেঃ
সদৃশেষু ইড়াশব্দতী ভারতীত্যাভ্যাতহাং । ইড়াশব্দাভিধেয়া বহি
মূর্ত্ত্যুহিত্তিশ্রা দেবীর্দীপ্যমানা বহির্বেদ্যামাস্তীর্ণং সীদন্তু । প্রাপ্নবন্তু ।
ময়োভুবঃ স্থখোৎপাদকাঃ অশ্রিধঃ শোষণে বা ক্ষয়েণ বা রহিতাঃ ।

ইহ তৃষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে ।

অস্মাকমন্তু কেবলঃ ॥১০॥

তৃষ্টারং তৃষ্টানাংকমগ্রিমিহ কৰ্ম্মণ্যুপহ্বয়ে । অগ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং
বিশ্বরূপং । বহুবিক্রপোৎপত্তং নোহস্মাকং কেবলোহসাধারণোহন্তু ।
ইতরযজ্ঞমানেভ্যোহপ্যধিকম্ অহুগ্রহং করোতু ।

অব সৃজা বনম্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ ।

প্র দাতুরন্তু চেতনং ॥১১॥

হে বনম্পতে এতন্মামকাগ্নে দেব হবিভূগ্ভ্যো দেবেভ্যোহস্মদীয়ং
হবিরবসৃজ সমর্পয় । প্রদাতু যজ্ঞমানস্য চেতনং পরলোকবিষয়ং বিজ্ঞানং
তৎপ্রসাদাদন্তু ।

স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতেন্দ্রায় যজ্ঞনো গৃহে ।

তত্র দেবা উপহ্বয়ে ॥১২॥

স্বাহাশব্দ হবিঃ প্রদানবাচী সন্ এতন্মামকমগ্রিবিষেযং লক্ষয়তি ।
তদগ্রিসম্পাদিতং যজ্ঞমিন্দ্রায় ইন্দ্রতুষ্ঠ্যর্থং যজ্ঞনো যজ্ঞমানস্য গৃহে ঋত্বিজঃ
কৃণোতেন কুরুত । তত্র যজ্ঞে দেবানুপহ্বয়ে ।

ত্রয়োদশ সূক্ত

সুসমিদ্ধ পাবক অগ্নি !	ডাক হেথায় সুরগণে,
হবির্দীপ্তা মোদের লাগি	যজ্ঞ কর শ্রীত মনে ।১
তনূনপাং অগ্নি তুমি,	যজ্ঞ মোদের মধুমন্ত,
লহ কবি দেবসেবায়	হবি মোদের রসবস্ত ।২
তোমায় ডাকি যজ্ঞে মোদের	নারশংস হে ছতাশন ।
প্রিয় তুমি মধুজিহ্ব,	হবি তোমার পায় যে শরণ ।৩
সুখতম রথে আনো	আরাধিত দেবগণে,
হোতা তুমি ইড়া অগ্নি,	হিত কর সকল জনে ।৪
হে মনিষী ঋত্বিকেরা	ছড়িয়ে দাও আজকে কাজে
ঘৃত পৃষ্ঠ বর্হি সকল	অমৃত যার বক্ষে রাজে ।৫
সত্যদীপক, ছাতি উজল	যজ্ঞদ্বারের কপাট খোলো,
যে দ্বার দিয়ে লোক না পশে,	যাগসাধনে আর না ভোলো ।৬
যজ্ঞে তোমায় ডাকি অগ্নি,	নক্ত উষা তোমায় বলে,
বসবে হেথায় দর্ভাসনে,	শোভনরূপে শিখা জ্বলে ।৭
হে সূজিহ্ব হোতৃযুগল	এস দৌহে লহ আসন
তোমরা কবি দিব্য ছজন	যজ্ঞে মোদের কর যাজ্ঞন ।৮
ইড়া, সরস্বতী, মহী	অগ্নি দেবের তিনটি শিখা
জলুক সুখে দর্ভাসনে	ক্ষয় যে তাহার নাহি লিখা ।৯

ঋগ্বেদ

বিশ্বরূপা তৃষ্টা যিনি,
তিনি কেবল আমাদেরি,
বনস্পতি অগ্নি তুমি
চেতন কর যজমানে
উপাসকের গৃহে তুমি
ডাকি হেথায় সুরবৃন্দ

থাকুন তিনি যজ্ঞ ঘেরি,
অগ্র তিনি অগ্রজেরি ।১০
হবি দেহ দেবজনে.
যাজন কর ফুল্লমনে ।১১
ইন্দ্র লাগি' জ্বলছ স্বাহা
যজ্ঞ কর আজকে আহা ।১২

প্রথমং মণ্ডলং চতুর্থোহম্ববাকঃ । চতুর্দশং সূক্তং । প্রথমোহষ্টকঃ
প্রথমোহধ্যায়ঃ । ষড়্‌বিংশঃ সপ্তবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ

চতুর্দশং সূক্তং

ঋষিঃ কথপুত্রো মেধাতিথিঃ । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । দেবতা বহ্ন্যাঃ ব্যাট-
দ্বাদশাহস্য প্রথমে ছন্দোমে তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ ।

ঐভিরগ্নে ছবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে ।

দেবেভির্যাহি যক্ষিচ ॥ ১ ॥

হে অগ্নে ঐভিরস্মন্ যজ্ঞে সম্ভাবির্ভৈবিশ্বেভির্দেবেভিঃ সর্কৈর্দেবৈঃ সহ
সোমপীতয়ে সোমপানোপেত-বাগার্থং ছবোহস্মদীয়াং পরিচর্যাং গিরো-
হস্মদীয়া স্ততীশ্চ প্রত্য্যাহি আগচ্ছ । যক্ষি চ আগত্য যজ চ ।

আ স্বা কথ্য অহুষত গৃণন্তি বিপ্র তে দিয়ঃ ।

দৈবেভিরগ্ন আগহি ॥২॥

হে বিপ্র মেধাবিন্ অগ্নে কথ্য মেধাবিন ঋত্বিজস্তা যজ্ঞনিষ্পাদকং
ত্বামাহুষত আহরয়ন্তি । তথা তে দিয়স্বদীয়ানি কন্ধানি গৃণন্তি কথয়ন্তি ।
ততো হে অগ্নে দেবাভির্দেবৈ সদাগহি আগচ্ছ ।

ইন্দ্রবায়ু বৃহস্পতিং ত্রিভাং পুষণং ভগং ।

আদিত্যান্ মারুতং গণং ॥৩॥

ঋগ্বেদ

ইন্দ্রাদি দেবান্ মারুতং বায়ুনাং সশ্বন্ধিনং গণং চ হে অগ্নে যমীতি
পদদ্বয়মম্ববর্ততে ।

প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্যবঃ ।

দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্রাদি দেবা বো যুগ্মদর্থমিন্দবঃ সোমাঃ প্রভ্রিয়ন্তে । প্রকর্ষণে
সম্পাতিস্তে । মৎসরা ভূপ্তিকরাঃ মৎসরঃ সোমে । মন্দতেভৃপ্তিকর্মণঃ ।
নিঃ ২।৫ ইতি যাক্ঃ মাদয়িষ্যবঃ হর্ষহেতবঃ । দ্রপ্সাঃ বিন্দুরূপাঃ মধ্বঃ
মধুরাঃ চমূষদঃ চমূষ চমসাদিপাক্রেষু অবস্থিতাঃ ।

ঈড়তে হামবন্তবঃ কথাসো বৃক্তবর্হিষঃ ।

হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ ॥৫॥

হে অগ্নে তামীড়তে—ঋত্বিজঃ স্তবন্তি । অবসাবঃ—অবসং রক্ষণং
তদ্ব্যতনং দেবানিচ্ছন্তঃ । কথাসঃ । মেধাবিনঃ বৃক্তবর্হিষঃ আন্তরণার্থং
ছিন্নদর্ভাঃ হবিষ্মন্তঃ হবিষ্যুক্তাঃ অরং কৃতঃ অলঙ্কর্তারঃ ।

যুতপৃষ্ঠা মনোযুক্তো যে হা বহিস্তি বহুয়ঃ ।

আ দেবান্ সোমপীতয়ে ॥৬॥

হে অগ্নে হা হাং যেহা যথেন বহিস্তি । যুতপৃষ্ঠা পৃষ্ঠাক্ষতেন দীপ্ত
পৃষ্ঠাঃ । মনোযুক্তঃ মনঃসংকল্পমাত্রেণ রথে যুজ্যমানাঃ বহুয়ঃ বোতারঃ ।
তৈরশ্বৈঃ সোমপানহেতুগার্থং দেবান্ আবহেতি শেষঃ ॥

তান্ যজত্রা। ঋতাবুধোহগ্নে পত্নীবতস্কৃধি।

মধ্বঃ স্তুজিহ্ব পায়য় ॥৭॥

হে অগ্নে তানিহ্রাদীন যজত্রান্ যজনীয়ান্ ঋতাবুধঃ সত্যস্ত যজ্ঞস্ত বা বর্দ্ধকান্ পত্নীবতঃ পত্নীযুক্তান্ কৃধি কুরু। হে স্তুজিহ্ব শোভনজিহ্বোপেত মধ্বোমধুরস্য সোমস্য ভাগং দেবান্ পায়য় ॥

যে যজত্রা য ঈড্যাশ্তে তে পিবন্ত জিহ্বয়া।

মধোরগ্নে বষট্ কৃতি ॥৮॥

যে দেবা যজত্রা যষ্টব্যা তথা যে দেবা ঈড্যাঃ স্তুত্যাঃ। তে সর্বেহপি বষট্ কৃতি বষট্কারকালে বষট্কারযুক্তে যাগে বা হে অগ্নে তে স্তদীয়য়া জিহ্বয়া মধ্বোমধুরস্য সোমস্য ভাগং পিবন্ত।

আকীং সূর্যাস্ত রোচনাং দ্বিশ্বান্দেবী উষর্ষুধঃ।

বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥৯॥

বিপ্রো মেধাবী হোতা হোমনিষ্ঠাঃ সঃ স্মিকৃষর্ষু উষাকালে যাগ গমনায় প্রবুদ্ধমানান্ বিশ্বান্ দেবান্ সূর্যস্য সধ্বজিনো রোচনাং স্বর্গ-লোকাদিহ কক্ষণ্যাকীং বক্ষতি আবহতু।

বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্ৰেণ বায়ুনা।

পিবা মিত্রস্ত ধামভিঃ ॥১০॥

ଆଦେଶ

হে অগ্নে ত্বং বিশ্বেভিঃ সর্কৈ পৃথগাদিভিঃ দেবৈরিজ্জেন বায়ুনা
মিত্রস্য মিত্রিভিঃ সর্কৈ পৃথগাদিভিঃ মূর্ত্তি বিশেষরূপৈশ্চ সহ সোম্যং সোম-
সম্বন্ধি মধু মধুরং ভাগং পিব ।

স্বং হোতা মনু হিতোহগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি ।

সেমাং নো অধ্বরং যজ ॥১১॥

হে অগ্নে মনুহিতো মনুবা হোত্ৰাদি রূপেণ মনুষ্যেণ হিতঃ সম্পাদিতো
হোতা হোম নিষ্পাদতে যজ্ঞঃ যজ্ঞেবু সীদসি। তিষ্ঠসি। স ত্বং
নোহম্মদীয়ং ইমমধ্বরং যজ্ঞঃ যজ নিষ্পাদয়।

যুদ্ধ। হারুষী রথে হরিতে। দেব রোহিতঃ।

তাভিদ্দেবাঁ ইহাবহ ॥১২॥

হে দেবাগ্নে রোহিতো রোহিচ্ছকাভিরেভাস্তদীয়া বড়বা রথে যুগ্ম-যুগ্ম
যোজয়। হি শব্দ পাদপূরণার্থঃ। কীদৃশী? অরুমী: গতিমতী: হরিষঃ
হর্ষুঃ রথারূঢ়ান্ পুরুষান্ নেতুং সমর্থঃ। তার্ভিবড়বাভিরিহাস্মিন্ কশ্মনি
দেবানাবহ ॥

চতুর্দশ সূক্ত

বিশ্বদেবগণের সাথে
লহ মোদের সোম ও স্তুতি
কাণ্ড বংশ তোমায় ডাকে
অগ্নি তোমার কীর্তি-কথা
ইন্দ্র বায়ু বৃহস্পতি
ডাকি মোরা পুষণ ভগে
বিন্দুরূপ সোমশুধা
মধুর যাহা আনন্দময়
হবিষস্তু ঋত্বিকেরা
ছিন্নকুশে ব্যস্ত যারা
দীপ্ত পৃষ্ঠ মনোগতি
তাদের পিঠে সুরদলে
ঋতবর্ধন দেবগণে
যজনীয় তারা সবে
পূজ্য ঋরা যজনীয়
অগ্নি তোমার রসনাতে
বিপ্র তুমি দিব্য হোতা,
সৌরলোকের স্বর্গধামে

এস অগ্নি যজ্ঞ মাঝে,
বৃত হও হে যজ্ঞ কাজে ।১
এস হেথায় দেবগণে,
কীর্তিনিছে বিপ্রগণে ।২
আদিত্য ও মরুদগণে,
মিত্র এবং হতাশনে ।৩
সবার লাগি পাত্রে ভরি,
হৃদয় মাতায় তৃপ্ত করি ।৪
স্তুতি করে শরণ মাগি,
দেবগণের ভূষণ লাগি ।৫
তুরগ যেথা তোমায় বহে,
আনো তুমি আজকে মহে ।৬
পত্নীযুত কর তুমি,
তৃপ্তি লভুন মধু চুমি ।৭
বষট্ কারে যজ্ঞে তারা,
আশ্বাদিছে মধুধারা ।৮
বিশ্বদেবে আনো যাগে,
উষাকালে যারা জাগে ।৯

ঋগ্বেদ

পান করহে সোমমধু

ইন্দ্র বায়ু মিত্র বরুণ

লোকহিতে হোতা তুমি

যজ্ঞে আসি হে দেবতা

ক্ষিপ্ৰগতি শক্তিশালী

হে দেবতা বিশ্বদেবে

বিশ্বদেবের মূর্তি ধরি,

সব দেবতায় সঙ্গে করি ।১০

যজ্ঞে তোমার চিরস্থিতি,

পূর্ণ কর যজ্ঞ রীতি ।১১

তুরগ তব যুড়ি রথে,

আনো মোদের যজ্ঞ পথে ।১২

প্রথমং মণ্ডলং । চতুর্থো অম্বুবাকঃ । পঞ্চদশং সূক্তং । প্রথমোইষ্টকঃ
প্রথমো অধ্যায়ঃ । অষ্টাবিংশ উনত্রিংশচ দ্বৌ বর্গে ।

পঞ্চদশং সূক্তম্

ঋষি কথপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । দেবতা ববস্রাঃ
বিনিয়োগঃ স্মার্ত্তঃ ।

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশস্ত্বিন্দবঃ ।

মৎসরাসস্তদোকসঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র ঋতুনা সহ সোমং পিব । ইন্দ্রবঃ পীয়মানাঃ সোমাস্থা ত্বমাবিশস্ত্ব ।
কীদৃশাঃ ? মৎসরাসঃ তৃপ্তিকরা তদোকসঃ তন্নিবাসাঃ সর্বদা ত্বদুদরস্থায়িন
ইত্যর্থঃ ।

মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্যজ্ঞং পুনীতন ।

যুয়ং হি ষ্টা স্তদানবঃ ॥২॥

হে মরুতঃ ঋতুনা সহ পোত্রাৎ পোত্ৰনামকস্য ঋজিঃ পোত্রাৎ সোমং
পিবত । নোইন্দ্রদীযং যজ্ঞং পুনীতন । শোধয়ত । হে স্তদানবঃ
শোভনদাতারো মরুতঃ হি যস্মাৎ যুয়ং স্থ—যুয়াকং শোধয়িত্বং প্রসিক্তং
তস্মাৎ শোধয় ।

অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্রাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা ।

ত্বং হি রত্নধা অসি ॥৩॥

ঋগ্বেদ

গ্ৰা স্ত্রী অস্যা সন্তীতি গ্ৰাবান্ । নেষ্ট্ শব্দোহত্র ঋষ্টারং দেবমাহ । কশ্মিংশ্চিৎ
দেবসত্রে নেষ্ট্বেন ঋষ্টুর্কৃত্বাৎ । হে গ্ৰাবঃ পত্নীযুক্তঃ নেষ্টঃ ঋষ্টঃ
নোহস্মদীয়ং যজ্ঞমভি গৃণীহি । অভিতো দেবানাং সমীপে স্তহি । ঋতুনা
সহ ত্বং সোমং পিব । হি যস্মাৎ ত্বং রত্নধা অসি রত্নানাং দাতা ভবসি
তস্মাৎ সোমং পাতুমর্হসি ।

অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু ।

পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥৪॥

হে অগ্নে দেবানিহাস্মিন্ কশ্মণি আবহ, ততো যোনিষু স্থানেষু ত্রিষু
সবনেষু সাদয়া দেবাহুপবেশয় । ততস্তান্ পরিভূষ অলঙ্করু ঋতুনা সহ
ত্বং সোমং পিব ।

ব্রাহ্মণাদিল্ল রাধসঃ পিবা সোমমুতুঁরমু ।

তবেচ্ছি সখ্যমন্তুতং ॥৫॥

হে ইল্ল ব্রাহ্মণাৎ রাধসঃ সি সম্বন্ধাৎ রাধসো ধনভূতাং পাত্রাৎ সোমং
পিব । কিং কৃত্বা ঋতেনমু ঋতুদেবান্ অমুসৃত্য ঋতবোহপি পিবন্তি
ইত্যর্থঃ । হি যস্মাৎ তব সখ্যমন্তুতম্ ঋতুনামবিচ্ছিন্নং তস্মাদুতুভিঃ সহ ।
পানং যুক্তম্ ॥

যুবং দক্ষং ধৃতব্রতা মিত্রাবরুণ দৃড়ভাং ।

ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥৬॥

হে ধৃতব্রতা স্বীকৃতকৰ্ম্মাণো মিত্রাবরুণা হে মিত্রাবরুণো হে মিত্র
নামকবরুণনামকৌ দেবৌ যুবমুভৌ যুবামুতুনা সহাস্মদীয়ং যজ্ঞমাশাথে ।

ব্যাপ্নুথঃ । দক্ষং প্রবৃদ্ধং দুড়ভং দুর্দ্ধং শক্রতির্দক্ষুঃ বিনাশয়িতুমশক্যম্
ইতর্থঃ ।

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে ।

যজ্ঞেষু দেবমীড়তে ॥৭॥

অধ্বরে অগ্নিষ্টোমে প্রকৃতিস্বরূপে যজ্ঞেষু বিকৃতে রূপেষু উক্ত্যাদিষু চ
দেবমগ্নিমীড়তে । ঋত্বিজঃ স্তবন্তি । দ্রবিণসঃ ধনর্থিনঃ গ্রাবহস্তাসঃ
অভিষবসাদনপাত্যধ্বরিণঃ । দ্রবিণোদাঃ ধনপ্রদাঃ । যদ্বা ধনপ্রদোহগ্নিঃ
সোমং পিবন্তি ইতি শেষঃ ।

দ্রবিণোদা দদাতু নো বসুনি যানি শৃণ্বিরে ।

দেবেষু তা বনামহে ॥৮॥

দ্রবিণোদা দেবো নোহস্বভ্যাং বসুনি ধনানি দদাতু । যানি ধনানি
শৃণ্বিরে । হবিরূপযুক্তত্বেন ক্রয়ন্তে । তা তানি সর্বাণি ধনানি দেবেষু
নিমিত্তভূতেষু বনামহে সম্ভজামঃ । ধনৈর্দেবান্ যষ্টুং তানি স্বীকুন্ম ইত্যর্থঃ ।

দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।

নেষ্ট্রাদৃত্তিরিষ্যত ॥৯॥

দ্রবিনোদা দেব ঋতুভিঃ সহ নেষ্ট্রাং নেষ্ট্রসহস্রিকপাত্রাং পিপীষতি
সোমং পাতুমিচ্ছতি । ততো হে ঋত্বিজ ইষ্যত । হোমস্থানে গচ্ছত

ঋগ্বেদ

গহ্বা চ জুহোত । হোমং কুরুত । হুত্বা প্রতিষ্ঠিত চ । হোমস্থানাং
স্থানান্তরং প্রতি গ্রস্থানমপি কুরুত ।

যত্না তুরীয়মৃতুভিঃ^১বিণোদো^২ যজামহে ।

অধ স্মা নো^৩ দর্দিভব ॥১০॥

হে দ্রবিনোদা দেব যদ্ যস্মাৎ কারণাদৃতুভিঃ সহ তুরীয়ং চতুর্গাং
পূরণং ত্বা ত্বাং যজামহে । অধেতাং নিপাতন্তুচ্ছার্থঃ । তস্মাৎ
কারণাগ্নৌহস্বভ্যং দর্দিধনস্ত দাতা ভবস্ব অবশ্যং ভব ।

অশ্বিনা^১ পিবতং^২ মধু দীদ্যগ্নী^৩ শুচিব্রতা ।

ঋতুনা^১ যজ্ঞবাহসা ॥১১॥

হে অশ্বিনৌ মধু মাধুর্যোপেতং সোমং পিবতং । কীদৃশৌ দীতগ্নী
জ্যোতমানা-হবনীঃ^২দ্বাগ্নিদুর্গা^৩ শুচিব্রতা শুদ্ধকর্মাণৌ, ঋতুনা ঋতুদেবতয়া-
সহ যজ্ঞকামৌ যজ্ঞস্ত নির্বাহকৌ ।

গার্হপত্যেন^১ সন্ত্য ঋতুনা^২ যজ্ঞনী^৩রসি ।

দেবান্দেবয়তে^১ যজ ॥১২॥

হে সন্ত্য ফলপ্রদাগ্নিদেব গার্হপত্যেন গৃহপতিসম্বন্ধিনা রূপেণ যুক্তঃ
সন্ ঋতুনা ঋতু দেবেন সহ যজ্ঞনী^২যজ্ঞস্ত নির্বাহকৌ^৩হসি, তস্মাৎ ত্বং
দেবয়তে দেববিষয়কামনায়ুক্তায় যজমানায় দেবান্ যজ ॥

পঞ্চদশ সূক্ত

ঋতুর সাথে আজকে এস	পান করে যাও সোমের পাত্র,
ফিরুক তাহা তোমার মাঝে	তৃপ্তি দিয়ে দিবারাত্র ।১
পান কর সোম ঋতুর সাথে	হে বদাশ্র মরুৎ সবে
পোতু ঋষির পাত্র হতে	পুণ্য কর যজ্ঞ ভবে ।২
পত্নী সহ তৃপ্তা তুমি	যজ্ঞ লহ স্বর্গ পানে
পান কর সোম ঋতুর সাথে,	রত্নদাতা তোমায় জানে ।৩
আনো হেথায় দেবগণে	বসাও তাদের ত্রিসবনে,
সাজাও তাদের বিভূষণে,	পান কর সোম ক্ষণে ক্ষণে ।৪
হে মঘবা পান কর সোম	ঋত্বিকেরি পাত্র টানি,
পান কর সোম ঋতুর সাথে	তাদের তুমি বন্ধু জানি ।৫
যজ্ঞ মোদের দক্ষ অতি	হৃদহ তা শত্রু হাতে
ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ	যজ্ঞে এস ঋতুর সাথে ।৬
বলদাতা অগ্নিদেবে	ঋত্বিকেরা স্তুতি করে ।
ধন লাগি যজন করে	সোম পেষণ পাষণ ধরে ।৭
দিন আমাদের বসুরাশি	ধনদাতা হে দেবতা,
লাগবে সে ধন দেবার্চনায়	তাইত জানাই কাতরতা ।৮
নেষ্ট্ৰগণের পাত্র হতে	দাতা তিনি চান্ যে সোমে,
হবন করি ফিরবে সবে	পূর্ণ করি পুণ্য হোমে ।৯

ঋগ্বেদ

হে তুরীয় দ্রাবিণোদা
ধনদাতা তুমি যে ঠিক

পান কর সোম হে অশ্বিনী
তোমরা দৌহে ঋতুর সাথে

গার্হপত্য অগ্নিরূপে
যজ্ঞ কর দেবগণে

তোমায় মোরা যজ্ঞ করি,
দেবে মোদের ধনে ভরি । ১০

শুচিত্রত দ্ব্যতি-উজল
যজ্ঞ মোদের কর সফল । ১১

যজ্ঞে এস ঋতু সহ
ফলপ্রদ যজ্ঞ বহ । ১২ ।

প্রথমঃ মণ্ডলং । চতুর্থোহম্বাবাকঃ । ষোড়শং সূক্তং । প্রথমোইষ্টকঃ
প্রথমোইধ্যায়ঃ । ত্রিংশ একত্রিংশচ দ্বৌ বর্গে ।

ষোড়শং সূক্তং

ঋষি কথপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দেবতা ইন্দ্রঃ
মৈত্রাবরুণশ্চোন্নীয্যমানে প্রাতঃসবনে বিনিয়োগঃ ।

আ ত্বা বহন্ত হরয়ো বুধণং সোমপীতয়ে ।

ইন্দ্র ত্বা সুরচক্ষসঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র বুধণং কামানাং বর্ষিতারং ত্বাং সোমপীতয়ে সোমপানার্থং
হরয়স্তদীয়া অথা আবহন্ত । অস্মিন্ কক্ষণি আনয়ন্ত । তথা সুরচক্ষসঃ
সূর্য্যাসমানপ্রকাশযুক্তা ঋত্বিজস্বাং মন্থৈঃ প্রকাশয়ন্তি ।

ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ ।

ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥২॥

হরি শব্দ ইন্দ্ররথস্য বোঢ়ারাবশ্বাচাচ্যে । তথা চ শ্রত্যন্তরং । হর্যোঃ
স্বাতেতি (তৈঃ সং ১।৪।২৮) । হরিভ্যাং হ্রোদ্রো দেবতাং গনয়িত্বিতি চ
(তৈঃ সং ১।৬।৪) ।

এতদেবাভিপ্রেত্য নিঘণ্টুকার আহ । হরী ইন্দ্রশ্চেতি । তাদৃশৌ
হরী ইমা যাগার্থং বেত্তামাসাদিতত্বেন পুরোবর্ত্তিনীকান্ ভ্রষ্টব-
ততুলান্নুদ্দিষ্টা সুখতমে রথে ইন্দ্রমবস্থাপ্য ইহাস্মিন্ কক্ষণতুপবক্ষতঃ ।

ঋগ্বেদ

বেদী সমীপে বহতাং কীদৃশীঃ ধানাঃ দ্ব্যতস্ম বঃ অনঙ্করণোপস্বরগাভিষ্করণেন
দ্ব্যতস্মাবিণীঃ ।

ইন্দ্রং প্রাতঃপ্রবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যাধ্বরে ।

ইন্দ্রং সোমশ্চ পীতয়ে ॥৩॥

প্রাতঃ কৰ্ম্মারম্ভে প্রাতঃসবন ইন্দ্রং হবামহে আহ্বয়ামঃ । তথৈবাবধ্বরে
সোমধাগে প্রযতি প্রগচ্ছতি প্রারভ্য বৰ্ত্তমানে সতি মাধ্যম্নিনে সবনে
তমিন্দ্রং হবামহে । তথা যজ্ঞশ্চ সমাপ্যবসরে তৃতীয় সবনে সোমশ্চ
পীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে ।

উপ নঃ সূতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ ।

সূতে হি ত্বা হবামহে ॥৪॥

হে ইন্দ্র কেশিভিঃ কেশরযুক্তৈর্হরিভিরশ্বৈঃ নোহশ্বদীয়ং সূতমভিযুতং
সোমং প্রত্যুপসমীপ আগহি । সূতেহভিযুতে সোমে নিমিত্তভূতে সতি
হি যস্মাৎ কারণাত্মাং হবামহে । ত্বামাহ্বয়ামঃ । তস্মাদাগচ্ছতি
পূৰ্ব্বত্ৰাঘ্যঃ ।

সোমং নঃ স্তোমমাগত্যাপেদং সবনং সূতং ।

গৌরো ন ত্বিতিঃ পিব ॥৫॥

হে ইন্দ্র স ত্বং নোহশ্বদীয়মিমং স্তোমং স্তুতিং প্রত্যাগহি আগচ্ছ ।
আগমনে হেতুরুচ্যতে । উপ দেবষজ্জনসমীপে স্ততমভিযুতসোমদু-
ক-

মিদমিদানীমতুষ্টিয়মানঃ সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কৰ্ম বৰ্ত্ততে । তস্মাদ
গৌরো ন গৌরমুগ ইব তৃষিতঃ সন্নিমং সোমং পিব ।

ইমে সোমাস ইন্দবঃ সূতাসো অধি বর্হিষি

তা ইন্দ্র সহসো পিব ॥৬॥

ইন্দবঃ ক্লেদনযুক্তা ইমে বেদ্যামবস্থিতাঃ সোমাসহস্রং পাত্রগতাঃ
সোমা বর্হিষি যজ্ঞেঃপাদ্যাদিকেন সূতাসোহভিষুতাঃ । হে ইন্দ্র সহসো
বলার্থং তান্ সোমান্ পিব ।

অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিম্পৃগস্তু শস্তমঃ ।

অথা সোমং সূতং পিব ॥৭॥

হে ইন্দ্র অদ্বন্দ্ব্যভিঃ ক্রিয়মাণঃ স্তোমং স্তোত্রবিশেষোহগ্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ
সন্ তে তব হৃদিম্পৃক্ মনস্যঙ্গীকৃতঃ শস্তমঃ সূতমোহস্ত । অথ
স্তুতেরনন্তরং সূতমভিষুতং সোমং পিব ।

বিশ্বমিৎ সবনং সূতমিন্দ্রে মদায় গচ্ছতি ।

বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥৮॥

বৃত্রহা শক্রঘাতক ইন্দ্রঃ সোমপীতয়ে সোম পানায় মদীয় তংপানজন্তু
হর্ষায় চ বিশ্বমিহ সর্বমপি সূতনভিষুতসোমদ্রুতং সবনং প্রাতঃ
সবনাদিরূপং কৰ্ম গচ্ছতি ।

আবেদ

সেমন্মঃ কা[|]মমা[|]প্ণ গোভি[|]রথৈঃ শতক্রতো ।

স্তবাম[|] স্বা[|]ধ্যঃ ॥৯॥

হে শতক্রতো স স্বঃ নোহস্মদীয়মিমং কামঃ কাম্যমানঃ ফলঃ
গোভিরথৈশ্চ সহাপ্ণ সৰ্বতঃ পূবয় । বয়মপি স্বাধ্যঃ স্তু সৰ্বতো
দ্যানযুক্তা সন্তু স্বাঃ স্তবামঃ ।

ষোড়শ সূক্ত

বৃষ্টিদাতা হে মঘবা	অশ্বে এস সোম পানে
সূরচক্ষু ঋষিকেরা	প্রকাশ করুক তোমায় গানে । ১
আনুসক সেথায় অশ্বযুগল	তোমার সুখতম রথে
ঘৃতস্রাবী যবকণা	পড়ল যেথা বেদীর পথে । ২
ভোরের বেলা সবন কালে,	মধ্য দিনে সোম যাগে,
যজ্ঞ শেষে সোম পানে,	তোমায় ডাকি অনুরাগে । ৩
ঝলমল কেশর যাদের,	সে তুরগে এস আজি,
তোমায় মোরা বরণ করি,	অভিযুত সোমরাজি । ৪
পিপাসিত হরিণ সম	পিও পিও সোমধারা ;
প্রাতঃ সবন হল শুরু,	স্তোত্রে কর হৃদয় হারা । ৫
ছড়িয়ে আছে সোম-সুধা,	স্নিগ্ধ এবং পবিত্র যা,
বীৰ্য্য চাহি ইন্দ্র তুমি	দর্ভ হতে পান কর তা । ৬
স্পর্শ করুক হৃদয় তব,	স্তোত্র মোদের অগ্রতম ;
নন্দিত হও হে মঘবা,	সোম যে পিয়ে অনুপম । ৭
বৃত্রহন্তা ইন্দ্র তিনি,	সোম পানে মহানন্দে ।
সর্ববিধ সবন কালে	আসেন সদা হাস্তছন্দে । ৮
স্তুতি করি শতক্রতু	সুষ্ঠুরূপে গভীর ধ্যানে
পূর্ণ কর যাজ্ঞা মোদের	অশ্ব, গোধন, কাম্য দানে । ৯

প্রথমং মণ্ডলং সপ্তদশং সূক্তং চতুর্থোহম্বাক:
প্রথমোহষ্টকঃ । ঈদ্রিঃ শব্দবৈরি ৩৩ দ্বৌ বর্গেণ

সপ্তদশং সূক্তং

ঋষি কথপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রাবরুণো দেবতে ।

বিনিয়োগঃ স্মার্ত্ত ।

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সত্রাজোরব আ বৃণে

তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥ ১ ॥

অহমমুষ্ঠাতা সত্রাজো ইন্দ্রাবরুণয়োঃ সমাগদীপ্যমানয়োঃ
ইন্দ্রাবরুণয়োঃ দেবয়োঃ সম্বন্ধ্যবো রক্ষণমাবৃণে । সর্বতঃ প্রার্থয়ে । তা
তো দেবারীদৃশে এবন্ধিধেঃস্মদীয় বরণে নিমিত্তভূতে সতি মৃড়াত অস্মান
সুথয়তঃ ।

গন্তার হি স্তোহবসে হবং বিপ্রশ্র মাবতঃ ।

ধর্ত্তারা চৰ্ব্বণীনাং ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্রাবরুণো অবসেহতিমমুষ্ঠাতারং রক্ষিতুমাবতো মদ্বিধশ্র
বিপ্রশ্র ব্রাহ্মণহিঃ হবমাস্ত্রানং গন্তারো স্তো হি—প্রাপ্তশীলো ভবথঃ
খলু । চৰ্ব্বণীনাং মমুষ্ঠানাং ধর্ত্তারং বোগক্ষেমসম্পাদনেন ধারয়িতারো ।

অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ ।

তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে ॥ ৩ ॥

इन्द्रावरुणो हे इन्द्रावरुणो अहूकामं अश्वदीयाभिलाषमनु रायो धातु
प्रदानेनातर्पयथाः सर्वतोहोमानसुप्तान् कुरुतः । वयः यदा यदा धनं
कामयामहे तदा तदा प्रयच्छतमित्यर्थः । ता वां तदृशौ युवां
नेर्दिष्टमतिशयेन सामीप्यं यथा भवति तथा क्रमहे याचामहे । काल-
विलम्बमस्तरेण धनं दातव्यमित्यर्थः ।

युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनां ।

तुयाम वाजदावां ॥४॥

हि यस्यां कारणां शचीनामश्वदीयकर्मानां सशक्ति सोमरूपं हविर्धवाकु
वसतीवर्षेकधनाश्रुकरुदकैः पयसक्तुदिद्रव्यास्तुरैश्च मिश्रितं तथा
सुमतीनां शक्तिः कानः शक्तिजाः श्रोत्ररूपं वचनमपि युवाकु
नानाविधैः स्वतागुणैर्मिश्रितं । तस्यां कारणां हे इन्द्रावरुणो तथाविधः
हविः श्वीकुरुतोर्युर्वयो प्रसादाद्यं वाजदावामनुप्रदानां पुरुषाणां मध्ये
मूल्या तुयाम भवेम ।

इन्द्रः सहस्रदावां वरुणः शंस्तानां ।

क्रतुर्भवत्युक्थः ॥५॥

अग्निसिद्ध सहस्रदावाः सहस्रं वाक्यप्रदानां मध्ये क्रतुर्जनदानस्य
कर्त्ता भवति प्रकृतं ददाति । तथा वरुणः शंस्तानां स्वतानां मध्ये
उक्थः स्वतो भवति ।

অথৈদ

তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি ।

স্মাত্ত প্রেরচনং ॥৬॥

তয়োরিধ পূৰ্বোক্তয়োরিদ্ভাবরুণয়োরিবাবসা রক্ষণেন বয়মহুষ্ঠাতারঃ
সনেম সম্ভজেম । ধনমিতি শেষঃ । নিধীমহি চ । প্রাপ্তে ধনে
যাবদপেক্ষিতং তাবত্বুক্ত । ততোহবশিষ্টং ধনং কচিন্নিধিরূপেণ স্থাপয়ামশ্চ ।
উত অপি চ প্ররোচনং ভুক্তান্নিহিতাচ্চ প্রকর্ষণাধিকং ধনং স্যাৎ
সম্পদ্যাতাম্ ।

ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে ।

অস্মান্শু জিগ্ম্যস্কৃতং ॥৭॥

ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ বাং যুবামুভাবহং হুবে আহবয়ামি ।
কিমর্থং চিত্রায় মণিমুক্তাদিরূপেণ বিবিধায় রাধসে ধনায় । তদাহুতো
যুবামস্মানহুষ্ঠাতৃন হজিগ্ম্যঃ শক্রবিষয়ে সৃষ্ট জয়যুক্তান্ কৃতং কুরুতং ॥

ইন্দ্রাবরুণ নু নু বাং সিযাসন্তীষু ধীষা ।

অস্মভ্যাং শশ্ব যচ্ছতম্ ॥৮॥

ইন্দ্রাবরুণ হে ইন্দ্রাবরুণৌ ধীষু অস্মদীয় বুদ্ধিষু বাং যুবাং সিযাসন্তীষু
সনিতুং সম্ভুক্তং সম্যক সেবিতুমিচ্ছন্তীষু তদানীমা সমস্তাদস্মভ্যাং শশ্বঃ
স্বথং নু নু অতিশয়েন ক্ষিপ্ৰং প্রযচ্ছতং দত্তং ॥

প্র বামশ্লোতু সৃষ্টুতিরিন্দ্রাবরণ যাং হুবে ।

যামুধাথে সধস্ততিং ॥৯॥

ইন্দ্রাবরণ হে ইন্দ্রাবরণৌ বামশ্লোককর্তৃকং শোভনস্ততিং প্রতিহবে ।
 যুবামুভাস্বয়ামি । কিঞ্চ সধস্ততিং যুবয়োরুভয়োঃ সাহিত্যেন ক্রিয়মাণয়া
 স্তবক্রিয়য়া যুক্তাং যাং সৃষ্টুতিং যুবামুধাথে বর্জাথে । তাদৃশী সৃষ্টুতিঃ
 শোভনস্ততি হেতুভূত ঋকসমূহো বামশ্লোতু যুবাং ব্যাপ্নোতু ॥

সপ্তদশ সূক্ত

দীপ্তিমন্ত ইন্দ্র বরুণ, আমরা দৌহার রক্ষা যাচি,
দৌহার আশীর্ব্বাদে যেন আমরা সদা সুখে বাঁচি ।১
সাধুজনের ধৰ্ত্তা দৌহে, স্তবকারী মোদের শ্রোতা,
হবন মোদের দৌহায় লভুক, যোগ ক্ষেমের তোমরা দাতা ।২
তৃপ্ত কর ইন্দ্র বরুণ, কামানুরূপ ধন দানে,
যাক্ষা করি সঙ্গ দৌহার, যাক্ষা করি গানে গানে ।৩
মিশ্র মোদের যাগের হবি, মিশ্র সুমতিদের স্তুতি,
অন্ন দিয়ে কীৰ্ত্তি লভি, শ্রেষ্ঠ হউক মোদের ভূতি ।৪
ইন্দ্র যিনি ক্রতু তিনি, সহস্র দান তাঁহার রীতি,
প্রশস্ত যে বরুণ বটে, মহত্তম তাঁহার গীতি ।৫
ভজন করি ইন্দ্র বরুণ, স্মরণ করি গভীর ধ্যানে,
জানব তবে মৰ্ম্ম ত্যাগের, দৌহার কৃপা ফুটবে জ্ঞানে ।৬
স্মরণ করি ইন্দ্র বরুণ, বিচিত্র ধন মোদের দেহ,
শক্রজনের পরাজয়ে উল্লসিত কর গেহ ।৭
যখন দৌহে ভজন করি, স্মরণ করি চিন্ত তলে,
চারিদিকে ক্ষিপ্তগতি কল্যাণেরি প্রদীপ জ্বলে ।৮
ডাকি দৌহে ইন্দ্র বরুণ, মোদের শোভন মন্ত্র গানে,
ব্যাপ্ত করুক যুক্ত সে ঋক্, ঋক্ করুক বৃদ্ধিদানে ।৯

প্রথমঃ মণ্ডলং প্রদত্তং হৃদয়ং । অষ্টাদশং যুক্তং পঞ্চমোহম্বাকঃ

চতুস্ত্রিংশঃ পঞ্চত্রিংশস্য দ্বৌ বর্গৌ ।

অষ্টাদশং যুক্তং

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে ।

কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ ॥১॥

হে ব্রহ্মণস্পতে ! এতন্মামদেব সোমানঃ ভিষকঃ কর্তারং মামমুষ্ঠাতারং স্বরণং দেবেষু প্রকাশনবন্তং কৃণুহি কুরু । অত্র দৃষ্টান্তঃ কক্ষীবন্তমেতন্মামক-
মুখিং । ইবংশঃ কক্ষীবন্তং বাহুবলং । কক্ষীবান্ যথা দেবেষু প্রসিদ্ধস্তদ্বদিত্যর্থঃ ।
যঃ কক্ষীবান্ ঔশিজঃ ঔশিজঃ পুত্রঃ । তন্মিবেতি পূর্বব্রহ্মোক্তন ।
কক্ষীবতোহমুষ্ঠাতৃষু মুনীষু প্রসিদ্ধিঃ ঔশিজঃ ঔশিজঃ । এতং বৈ পর
আট্ণারঃ কক্ষীবান্ ঔশিজো বীতহব্য শ্রায়সম্মদন্ত্যঃ পৌরুষ্যস্যঃ
প্রজাকামা ঔশিজঃ ঔশিজঃ । ঋগন্তরেহপ্যবিত্তকথনেনামুষ্ঠাতৃষু প্রসিদ্ধিঃ
সূচ্যতে । অহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্র ইতি । তদ্বদন্ত্যমুষ্ঠাতারং
প্রতি দৃষ্টান্তং যুক্তং ।

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ ।

স নঃ সিবন্তু যন্তরঃ ॥২॥

যো ব্রহ্মণস্পতী রেবান্ ধনবান্ যশামীবহা রোগাণাং হন্তা বসুবিং
ধনলকা পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পুষ্টে বর্দ্ধয়িতা । যন্ত তুরঃ স্বরোপেতঃ শীঘ্রফলদঃ স
ব্রহ্মণস্পতিঃ নোহস্মান্ সিবন্তু সেবতাং পরিগৃহ্যন্তু গৃহ্যতু ॥

মা নঃ শংসো অররুষো ধৃতিঃ প্রণঙ্ মর্ত্যস্থ ।

রক্ষা গো ব্রহ্মণস্পতে ॥৩॥

অররুষো মর্ত্যস্যোপদ্রবং কর্তু মস্মৎ সমীপং প্রাপ্তস্য শত্রুরূপস্য
মহুশস্য ধৃতিহিংসকঃ শংসঃ শংসনমধিক্ষেপঃ । তাদৃশো বাক্বিশেষো
নোহস্মান্ মা প্রণক্ মা সংপৃণক্তু । শক্রণাং প্রযুক্তোহধিক্ষেপঃ কদাচিদা-
স্মান্ মা প্রাপ্নোতি । তদর্থং হে ব্রহ্মণস্পতে নো রক্ষ ।

স ঘা বীরো ন রিয্যতি যমিল্লো ব্রহ্মণস্পতিঃ ।

সোমো হিনোতি মর্ত্যং ॥৪॥

ইন্দ্রো দেবো যং মর্ত্যং বক্ষ্যমানং হিনোতি প্রাপ্নোতি বর্দ্ধয়তি বা ।
তথা ব্রহ্মণস্পতির্দেবো হিনোতি । তথা সোমো হিনোতি স ঘ স এব
যজমানো বীরো বীৰ্যযুক্তঃ সন্ ন রিয্যতি ন বিনশতি ।

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যং ।

দক্ষিণা পাতং হসঃ ॥৫॥

হে ব্রহ্মণস্পতে ত্বং তং মর্ত্যমহুষ্ঠাতারং মহুশ্যমংহসঃ পাপাং পাহি ।
তথা সোমঃ পাতি ইন্দ্রশ্চ পাতু দক্ষিণাখ্যা দেবতা চ পাতু ।

সদসস্পতিমন্তুতং প্রিয়মিন্দ্রশ্চ কাম্যং ।

সনিং মেধামযাসিষং ॥৬॥

মেধাং লক্কুং সদসস্পতিম্ এতন্মামকং দেবম্ অযাসিষম্ প্রাপ্তবানস্মি ।

কীদৃশং অদুতং । আশ্চর্য্যকরং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং সোমপানে সহচারিত্বাং কাম্যং
কমনীয়ং ননিং ধনস্য দাতারং ।

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন ।

স ধীনাং যোগমিষতি ॥৭॥

যজ্ঞোহয়মমুষ্ঠাতব্যো বিপশ্চিতশ্চন নিদ্রুষোহপি যজমানস্য যস্যং
সদসম্পতিদেবাদৃতে ন সিধ্যতি । সোহয়ং সদসম্পতির্দেবো ধীনাং
মনোহনুষ্ঠানবিষয়াণাম্ অশ্বদ্বুদ্বীনাং ঋগ্বেদকর্মণাং বা যোগং সম্বন্ধমিষতি
ব্যাপ্নোতি । যজমানমমুগৃহ তদীয়ং যজ্ঞং নিষ্পাদয়তি ।

সাদৃশ্যো হবিষ্কৃতিং প্রাপ্তং কৃণোত্যধ্বরং ।

হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥৮॥

সাদৃশ্যম্ভবং হবিষ্কৃতিং হবিঃ সম্পাদনযুক্তং যজমানমুপ্নোতি ।
সদসম্পতির্দেবো বর্দ্ধয়তি । হবির্বর্দ্ধনানন্তরমিব ফলং প্রযচ্ছতি ।
তথাবিধ ফলসিদ্ধয়েহধ্বরং যজ্ঞং প্রাপ্তং প্রকর্ষণে গচ্ছন্তমবিষ্মে
পরিদমাপ্তিযুক্তং কৃণোতি করোতি ।

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং স প্রথস্তমং ।

দির্বো ন সন্নমথসং ॥৯॥

সাদৃশ্যম্ভবং দেববিশেষং । সদসম্পতেরপি নরৈঃ প্রশস্যমান-
সাদৃশ্যম্ভবং দেবস্তমপশ্যম্ শাস্ত্রদৃষ্টা দৃষ্টবানস্মি সুধৃষ্টমং অত্যাধিক্যেন
ধাষ্ট্যযুক্তং । সপ্রথস্তমং অতিশয়েন প্রথ্যাতং সন্নমথসং প্রাপ্ততেজস্বং ।
তত্র দৃষ্টান্তঃ দিবো ন দ্যালোকানিব । আদিত্যচন্দ্রাদিভিবধিষ্ঠিতা
দ্যালোকবিশেষা যথা তেজস্বিনস্তদ্বদয়ং নরাশংসস্তেজস্বী ইত্যর্থ্য ।

অষ্টাদশ সূক্ত

হে মহান্ ব্রহ্মস্পতি
কীৰ্ত্তি দিল যথা দেবে

ধনের স্বামী, হস্তা রোগের,
ধরায় যিনি সুফল দাতা,

শত্রুজনের নিন্দা হ'তে
মৰ্ত্ত্যজনের হিংসা যেন

পায় না বিনাশ সে জন কভু
ইন্দ্র সোমে রক্ষা করেন

রক্ষা করেন পাপের হাতে
ইন্দ্র সোম ও দক্ষিণা

ইন্দ্র সখা কমনীয়
দিব্য দাতা অৰ্চি তোমা

প্রাজ্ঞজনের যজ্ঞ বিফল
ব্যাপ্ত করেন মোদের যত

বৃদ্ধি করেন বৃহস্পতি
সিদ্ধ করেন যজ্ঞ যত

দেখছি সে নরাশংস
দ্ব্যলোক সম তেজস্বী যে

মহৎ কর কীৰ্ত্তি দানে,
উষিক পুত্র কক্ষীবানে ।১

পুষ্টি করেন বিভূ দানি,
যাচি তাহার প্রসাদখানি ।২

রক্ষা কর বৃহস্পতি,
পায় না ছুঁতে মোদের মতি ।৩

বাড়ান যাঁরে বৃহস্পতি,
বীর সে লভে অমর গতি ।৪

অর্চে যেবা বৃহস্পতি,
দেন যে তারে সাধুমতি ।৫

হে অদ্ভুত সদস্পতি,
দেহ মোদের মেধা অতি ।৬

যে দেবতার প্রসাদ বিনা,
মানস কৰ্ম্ম বুদ্ধিলীনা ।৭

হবিদাতা যজ্ঞমানে,
বহেন হবি স্বর্গপানে ।৮

অজেয় বীর ভুবন 'পরে,
খ্যাতি যাঁহার ঘরে ঘরে ।৯

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চমোহনুবাকঃ । উনবিংশঃ সূক্তঃ । প্রথমোহষ্টকঃ

প্রথমো অধ্যায়ঃ ষট্ ত্রিংশঃ সপ্তত্রিংশত্ব বর্গঃ ।

উনবিংশঃ সূক্তম্

ঋষিঃ কথপুত্রো মেধাতিথিঃ । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ।

অগ্নিনরুতো দেবতা । কারীর যাগে বিনিয়োগ ।

প্রতি ত্যাং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহুয়সে ।

মরুস্তিরগ্ন আগহি ॥১॥

হে অগ্নে যো যজ্ঞচারুদধৈবকলারহিতঃ । ত্যাং তথাবিধং চারুমধ্বরং
প্রতিলভ্য গোপীথায় সোমপানায় প্রহুয়সে প্রকর্ষণে স্বং হুয়সে ।
তস্মাদগ্নিনধ্বরে স্বং মরুস্তিঃ সহ দেববিশেষৈঃ সহাগহি আগচ্ছ ।

নহি দেবো ন মর্ত্যো মহন্তব ক্রতুং পরঃ ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥২॥

হে অগ্নে মহো মহতন্তব সমস্তি ক্রতুং কস্মবিশেষমুল্লংঘ্য পরো নহি ।
উৎকৃষ্টো দেবো ন ভবতি খলু । তথা মর্ত্যো মনুষ্যশ্চ পরো ন ভবতি ।
যে মনুষ্যাস্তদীয়ং ধনং তুংহি । যে চ দেবাস্তদীয়ে ক্রতাবিজ্যবস্ত ত
এবোৎকৃষ্টা ইত্যর্থঃ ।

যে মহো রজসো বিহুর্বিবশ্বে দেবাসো অক্রহঃ ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৩॥

আগ্নেদ

হে অগ্নে যে মরুতো মহো ব্রজসো মহত উদকস্য বর্ষণপ্রকারঃ
বিহুস্তৈশ্চরুস্তিরিত্যশ্বয়ঃ । কীদৃশাঃ মরুতঃ ? বিধে সর্কে সপ্তবিধগণোপেতাঃ ।
দেবাসঃ গোতমানাঃ অক্রহঃ দ্রোহরহিতাঃ বর্ষণেন সর্কভূতোপকারিত্বাৎ ।
তথা চোপরিষ্টাদ্ আশ্রায়তে । উদীয়থ্য মরুতঃ সমুদ্রতো যুয়ং বৃষ্টিং
বর্ষয়থা পুরীষেণ ইতি ।

য উত্রা অর্কনুমাচুরনাধুষ্ঠাস ওজসা ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৪॥

যে মরুত উগ্রাস্তীত্রা সপ্তৈঃ সর্কভূতোপকারিত্বাৎ অক্ষিতবন্তঃ বর্ষণেন
সম্প্রদিতবন্তঃ । ওজসা বলেনানাধুষ্ঠাসোহতিরক্ততাঃ সর্কেভ্যোহপি প্রবলা
ইত্যর্থঃ ।

যে শুভ্রা ঘোরবর্ষসঃ সূক্ষত্রাসো রিশাদসঃ ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৫॥

যে মরুতঃ শুভ্রাদিগুণোপেতাস্তৈশ্চ মরুস্তিরিত্যশ্বয়ঃ । শুভ্রাঃ শোভ-
মানাঃ ঘোরবর্ষসঃ উগ্ররূপদরাঃ সূক্ষত্রাসঃ শোভনধনোপেতাঃ রিশাদশঃ
হিংসকানাং ভক্ষকাঃ ।

যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৬॥

যে মরুতো নাকস্যাধি দুঃখরহিতস্য সূর্য্যাস্ত্রোপরি দিবি দ্যালোকে
রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বয়মপি দীপ্যমানা আসতে ।

য ঈজ্যস্তি পৰ্বতাং তিরঃ সমুদ্রমৰ্ণবং ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৭॥

যে মরুতঃ পৰ্বতান্ মেঘানি ঈজ্যস্তি চালয়ন্তি । তথার্ণবমুদকযুক্তং
সমুদ্রং তিরঃ কুৰ্বন্তীতি ইতিশেষঃ । নিশ্চলস্য জলস্য হরন্মাহ্যংপতয়ে
চালনং তিরস্কারঃ ।

আ যে তদ্বস্তু রশ্মিভিস্তির সমুদ্রমোজসা ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৮॥

যে মরুতো রশ্মিভিঃ সূর্য্যকিরণৈঃ সহ আতদ্বস্তু আপু বস্তু
আকাশমিতি শেষঃ । কিঞ্চ ওজসা স্বকীয় বলেন সমুদ্রং তিরস্কুৰ্বন্তি ।

অভি ত্বা পূৰ্ব্বপীতয়ে সৃজামি সৌম্যং মধু ।

মরুস্তিরগ্ন আ গহি ॥৯॥

হে অগ্নে পূৰ্ব্বপীতয়ে পূৰ্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় ত্বাং প্রতি সৌম্যং
সোমসম্বন্ধিনং মধুরং রসং অভিসৃজামি সৰ্ব্বতঃ সম্পাদয়ামি । অতঃ ত্বাং
মরুদ্ভিঃ সহ অত্র আগচ্ছ ।

উনবিংশ সূক্ত

যজ্ঞ চারু, চারু মধু,	অগ্নি এস মরুৎ সহ,
তোমায় ডাকি বারে বারে,	এস মোদের অর্ঘ্য লহ ।১
তোমার চেয়ে মহৎ নাহি	দেবতা কি মানুষ কহ,
ক্রতু তোমার সবার শ্রেষ্ঠ,	অগ্নি এস মরুৎ সহ ।২
বর্ষগেরি তত্ত্ব জানে	দ্রোহ বিহীন সর্বজনে,
দীপ্ত যাদের দিব্য দ্যুতি	অগ্নি এস মরুৎ সনে ।৩
বীৰ্য্যে যঁারা অপরাঞ্জেয়,	উগ্র যঁারা উদক বহ,
জলধারা বর্ষে যঁারা	অগ্নি এস মরুৎ সহ ।৪
মরুৎ যঁারা শুভ্র অতি	উগ্র যঁারা পাপী জনে,
অশুর দলন ক্ষত্র যঁারা	অগ্নি এস মরুৎ সনে ।৫
হুংখ বিহীন স্বর্গ শেষে	জ্বলেন আপন দীপ্তি সনে
দীপ্ত দ্যুলোক বাপী যারা	অগ্নি আনো মরুদ্গণে ।৬
চালান যঁারা মেঘের মালা	চেউ তুলে দেন সাগর বৃকে,
মরুৎ সহ হে হতাশন	আজকে এস মনের সুখে ।৭
বিশ্ব ভুবন ব্যাপ্ত করি	ছড়িয়ে পড়ে কিরণ সনে,
সাগর মাতায় নিজ বলে	অগ্নি আনো মরুদ্গণে ।৮
পান কর সোম এখন আসি	করলে যেমন পূর্বক্ষণে,
পাত্র ভরি দিচ্ছি স্পৃধা	অগ্নি এস মরুৎ সনে ।৯

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায় পরিচয়

প্রথম অধ্যায়ে ১২টি সূক্ত। তন্মধ্যে একাদশ সূক্ত ৮টি ঋকে রচিত। প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ এই ছয়টি ঋকে প্রত্যেক নয়টি করিয়া ৫৪টি ঋক, চতুর্থ হইতে নবম পর্য্যন্ত ছয়টি ঋকে দশটি করিয়া ৬০টি ঋক এবং বাকিগুলিতে বারটি করিয়া ৭২টি ঋক—সর্বসমেত ১২৪টি ঋক। বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা প্রথম দশটির দ্রষ্টা, একাদশের দ্রষ্টা মধুচ্ছন্দায় পুত্র জেতু। বাকিগুলি কথপুত্র মেধাতিথির দৃষ্ট। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিনটি সূক্ত অম্বষ্টুপ্ ছন্দে রচিত, অম্ব সমস্তগুলি গায়ত্রী ছন্দে রচিত। আমি গায়ত্রীকে বত্রিশ স্বরের অম্বষ্টুপে অনুবাদ করিয়া এবং অম্বষ্টুপকে ৫৬ স্বরে চারি চরণের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছে।

এই কয়টি সূক্তে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, বৃহস্পতি, পৃষা, ভগ, আদিত্যগণ, ঋতু, তৃষ্ণা প্রভৃতি নানা দেবতার উল্লেখ আছে—তবে প্রধানতঃ অগ্নি ও ইন্দ্রদেবের মহিমাই বারংবার কীর্তিত হইয়াছে। প্রথম সূক্তের ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগ, দ্বিতীয় বায়বীয় সূক্তের প্রাতঃসবণে সোমযোগে প্রউগশস্তে বিনিয়োগ, এইরূপে এক একটি সূক্ত এক এক যজ্ঞে প্রয়োগ আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞতত্ত্ব প্রবন্ধে যজ্ঞবিধির কথা বলিব। এই সব সূক্তে যে উপাসনার মন্ত্র পাই তাহাকে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা জড়শক্তির উপাসনা বলিয়া ভুল করেন।

সূক্তগুলি বারংবার পড়িলে আমার কথার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। জড় অগ্নি বা অগ্নির মাঝে যে শক্তি আছে, এই পূজা সেই জড় অগ্নি বা

প্রথম অধ্যায় পার্চয়

জড় অগ্নির অন্তর্নিহিত শক্তির নয়। প্রথম ঋকে অগ্নিকে রত্নধাতম বলা হইয়াছে। কল্পনার কোনও প্রসারেই জড় অগ্নি বা তাহার অন্তঃলীন শক্তি রত্নধাতম নহে। এই সমস্ত মস্ত্রে বিশ্বের সেই মূল শক্তিকে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে পূজা করা হইতেছে।

ইহা আমার কথা নহে। সায়ণ বেদভাষ্যে লিখিতেছেন :—
বাজসনেয়িশ্চামনস্তি। তদ্ যদিদনাহঃ অমুং যজামুং যজ্ঞং যজ্ঞৈককং দেবমু
এতশ্চৈব সা বিশ্বষ্টিরেষ উহেব সর্কে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্কৈরপি
পরমেশ্বর এব ছয়তে।

বাজসনেয় শাখা যাহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা বলেন,—“অমুং যজামুং যজ্ঞ” ইহার পূজা কর, ইহার যজ্ঞ কর, ঐ সকল পূজা দ্বারা যে সমস্ত দেবতার প্রসন্নতা বর্দ্ধনের চেষ্টা, তাঁহারা সকলেই ইহার সৃষ্ট। সমস্ত যজ্ঞে সর্বহৃত পরমেশ্বরেরই অর্চনা হইয়া থাকে।

সায়ণের এই নির্দেশ মনে রাখিয়া আমাদের সূক্তগুলির অর্থোক্তন করিতে হইবে। অগ্নি বিশ্বের কল্যাণ করেন, তাই ত তিনি বিশ্বের পুরোহিত, তিনি তাঁহার জ্যোতির্ময় রূপে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানরত্ন সমাবেশ করেন, তিনি স্রষ্টা-কবি, তিনি বীৰ্য্যে আমাদের পরিপুষ্ট করেন, তিনি যশের বিমল বিভায় আমাদের প্রোজ্জ্বল করেন, তিনি আছেন বিশ্বের ভিতরে ও বাহিরে, তিনি সত্য, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার কর্ম সীমার আড়াল মানে না, তাঁহারা অসীম ও অনন্ত। তিনি আমাদের জীবনের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে ভদ্র দান করিতেছেন, সে তাঁহারই যোগ্য, এই লেন দেনের লীলা চলিতেছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বনাটের খেলা চলিতেছে। তাঁহাকে হৃদয়ের গভীরতম মর্মে আমরা অমুভব করিব, শ্রদ্ধায় নতি জানাইব। তিনি ঋতের আশ্রয়—যে ঋত এই বিশ্বকে ধারণ করে, সেই

প্রথম অধ্যায় পরিচয়

ঋতের তিনি গোপ্তা, তাইত প্রতিদিন আমরা তাঁহার সঙ্গ কামনা করি। পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণ করেন, তিনিও স্থলভ হইয়া আমাদের কল্যাণ করুন। ইহাই ত প্রথম সূক্তের মর্ম্মার্থ। বার বার যদি আবৃত্তি করি, তাহা হইলে আমাদের মনে কি ভাব আসে? যজ্ঞস্থলীতে সজ্জিত অগ্নি—বেদীতে অগ্নি জলিতেছে, কিন্তু ঋষির আহুতি ত কেবল জড় অগ্নিতে নয়। যিনি জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, ঋষি তাঁহারই উদ্দেশে প্রণতি জানাইতেছেন।

তারপর একাদশ সূক্তের কথাই ধরি। ইন্দ্র যিনি, তিনি সমুদ্রের মত ব্যাপক। মানুষের যত সাধনা সে সাধনা তাঁহারই মহিমার লীলা। মানুষের এই বিচিত্র সংস্কৃতি তাঁহারই গৌরবধ্বজা। তিনি যে করুণাময়, তাই মৃত্যুর গহ্বর-তললীন আমাদেরিগকেও তিনি আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি অজ্ঞ, নিত্য, অনাদি, তাইত তিনি জন্ম হইতে অমিত তেজে তেজস্বী, কবি মেধাবী, বিচিত্র বিশ্বকর্মেয় মাঝেই তাঁহার প্রকাশ। শত্রুর জগু ভয় করি সে আমাদেরই অন্মায়, আমরা যদি আত্মদৃষ্টি করি, যদি প্রেমের শরণ লই, তাহা হইলে তাঁহার অনুকম্পায় সমস্ত ভয় দূত হইবে। ইন্দ্র ঈশান—তাহার দয়া বৃষ্টিধারার মত অজস্র বর্ষিত, আমাদের সাধনা অনুসারে আমরা পাইতে পারি। আমাদের তপস্শ্রা বলে তিনি আমাদের সহজলভ্য হন।

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। এই সব সূক্তের ছত্রে ছত্রে দেবোপাসনা নহে, পাই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ যিনি, তাঁহারই চরণে মানুষের স্বতোৎসারিত গীতাঞ্জলি। কবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রভৃতির গানের সহিত রসিক পাঠক মিলাইয়া পড়ুন, তাহা হইলে দেখিবেন এই অতি প্রাচীন কালেও একই সুর বাজিয়াছিল।

প্রথম অধ্যায় পরিচয়

দ্বিতীয় সূক্তে আমরা প্রথম সোমের সন্ধান পাই। সোম যে কী তাহা লইয়া পণ্ডিতদেরও বিশেষ সন্দেহ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সোমতত্ত্ব আলোচনা করিব। চরক সংহিতা—‘সোম নামোষধি রাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্ধতে চ। সোম ওষধি রাজ, তাহার পঞ্চদশ পত্র। শুরু পক্ষে চন্দ্রকলার মত উহার এক এক পত্র সেইরূপে পঞ্চদশ দিনে উৎপন্ন হয়, পুনরায় কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ছায় প্রতিদিন এক একটি করিয়া তাহা ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই অপূর্ব লতার সন্ধান বোধহয় কেহ জানে না।

সোম অর্থে চন্দ্র অনেক সূক্তে পাই। সায়ণও অনেক সূক্তের ভাষ্যে সোমকে চন্দ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চন্দ্রকিরণকে সুধা বলা হয়। দেবগণের পানার্থ অলঙ্কৃত যে সোমধারা তাহা কি চাঁদেরই কিরণ, অথবা তাহা কোনও ওষধিজাত পানীয়? তাহা আজিকার দিনে নির্ণয় করা কঠিন। সোম প্রস্তুত করা একটি কলা বিশেষ—ইহাকে বৈদিক সোমাভিষব বলে। সোম কোথাও কোথাও রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, ইহা ঠিক; কিন্তু সর্বত্র তাহাকে রূপক বলা মুশ্কিল।

সমস্ত পড়িলে মনে হয়, সোমধারা আর্ধ্যগণের প্রিয় কোনও পানীয়—খুব সম্ভব মদ্য বিশেষ। তন্মত্ত মত্তসাধকের ব্যাখ্যায় পাই—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরক্ষাদ্ বরাননে।

পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মত্তসাধকঃ ॥ আগমনার

মত্তসাধকের মদ সাধারণ সুরা নহে, তাহা ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরক্ষা স্থিত সহস্র কমলদল হইতে ইহা ক্ষরিত হয়, সেই আনন্দ সুধা যে পান করে সেই মত্তসাধক। এই রূপক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুব সম্ভব বাস্তব সুরাপানকে কল্পনায় মহিমাময় করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

বেদতত্ত্ব

বেদ শব্দটা সংস্কৃত বিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন—ইহার অর্থ জ্ঞান। ইংরাজী wit শব্দ এই বিদ ধাতুর রূপান্তর। জ্ঞানলাভের দুই উপায়—বুদ্ধি ও বোধি। বুদ্ধি দিয়া আমরা সমস্ত জানিতে পারি না, পরমার্থ জ্ঞানের জন্য চাই বোধি।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Life Divine নামক দিব্যগ্রন্থে বোধির নাম Pure reason দিয়াছেন—তাঁহার ভাষাই তুলি :—

“We arrive at the conception and at the knowledge of a divine existence by exceeding the evidence of the senses and piercing behind the walls of the physical mind. So long as we confine ourselves to sense evidence and the physical consciousness, we can conceive nothing and know nothing except the material world and its phenomena. But certain faculties in us enable our mentality to arrive at conceptions which we may indeed deduce by ratiocination or by imaginative variation from the facts of the physical worlds as we see them, but which are not warranted by any purely physical data or any physical experience. The first of these instruments is the pure reason.

বেদতত্ত্ব

ভাবার্থ পাই—ভাগবত জীবনের জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিজাত। এই পৃথিবী ও তাহার প্রাকৃতিক ঘটনা আমাদের বুদ্ধির আলোতে ধরা পড়ে—কিন্তু শারীর বুদ্ধি সেই অতীন্দ্রিয় রহস্যের সন্ধান জানে না—তাহার জ্ঞান চাই নির্মল বোধি।

এই জ্ঞানই শাস্ত্র বলেন :—

প্রত্যক্ষেনাগুমিত্য বা যন্তুপায়ো ন বুধ্যতে ।

এতৎ বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা ॥

যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না, বেদে তাহা জানা যায়, এইজ্ঞানই বেদের বেদত্ব। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া বেদ যুগযুগান্তর হিন্দুর ভক্তির অঞ্জলি লাভ করিয়াছে।

বেদের এই নিত্য অপৌরুষেয় জ্ঞানরাশি, আমাদের পরিচিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—বেদশব্দেন তু সর্বত্র শব্দরাশি-কিবক্ষিতঃ। বেদের শব্দরূপ চতুর্ধা বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন—মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো বেদ নামধেয়ম্। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রূপে বেদের দুই ভাগ। মন্ত্রের আর এক নাম সংহিতা—সংহিতা ভাগে বেদমন্ত্রগুলি সংহিত অর্থাৎ সঙ্কলিত ও একত্রিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ বলিলে সাধারণতঃ আমরা এই মন্ত্রভাগকে বুঝি।

ব্রাহ্মণভাগে সাধারণতঃ বিধি, নিষেধ, যজ্ঞবিধি, ইতিহাস, অর্থবাদ প্রভৃতি লইয়া গণ্ড নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে—অরণ্যে বসিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবৃত্ত নর ও নারী ইহা হইতে ধ্যান ও উপাসনা করিতেন। আরণ্যকের উপসংহার উপনিষৎ।

অবশ্য কতিপয় উপনিষৎ সংহিতা ভাগেও দৃষ্ট হয়—যেমন ঈশোপনিষৎ। ইহা শুক্লযজুর্বেদীয় রাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ, এই চারি ভাগ লইয়া সমগ্র বেদ-সাহিত্য। এই সাহিত্যের দুই ভাগ—কর্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা আছে, ইহাই জ্ঞানকাণ্ড। তাহা ছাড়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যজ্ঞকার্যে প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকে এক কথায় কর্মকাণ্ড বলে।

বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম—ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সামবেদে যজ্ঞকালে যে সকল গান গীত হইত, ঋগ্বেদ ইহাতে কেবল সেই সকল মন্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। যজুর্বেদে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলি সংকলিত হইয়াছে। যজ্ঞে অথর্ববেদের ব্যবহার নাই। ইহাতে আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ঋষিগণকে বেদমন্ত্রের স্রষ্টা বলা হয় না, দ্রষ্টা বলা হয়। তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বেদ প্রতিভাত হইয়াছিল। পরাশর সংহিতা বলেন :—

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদম্ কর্তারঃ ।

ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্ভুজঃ ॥

যুগান্তেহস্তুহিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ ।

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্জাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥

ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁহারা বেদকর্তা নহেন। কেহই বেদের কর্তা নহে, চতুর্মুখ ব্রহ্ম বেদস্মর্তা। প্রলয়ে বেদ অস্তুহিত হয়, স্বয়ম্ভুর দ্বারা অনুজাত হইয়া মহর্ষিরা তপস্তাপূর্বক ইতিহাসসহ সেই বেদ লাভ করেন।

কবে ও কোথায় সাধক ও ঋষিগণ এই বেদমন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার সত্যকার ইতিহাস নাই। বেদের কাল নিরূপণও দুঃস্বপ্ন—তবে একথা ঠিক যে মন্ত্রগুলি বিভিন্নকালে ও বিভিন্ন দেশে রচিত। গুরু

বেদতত্ত্ব

পরম্পরায় সেই মন্ত্র ও জ্ঞানরাশি বহু বর্ষ ধরিয়া একটি বৈদিক ধারার সৃষ্টি করে। নানা শাখা ও প্রশাখায় তাহা নানারূপে প্রকাশিত হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি স্মৃদ্ধতি ও ভাবসাদৃশ্য ছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চয়ন করিয়া চারিভাগে গ্রথিত করেন এইজন্ত তাহার নাম বেদব্যাস। বিষ্ণু পুরাণে পাই :—

ততঃ স ঋচমুদ্বৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।

যজুংসি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥

রাজস্বত্বর্কবেদেন সর্ব্ব কৰ্ম্মাণি স প্রভুঃ।

কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতি ॥

বেদব্যাস এই চারি বেদ তাঁহার চারি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং স্মৃদ্ধকে অথর্কবেদ শিক্ষা দিয়া বেদপারগ করিয়া তুলেন। গল্প আছে, বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে অসন্তুষ্ট করেন। তিরস্কৃত যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ বেদবিদ্যা উদগীরণ করেন—বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তাহা তিষ্ঠিরী পক্ষী হইয়া গ্রহণ করেন—এইজন্তই ইহাকে তৈষ্ঠিরীয় সংহিতা বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু আব্রহ্মপ্রত্যক্ষীণ—তিনি গভীর সাধনায় সূর্য্যদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে যজুঃ গ্রহণ করেন। এইজন্তই তাঁহার গৃহীত বেদকে শুক্ল যজুর্বেদ বলে। তাঁহার পরিত্যক্ত বেদের নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদ বারংবার সংকলিত হইয়াছে এবং সংকলন-কর্তাদের সাধারণ নাম বেদব্যাস। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই একক বেদব্যাস নহেন। তবে তাঁহার সংকলনই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বেদের এক নাম ত্রয়ী। যজ্ঞে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন প্রকার মন্ত্র লাগে ; এইজন্তই বোধ হয় ইহাদিগকে ত্রয়ী বলিত—ঋক্ পণ্ডে, সাম গানে এবং যজুঃ গন্তে লিখিত।

অনেকে অথর্বকে বেদ বলিতে চান না, ইহা ভুল। প্রাচীন সমস্ত শাস্ত্রে অথর্ব বেদের উল্লেখ পাই।

অবশ্য ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে, যেখানে আমরা বেদের বিষয় জানি, সেখানে অথর্বের উল্লেখ নাই।

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সৰ্ব্বভূতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥

সর্বভূৎ যজ্ঞস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে ঋক ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে ছন্দঃসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহা হইতে যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই মন্ত্রের সর্বভূৎ শব্দের ব্যাখ্যায় সাধারণ বলেন—“যজ্ঞপীল্লাদয়স্তত্র তত্র ছয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরশ্চৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদ-বিরোধঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ। ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণমগ্নিরাহুরথো দিব্যঃ স সূপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ভিপ্রা বজ্রা বদন্ত্যগ্নিঃ যমঃ মাতরিশ্বান্‌মাহরিতি। বাজসনেয়শ্চামনস্তি। তদ্‌ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজতো্যকৈকং দেবমেত স্ত্রৈব সা বিশ্বষ্টিরেষ উহেব সৰ্ব্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সৰ্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এব ছয়তে।”

যদিও ইন্দ্রাদি বিবিধ নামে তাহার অর্চনা করা হয়, তথাপি তিনি একক পরমেশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করেন। মন্ত্রে পাই সেই একই মিত্র বরুণ প্রভৃতি। তিনিই সূপর্ণ গরুড়, তিনিই অগ্নি, তিনিই যম, তিনিই মাতরিশ্বা। বাজসনেয় শাখার পাঠকগণ বলেন—অমুক দেবতার পূজা কর—অমুকের জন্ত যজ্ঞ কর—কিছু সকলেই

বেদতত্ত্ব

পরমেশ্বরের সৃষ্ট—সকলেই সেই বিশ্বদেব পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছে।

সমগ্র বেদতত্ত্ব উপলব্ধির জন্ত আমরা সাধারণের এই অল্পক্রমাগকা যেন স্মরণ রাখি।

অতি প্রাচীন ছান্দোগ্যে পাই :—

ঋগ্বেদং ভগবোধ্যমি। যজুর্বেদং সামবেদমর্থর্কং। মৃণ্ডকোপনিষদে পরাবিচার গর্ভ করিয়া ঋষি বলিতেছেন :—

“তন্মৈ স হোবাচ—যে বিত্তে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম। যদব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবা পরা চ।

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহর্থর্কবেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং নিকৃন্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরধি-গম্যতে।”

অঙ্গিরা শৌনককে কহিলেন—দুই বিত্তা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মবিদ্ ঋষিরা ইহাই বলেন—একটি পরা অপরটি অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাম বেদ, অর্থর্কবেদ, শিক্ষা, কল্ল, ব্যাকরণ, নিকৃন্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিত্তা। যে বিদ্যায় অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাই পরা।” এই সমস্ত উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝি যে, অর্থর্কবেদ বেদ—তাহা বেদবাহ নয়।

চতুর্বেদকে বুঝিবার জন্ত ছয় বেদাঙ্গকে জানা প্রয়োজন। বেদ সূচাক্রমে অধ্যয়ন করিতে হইলে এই ষড়ঙ্গের জ্ঞান প্রয়োজন। প্রথম শিক্ষা—ইহাতে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম এই পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান হয়। স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বর্ণ দুই প্রকার। উদাত্ত, অমুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চ, অমুদাত্ত নীচ—স্বরিত উভয়ের মাঝামাঝি।

এই স্বরজ্ঞান না থাকিলে অর্থের ব্যত্যয় হয়। গল্পে আছে, বৃত্ত ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য যজ্ঞ করিয়াছিল—আহুতি দিবার সময় 'ইন্দ্র শত্রুর্বদ্ধস্য' এই মন্ত্রকে আগ্ৰোদান্ত করিলে অর্থ হয়, ইন্দ্র রূপ শত্রু বিনষ্ট হউক, অস্তোদান্ত করিলে অর্থ হয়, ইন্দ্রের শত্রু বিনষ্ট হউক। যজ্ঞের উচ্চারণে এই তারতম্য হওয়ায় বৃত্ত নিজেই নিহত হইল।

নিম্নে আগ্নেয় সৃক্তের প্রথম ঋকের স্বরাক্তিত রূপ দিতেছি :—

ঔ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃদ্ধিজং ।

হোতারং রত্নধাতমং ॥

বর্ণের উপর দণ্ডায়মান সরলরেখা স্বরিত স্বর সূচিত করে, বর্ণের নীচে শায়িত রেখা অনুদাত্ত বিজ্ঞাপিত করে—যাহার উপর কোনও রেখা নাই তাহাই উদাত্ত। মাত্রা ত্রিবিধ—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। বল বলিতে প্রযত্ন ও উচ্চারণ স্থান বুঝায়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ স্থান—কোনও বর্ণ আবার যৌগিক—তাহা যুগপৎ দুই স্থান হইতে উচ্চারিত হয়—যেমন কণ্ঠতালব্য বর্ণ। প্রযত্ন অর্থ চেষ্টা—ইহা দ্বিবিধ—ঈষৎ ও অম্পষ্ট। সাম বলিলে উচ্চারণ সাম্য বুঝিতে হয়। দোষ রহিত এবং সুভাষিত উচ্চারণই সাম্য—উচ্চারণে অতিক্রম বা অনতিক্রম উভয়ই দোষ—যাহাতে স্বর সুব্যক্ত এবং মধুর হয়, কোনও বৈষম্য না ঘটে, তাহাই সামের কাম্য।

আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বালয়ন প্রভৃতির সূত্রসকলকে কল্প গ্রন্থ বলে। কল্পশাস্ত্রে সাধারণতঃ যজ্ঞবিধি স্মৃশ্চলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কি

বেদতত্ত্ব

প্রণালীতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, কোন্ মন্ত্র কখন উচ্চারণ করিতে হইবে, যজ্ঞের যে সব ভিন্ন ভিন্ন পুরোহিত ঋত্বিক্ হোতা অধ্বর্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত, তাহারা কখন কে কি করিবেন, এই শাস্ত্রে তাহার সবিশেষ ব্যাখ্যান আছে।

ব্যাকরণ বেদের মুখ। বেদার্থ সম্যক জানিতে হইলে ব্যাকরণের শরণ লইতে হইবে। বৈদিক ব্যাকরণকে প্রতিশাখ্য বলে—এখন মাত্র চারিটি প্রতিশাখ্য পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ও অথর্ববেদের শৌনক প্রবর্তিত প্রতিশাখ্য, শুক্লযজুর্বেদের কাত্যায়ন প্রতিশাখ্য এবং রুক্ষযজুর্বেদের প্রতিশাখ্য বান্ধীকি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের রচিত। ইহাতে উচ্চারণ, ছন্দঃ প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে।

নিরুক্ত বৈদিক অভিধান—ইহতে বৈদিক শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্তই অধুনা প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থে পূর্বতন হোলাষ্টরী, ঔর্ণবাভ, শাকপুণি প্রভৃতি নিরুক্তকারের নামের উল্লেখ আছে। বেদে সাধারণতঃ সাতটি ছন্দ ব্যবহৃত—গায়ত্রী, উষিক্, অমৃষ্টপু, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী। চব্বিশ স্বরবর্ণের তিনটি চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দ তাহাই গায়ত্রী। আয়েয় সৃক্তের পূর্বোক্তত ঋক্ গায়ত্রী ছন্দে রচিত। উষিক্ ছন্দে আটশটি স্বর, অমৃষ্টপুে বত্রিশটি, বৃহতীতে ছত্রিশটি, পংক্তিতে চল্লিশটি, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটি এবং জগতীতে আটচল্লিশটি স্বর আছে। বৈদিক ছন্দ সাধারণতঃ স্বরমাত্রিক—ইংরাজীতে বাহাকে syllabic বলে।

যজ্ঞের কাল নির্ণয় করিবার জন্ত জ্যোতিষের প্রয়োজন। যথানির্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞকর্ম আরম্ভ ও সমাপ্তি করিবার জন্ত ঋষিদের গভীর উৎকণ্ঠা ছিল। এই উৎকণ্ঠার ফলে জ্যোতিষের উৎপত্তি।

এই বেদ ভারতীয় সাহিত্যের ও ভারতীয় সাধনার গোপনতম ধন। ব্রাহ্মণে বেদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটা চমৎকার রূপক দেখি। শতপথ ব্রাহ্মণে যোগী ষাঙ্কবল্ল্য বলেন—প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির কামনা করিলেন—এক তিনি বহু হইবেন—এই লীলার জন্ত তিনি গভীর তপশ্চায় ত্রয়ী বিচার সৃষ্টি করিলেন।

‘মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসো বৈ সমুদ্রাৎ বাচাত্ম্য দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন। মনো বৈ সমুদ্রঃ। বাক্ তীক্ষ্ণাভিঃ ত্রয়ী বিদ্যা নির্কপণম্।’ মনোরূপ সমুদ্র হইতে দেবতারা বাকরূপ অগ্নি দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা খনন করিয়াছিলেন। মনোরূপ সমুদ্র বাকরূপ তীক্ষ্ণ অগ্নি, তাহা দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা নির্কপণ করা হইয়াছিল।

বেদ নিত্য অশ্রান্ত সত্য—মানুষের মনোরূপ সমুদ্রে তাহা লুকাইয়া আছে। দেব-মানুষেরা তাহা বাক্য দিয়া বিশ্বে প্রকাশিত করেন।

এই বেদকে রক্ষা করিবার বিবিধ প্রয়াসের কথা আমরা যতই চিন্তা করি, ততই বিশ্বাসে অবাক হই। বেদের যাহাতে একটা পদও ভ্রষ্ট না হয়, তাহার জন্ত পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ প্রভৃতি—সে কি দুর্লভ অধ্যবসায়! তখন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, মুখে মুখে শ্রুতিরূপে এই বিদ্যা যে আজিও আমাদের দ্বারে আসিয়াছে তজ্জন্ত সংঘমব্রত তপস্বী সাধকদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বেদের পাঠভেদ দূরে থাকুক, এই প্রচেষ্টার ফলে বেদের একটা অক্ষরও ভ্রষ্ট হয় নাই।

অবশ্য কাল তাহার ধ্বংসলীলা কিছু কিছু করিয়াছে। বেদের যে বিভিন্ন শাখা রচিত হইয়াছিল, বেদ লইয়া যে সব লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই লোপ পাইয়াছে; তথাপি কীটদষ্ট হইয়া, বিপ্লব এড়াইয়া যাহা বাঁচিয়াছে তাহাও মহত্বে, ঐশ্বর্যে অতুলনীয়।

বেদতত্ত্ব

শৌনকের প্রতিশাখ্যে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখার নাম আছে—শাকল, বাঙ্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক । এই পাঁচ শাখার মধ্যে কেবল শাকল শাখাই বর্তমানে প্রচলিত আছে । ঋগ্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষিকী ; মহিদাস ঐতরেয় এবং কুষিক এই দুই ব্রাহ্মণের প্রণেতা । ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় উপনিষদ্ খুব প্রসিদ্ধ । কৌষিকী উপনিষদও আছে ।

সামবেদের সাত শাখা—কৌমুদী, রাণ্যায়ণ, শাট্যমুগ্ধ, কাপোল, মহাকাপোল, লাদ্ধালিক, শার্দুলীয় । বর্তমানে মাত্র কৌমুদী এবং রাণ্যায়ণ শাখার অস্তিত্ব আছে । সামবেদের ব্রাহ্মণ আটখানি—সামবিধান, মন্ত্রমহাব্রাহ্মণ, আর্যেয়, বংশ, দেবতাত্যায়, তলবকার, তাণ্ডব, সংহিতোপনিষৎ । এতদ্ব্যতীত অদ্ভুত ব্রাহ্মণও নামে একখানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে । ছান্দোগ্য, কেন, আকণি, মৈত্রাকণি এবং মৈত্রেয়ী উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত ।

যজুর্বেদ দুই শাখায় প্রচলিত—শুক্র ও কৃষ্ণ । শুক্র যজুকে বাজসনেয় সংহিতা বলে এবং কৃষ্ণ যজুকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে । যজুর্বেদের বহু শাখার মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি শাখা প্রচলিত যথা—তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব । তৈত্তিরীয়ের চারিখানি ব্রাহ্মণ—তৈত্তিরীয়, বল্লভী, সত্যায়ণী এবং মৈত্রায়ণী-তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ । ইহার ছয়খানি উপনিষৎ তৈত্তিরীয়, নারায়ণীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ব্রহ্মোপনিষৎ ও কৈবল্য । শতপথ ইহার ব্রাহ্মণ । ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, স্ববাল ও মল্লিকা প্রভৃতি ইহার উপনিষৎ ।

অথর্ব বেদের মাত্র শৌনক শাখা বর্তমানে আছে—গোপথ ইহার ব্রাহ্মণ । প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব-শির, অথর্ব-শিখা, বৃহজ্জাবাল ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি ইহার উপনিষৎ ।

এই যে বিরাট বৈদিক সাহিত্য ;—তাহার অনন্ত পার পরিধির কথা যত বিবেচনা করি ততই মুগ্ধ হই। আমাদের সংস্কৃতি কালে কালে নানা পরিবেশে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—কিন্তু তাহা বেদমূল হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। বুদ্ধদেব বেদনিম্নক বলিয়াই তাঁহার জন্মভূমি হইতে নির্ধাসিত, তাঁহার অমর অবদান আমাদের নিকট বিলুপ্ত। বেদের প্রতি এই যে স্নগভীর ভক্তি, অপৌকষেয় ও নিত্য বলিয়া বেদের প্রতি এই যে শ্রদ্ধা, ইহাকে সহসা উপেক্ষা করা যায় না। বেদ অজ্ঞ ব্যক্তিদের পূজা পায় নাই, কুশাগ্রবৃদ্ধি, ধ্যানতত্ত্ব মনীষীরা বেদের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়ই কোনও গভীর কারণ আছে। সে কারণ শ্রদ্ধায়, সেবায় এবং পরিপ্রশ্নে অনুধ্যান করিতে হইবে।

যুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদের প্রচারের জন্ত যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্ত তাঁহারা নমস্। তাঁহাদের আপ্রাণ সাধনা, তাঁহাদের অমানুষিক শ্রম, তাঁহাদের তপঃশক্তি আমাদের দেশে দুর্লভ। কিন্তু তথাপি বলিব, তাঁহারা বেদার্থ সম্যক ধরিতে পারেন নাই।

প্রথম কারণ চেতন ও অবচেতন মনের মাঝে তাহাদের গভীর স্বাদেশিকতা তাহাদিগকে বেদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে বাধা দিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে যখন যুরোপীয় সংস্কৃতিধাত্রী গ্রীক ও রোমকেরা অজ্ঞানের গভীর তমসায় আবৃত, তখন ভারতের তপোবনে অধ্যাত্মপ্রদীপ আপন জ্যোতির্ময় শিখা বিস্তার করিয়াছিল, ইহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের বিবর্তনবাদও তাহাদের গভীর অন্তরায়। মানুষের সভ্যতা ক্রমোন্নতিতে চলিয়াছে, কাজেই অতীত ভারতবর্ষ যে জ্যোতির্ময় বুদ্ধিতে দীপ্ত ছিল, প্রজ্ঞায় পুষ্ট ছিল, একথা তাঁহারা সহসা গ্রহণ করিতে

বেদতত্ত্ব

পারেন না। বেদ যখন প্রাচীন কালের গাথা, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের শিশুমনের কাকলী।

তৃতীয়তঃ তাঁহারা সহজে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার রস গ্রহণ করিতে পারেন না। অতীন্দ্রিয় সত্য তর্ক-বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি হয় না। ঋষিরা সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্বদা দিয়া সত্যানুভব করিতেন। সেই গভীরতম বোধি দিয়া তাঁহারা বৈদিক তত্ত্বানুভূতিকে গোচর করিতে চেষ্টা করেন নাই।

যুরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণা উপেক্ষা না করিয়া, পশ্চিমের দীপ্ত ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের সহজাত সূক্ষ্ম উপলব্ধি দিয়া বেদের রহস্য-দ্বার খুলিতে হইবে। বেদকে জানিবার ও বুঝিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়—আবৃত্তি। বেদের মন্ত্রগুলির ভাষা অতি সুন্দর, তাহাদের ছন্দ অতি মধুর, তাহাদের প্রত্যেক শব্দ গভীর অর্থদ্যোতক। বারংবার এই মন্ত্রের আবৃত্তি করিলেই তাহাদের অন্তঃনিহিত সত্য আমাদের আমাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হইবে।

টীকাকার, ভাষ্যকার, বৈয়াকরণিক প্রভৃতি তাহাদের বুদ্ধির অচলায়তন দিয়া বেদের সরল অভিব্যক্তনাকে আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের আশ্রয় অধিক না নিয়া, মূলের আশ্রয় লওয়াই সম্ভব। মূলের অর্থ বহুস্থানেই বিশদ ও সুন্দর—সেই অর্থের সাহায্যে যে সব স্থানে ‘ব্যাসকূট’ আছে তাহার ব্যাখ্যা করাই ভাল।

সায়ণের ভাষ্য সর্বত্র সূচু নয়। বৃক্ক নরপতির আদেশে তিনি এই ব্যাখ্যা করেন। তখনকার দিনে যজ্ঞ বিরল হইয়াছিল—সেই যজ্ঞ কর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা প্রয়াস সায়ণের ভাষ্যে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই দেখি, ‘অমৃতশ্য বাণী’ এই সুমধুর ভাবসুন্দর বাক্যখণ্ডও

তাঁহার নিকট উদকস্ত্র দ্বারা এই অর্থে পরিণত হইয়াছে। আমার মনে হয়, সংস্কৃত ভাষা বা তজ্জাত প্রাকৃতভাষা যেখানে যেখানে প্রচলিত আছে, সেখানে সকলেই ‘অমৃতের বাণী’ কথাটি বুদ্ধিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করিবেন না।

সায়ণ-ভাষ্য অতুলনীয় কীর্ত্তি—সায়ণ না থাকিলে হয়ত আমরা আদৌ বেদ বুদ্ধিতে পারিতাম না। তাহার নিকট বেদপাঠী সকলেই গভীর ঋণে ঋণী, কিন্তু তথাপি বেদ সায়ণের চেয়ে অনেক বড়। বেদের ভাব, বেদের তত্ত্ব, উপনিষৎ, ষড়্দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতিতে অনুসৃত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যেই মূলকে বুদ্ধিতে হইবে। বেদকে আদিম মনের উচ্ছ্বাস বা চাষার গান বলিলে একান্ত ভুল হইবে। বেদ মানুষের প্রদীপ্ত মেধার দান—মানুষের তপোলব্ধ সত্য।

বেদান্ত সূত্রে বলা হয় ‘ব্রহ্মণো বেদৈকময়তা’—ব্রহ্ম একমাত্র বেদ দ্বারা জানা যায়। ঐহারা ষড়্দর্শন লিখিয়াছেন, ঐহারা উপনিষৎ দ্রষ্টা তাঁহারা সকলেই কুশাগ্রবুদ্ধি। তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্রমালার প্রতি এত স্নগভীর শ্রদ্ধা কখনই পোষণ করিতে পারিতেন না।

বেদ-পূর্ব্ব আখ্যদের সাহিত্য বাঁচে নাই, কিন্তু একথা সত্য যে, বেদ কখনও আদিম মনের আদিম কল্পনা নহে। বেদের রূপক, ভাবময় শব্দগুলিই পরিণত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অবদান। এইজন্য বেদকে বুদ্ধিতে হইলে উপনিষৎ, দর্শন ও স্মৃতি তাঁহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সেই দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া মূলের যে সহজ আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে, তাহাকে মরমী অনুরাগীর অনুরাগে মর্মে মর্মে অনুধাবন করিতে হইবে।

বেদতত্ত্ব

বেদের সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। বর্তমানে কেবল দিকনির্ণয় মাত্র করিতেছি। বেদের প্রথম ও প্রধান বাণী আনন্দের বাণী। ঋগ্বেদের মহাবাক্য—প্রজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই—

‘য দ্বৈ তৎসুকৃতম্। রসো বৈ সঃ।

রসং হোবায়াং লব্ধানন্দী ভবতি।

কো হোবায়াং, কঃ প্রাণ্যাং। যদেব আকাশ

আনন্দো ন স্মৃতাং। এষ হোবানন্দয়াতি।’

“যিনি স্বয়ং কর্তা তিনিই রসময়। মানুষ এই রসকে পাইয়া আনন্দিত হয়। যদি আকাশে আনন্দ না থাকিত, তবে কেই বা বাঁচিত, কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত?” বেদের মস্ত্রে মস্ত্রে, সূক্তে সূক্তে এই আনন্দধ্বনি বাজে। সেখানের প্রতি চলনে যেন অপূর্ব ছন্দ, প্রতি লেখায় যেন অলৌকিক প্রাচুর্য—প্রতি কথায় যেন রসগভীর আনন্দ।

বেদের ঋষি বৈরাগী নহেন, তিনি অমুরাগী। তিনি এই পৃথিবীর আলো, গান, এই মনের জ্ঞান ও দীপ্তি বারংবার চাহেন। তিনি মরিতে চাহেন না, সুন্দর পৃথিবীতে শতবর্ষ কল্যাণময় জীবন যাপন করিতে চাহেন। তাঁহার দৃষ্টি কৌণিক নয়, তাঁহার ব্যাপ্তি দেশের সীমায় আবদ্ধ নহে, তিনি বিশ্বজনের সাথী, বিশ্বনাটের নট।

প্রথম আগ্নেয় সূক্তের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে গাহেন—

অগ্নিনা | রয়িমশ্রবৎ | পোষমেব | দিবে দিবে।

যশসং | বীরবন্তমং ॥

ইহার ভাবার্থ দিতেছি

অগ্নি হৃদয়ে তপঃশক্তি জ্বলেন। তাহার সাহায্যে আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করিব, যে পরিপূর্ণতা প্রতিদিনের আলোকে পরিপুষ্ট হইয়াই চলিয়াছে, যাহা আনে জীবনে যশোগৌরব—যাহা দেয় পরিপূর্ণ বীৰ্য্য।

দ্বিতীয় সূক্তে ঋষি গাহেন :—

ঋতেন মিত্রাবরুণো ঋতাবুধো ঋতাস্পৃশো।

ক্রতুং বৃহস্তুমাশাথে ॥

মিত্রাবরুণ সত্যদ্রষ্টা, তাঁহারা সত্যের যে গভীরতম রূপ, যাহাকে বেদে ঋত বলে তাহা স্পর্শ করিয়া আছেন, তাঁহারা সেই সত্যশক্তিকে বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই সত্যের বলেই তাঁহারা বৃহৎ বিশ্ব যজ্ঞ অধিকার করিতেছেন।

অধিক শ্লোক তুলিবার স্থান নাই। সর্বত্রই দেখি সত্যের প্রতি আন্তরিকতা, বীৰ্য্যের প্রতি অহুস্রাগ, প্রাণশক্তির প্রতি প্রীতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি।

বেদের দ্বিতীয় বাণী যজ্ঞাহুতি। এই বিশ্বক্রিয়া একটী বিরাট যজ্ঞ। গীতায় পার্থসারথি এই যজ্ঞতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করেন। এবং তাহাদিগকে বলেন—তোমরা যজ্ঞদ্বারা বুদ্ধি পাইবে—ইহা তোমাদের কামনা পূর্ণ করিবে। তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাকে পোষণ কর, তাহা হইলে দেবতারা তোমাদের পোষণ করিবে। এইরূপে পরস্পরের পোষণে তোমরা পরম কল্যাণ পাইবে। দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা তৃপ্ত হইলে বঞ্চিত ভোগ দান করেন—যাহারা দেববলি না দিয়া ভোগ করে তাহারা তৎক্ষণেই বটে। যে

বেদতত্ত্ব

নিজের জন্ম পাক করে, যে পাপ ভক্ষণ করে, যে যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত হয়।

মানুষ অন্ন বাচে, অন্ন বাচে বৃষ্টিধারায়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়, এবং কৰ্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। কৰ্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি অমর ব্রহ্ম হইতে জাত, এইভাবে সৰ্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে এই যজ্ঞচক্র অনুসরণ করে না, সে নিজের জীবন পাপে পূর্ণ করে, তাহার জীবন বার্থ, সে ইচ্ছিয় স্থখে ডুবিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞতত্ত্ব বলিব। সংক্ষেপে বলিতে পারি, যজ্ঞ আত্ম-সমর্পণ। মানুষ যদি কেবল আত্মনিয়ত থাকে, কেবল স্বার্থের অনুসরণ করে, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপার চলে না। পরস্পরের আদান প্রদানেই প্রগতির যাত্রা সম্ভব। মানুষকে তাই আত্মদান করিতে হইবে, জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই উৎসর্জিত জীবনের গভীর বাণীই, বেদের যজ্ঞের অন্তর্নিহিত বাণী। সেই আত্মনিবেদনে মানুষ স্তরে স্তরে উদ্ধগতি লাভ করিবে, দিনে দিনে সত্য, ঋত ও বৃহৎকে বরণ করিবে। ‘নাশ্বে স্থথমন্তি ভূমৈব স্থথম্।’ অন্ন লইয়া যখন থাকি, তখন আমরা পশুর স্তরে। মানুষ যতই দিব্য জন্ম লাভ করে, যতই তপোশক্তির বলে অমৃত আনন্দলোকে যাইবার চেষ্টা করে, ততই সে এই সাধনার পথে আরোহণ করে।

বেদের তৃতীয় বাণী চলার মন্ত্র—প্রগতির আন্বান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আধুনিকতার মর্মবাণী এই চলার জয়গান গীত হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন—চল চল। ‘চরৈবেতি’।—

‘নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুক্রম।

পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি ॥১

पुष्पिर्गो चरतो जङ्घे, भुङ्क्ते रात्रौ फलग्रहिः ।
 शेरस्य सर्वे पापानः श्रमेन प्रपथे हताश्रयेवेति ॥२॥
 आसुते भग आसीनश्चोर्ध्वस्थितिं तिष्ठतः ।
 शेते निपद्यमानश्च चरति चरतो भगश्चरैवेति ॥३॥
 कलिः शयानो भाति, सङ्ग्रहानस्तु द्वापरः ।
 उत्तिष्ठं ज्ञेयं भवति कृतं सम्पद्यते चरंश्चरैवेति ॥४॥
 चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वाह् मृद्वस्वरम् ।
 सूर्याश्च पशु श्रेमानः यो न तज्जयते चरंश्चरैवेति ॥५॥

ইহার বাংলা—

শ্রান্ত যে জন পন্থা চলি,
ইক্ষাকুন্সত রোহিত ওগো ! এই ত চিরজ্যতি,
রইলে শুয়ে শ্রেষ্ঠ জনও
লভে পাপের হানা,
ইন্দ্র সখা পাশ্চ জনের, বলছে চৰৈবেতি ॥

জন্মায়ুগল পুষ্পিত তার, যেজন চলে পথে,
ফলগ্রাহি আত্মা যে তার বৃহৎ নেয় লুটি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা। চড়ি মৃত্যু রথে,
পথে চলার শ্রমে হত, চল পথে ছুটি ।

যে জন বসে, ভাগ্য যে তার, রয়ত বসে বসে,
উচ্চশিরে যে রয় সে রয়, উন্নতিরি রথে,
যে জন রহে শয়ন স্থখে, ভাগ্য তাহার খসে,
যে চলে তার ভাগ্য বাড়ে, চল চল পথে ।

বেদতত্ত্ব

কলি কোথায় যে রয় শুয়ে, আছে তারই কাছে,
 যে জেগেছে, জীবনে তার দ্বাপর জাগে হাসি,
 যে উঠেছে, সে চলেছে, ত্রেতা যুগের পাছে,
 যে চলে সে সত্যযুগে, বাজাও চলার বাঁশী।
 যে চলেছে, সে পেয়েছে অমৃতময় মধু,
 যে চলেছে, স্বাহ ডুমুর খায় সে হাসি হাসি,
 চেয়ে দেখে দীপ্তসূর্য্য আকাশ পথের ঝুঁ
 তন্দ্রাবিহীন চলেছে শুধু, বাজাও চলার বাঁশী।

এই মন্ত্র যখন পড়ি, মনে হয় যেন কোনও আধুনিক কবিতা
 পড়িতেছি। আমাদের এই জরদগব দেশেও একদিন যৌবন ছিল,
 একদিন যাযাবর দুঃসাহস ছিল; তাহা যত ভাবি, ততই মুগ্ধ হই। গৃহের
 অচলাঘতন আমাদের নয়, আমাদের জগৎ বিস্তৃত পৃথিবী—আমাদের
 জগৎ মহাসাগর। অকূলে পাড়ি দিয়াই আমরা কূলের সন্ধান পাইব।

ঋগ্বেদের অষ্টম সূক্তে অমুরূপ প্রার্থনা আছে—

“এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিদ্ধানং সদাসহং।

বর্ষিষ্ঠমৃতয়ে ভর ॥১।৮।১

নি যেন মুষ্টিহত্যায় নি বৃত্তা রূপধামহৈ।

হোতাসো হ্রবতা ॥১।৮।২

“হে ইন্দ্র তুমি আমাদের স্বস্তির জগৎ সার্থকতা আন। যে সার্থকতা সকল
 অধিকারে অধিকারী, সকল জয়ে জয়ী—সর্বদা যাহা বীর বিক্রমে

চলিয়াছে, যাহা সকলকে প্রাবন করিয়া ছুটিয়া চলে। তোমার সেই পূর্ণতার প্রসাদে আমরা যেন শত্রুকে দমন করি, আমরা যেন ক্ষত্রবীৰ্য্যকে আশ্রয় করিয়া, তোমার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া, বৃত্তবাহিনীকে নিঃশেষিত ভাবে ধ্বংস করি।” ইহা দিনগত পাপক্ষয় করিবার সাধনা নয়, ইহা জাভ্য নয়, আলস্য নয়, ইহাতে দেখি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি। আমাদের এই দুর্ভাগ্য জরাজীর্ণ দেশে বিস্তৃত বিচার ও বুদ্ধির তেজ পুনরায় জলিয়া উঠুক। তানন্দিতার অজ্ঞান আবরণ ভুলিয়া সাত্বিক শুদ্ধ আনন্দে ঋদ্ধ ও পুণ্য হউক। ভারতবর্ষ আবার জনগণসভায় আপন যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হউক। দেশের সমস্ত মানি দূর হইয়া ঋত ও সত্যের দীপ্তিতে পরিবেশ ভাস্বর হউক।

বেদের চতুর্থ বিশেষত্ব তাহার সমুদার দৃষ্টি। বৈদিক ঋষি বিশ্ব কথাটিকে বড়ই ভালবাসেন। বিশ্বদেবের তিনি পূজা করেন, বিশ্বজনের তিনি হিত কামনা করেন। অথর্ব বেদে পাই—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজশু মা কৃণু।

প্রিয়ং সৰ্ব্বশ্চ পশ্যতঃ উত শূদ্র উতায়ৈ ॥

হে ভগবান্ তুমি কেবল দেবতাদের প্রিয় করিও না, তুমি কেবল রাজশূদ্রের প্রিয় করিও না। কি শূদ্র, কি আৰ্য্য, তুমি যেন সকলের প্রিয় সাধন কর।”

সপ্তম সূক্তে পাই—

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ

অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

বেদতত্ত্ব

তোমাদের বিশ্বজনের জন্ত আমাদের চেতনার প্রত্যেক ভূমি ঘিরিয়া ইন্দ্রকে ডাকিয়া আনিতেছি। একান্তই তিনি আমাদের হউন।

ইন্দ্র একার জন্ত নহে সকলের জন্ত। তাহার আহ্বান বিশ্ববাসীর জন্ত। প্রথম মণ্ডলের নবম অথুবাক পঞ্চাশ স্তোত্রে মন্ত্র আছে—

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কদসি সূর্য্য।

বিশ্বমা ভাসি রোচনং। ১।৫০।৪

ইহার ব্যাখ্যায় সাধারণ বলেন—হে সূর্য্য অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বশ্চ প্রেরক পরমাত্মন তরণিঃ সংসারাক্ষেতারকোহসি।” হে সূর্য্য! তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তুমি সকলের প্রেরক পরমাত্মা। এই ভবসাগরের তুমিই পরিত্রাতা তরণি। মুক্তিলিপ্সু বিশ্ববাসী তোমারই সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, তুমি সূর্য্যের অষ্টা, চিত্ররূপে বিশ্বস্থ সমস্ত দর্শনীয় বস্তুকে নিজে দীপ্তমান হইয়া প্রকাশিত কর।

এই সাম্য মন্ত্র, এই উদারতা, এই প্রসন্নশুচিতা, এই ব্যাপকতা বৈদিক সাহিত্যের যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক সাধনা একার নহে, ব্যক্তির নিভৃত যোগজীবন নহে, তাহা সংঘজীবন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ গোষ্ঠীর কল্যাণে ও গোষ্ঠীর ইচ্ছায় পরিচালিত। আধুনিক কালে আমরা সংঘ, সমিতি ও ঐক্যের প্রত্যহ জয় গান করি। আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, সেই অতি পুরাতন কালেও বেদের ঋষি এই সংঘ শক্তির স্তব রচনা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক হইবার যে প্রার্থনা, সে প্রার্থনা আজিও যেন আমাদের একান্ত কাম্য।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানাহউপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিন্তমেধাম ।

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবোহবিষা জুহোমি ॥

সমানী বহ আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমন্ত্র বো মনো যথা বঃ স্নুহাসতি ॥

আমাদের কবি বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফুল ও ফলকে এক ও সত্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রার্থনা কোনও বিশেষ দেশের জন্য নয়, বিশেষ কালের জন্য নয়। সর্বমানবের ইহাই মিলন-মন্ত্র—“হে বিশ্ববাসী ! তোমরা একত্র চল, একত্র বল, তোমাদের মন অভিন্ন হউক, তোমরা বাক্য ও মনে অবিরোধ লাভ করিয়া একত্র তপস্বী ও উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। তোমাদের মন্ত্র সমান হউক, তোমাদের সমিতি সমান হউক। তোমাদের চিন্তা ও মন এক হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে বিশ্বযজ্ঞে প্রবৃত্ত হও, তোমাদের আকৃতি, তোমাদের হৃদয়, তোমাদের চিন্তা এক ও অভিন্ন হউক, তাহা হইলেই তোমরা কল্যাণ লাভ করিয়া হাসিতে পারিবে।”

কি সুন্দর মৰ্ম্মস্পর্শী আহ্বান—মনে হয় না যে ইহা প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

বেদের চরম ও পরম বিশেষত্ব তাহার আধ্যাত্মিকতা। বেদের অমৃত রস-সমুদ্র হইতে যে ধারা উঠিয়াছিল তাহাই কাল ও দেশের ব্যবধান ভাঙিয়া আমাদের জীবনকেও আজ উর্বর করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ধর্ম সাধনার ইতিহাসে বেদের এই পারমার্থিকতার অথও প্রভাব বর্তমান।

উপনীত দ্বিজ চতুর্বেদ, ত্রিবেদ, দ্বিবেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিবেন। এক বেদ অধ্যয়ন করিলে পিতৃপিতামহের ঋণ বেদ তাহাই

বেদতত্ত্ব

পড়িবে। কিন্তু হুঃখের বিষয় চতুর্বেদী, ত্রিবেদী, দ্বিবেদী, একবেদী ব্রাহ্মণের পরিবর্তে আজ চোবে, দোবে, তেওয়ারী নামধারী ব্যক্তি পাই।

বেদ অধ্যয়ন নিত্য-কর্তব্য, যথাবিধি বেদ না পড়িলে পাতিত্য হয়। সায়ণ বলেন “পিতৃপিতামহের যথাক্রমে আগত বেদ পড়িলে সমস্ত দোষ তিরোহিত হয়, বেদ পবিত্র দেবস্বরূপ। যে এই পুণ্য বেদকে ত্যাগ করে তাহার বাক্যে কোনও ভাগ্যোদয় হয় না। ভাগ্যোদয় ত দূরের কথা, যে দেবতা, ধর্ম ও ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদাধ্যয়ন না করিয়া, মিথ্যা বাক্য ও কলহের কারণ লৌকিক সাহিত্য পড়ে, তাহার বাক্যে কখনই ভাগ্যোদয় হইবে না। বিধিপূর্বক বেদ না পড়িয়া অল্প শাস্ত্র পড়িলে কেবল বাক্যেরই গ্লানি হয়—নাভ্যুধ্যায়ান্ বহুন্ শব্দান্ বাচো বিগ্নাপনং হি তৎ।”

বেদের এত মহিমা! কারণ বেদ মানুষের অপাতস্থত্বের প্রেয়ের নির্দেশ না করিয়া শ্রেয়েরই নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভাগবত জীবন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“A return or a progress to integrality, a disappearance of the limitation, a breaking down of separateness, an overpassing of boundaries, a recovery of our essential and whole reality must be the sign and opposite character of the inner turn towards knowledge. There must be a replacement of a limited and separative by an essential and integral consciousness identified with the original truth and the whole truth of self and existence. The integral knowledge is something that is already there in the

integral reality, it is not new or still non-existent thing, that has to be created, acquired, learned, invented or built up by the mind. It must rather be discovered or uncovered, it is a truth that is self-revealed to a spiritual endeavour ; for it is their viewed in our deeper and greater self ; it is the very stuff of our own spiritual consciousness and it is by awakening to it even in our surface self that we have to possess it."

মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরুষ আছেন, তাহার জগুই মানুষের তপস্কা। মানুষ সেই আত্মারাম পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাইত তাহার জীবনে এত দুঃখ, এত বিষাদ। এই বিচ্ছেদের বেড়া ভাঙ্গিয়া সেই সংস্বরূপকে জানিবার সাধনাই মানুষের কাম্য।

বেদান্তের মাঝে এই তত্ত্ব সম্যক পরিষ্কৃত। উপনিষদের শ্লোকে শ্লোকে এই আত্মমুখী গতির বাণী। কঠের দুইটি শ্লোক মাত্র তুলিতেছি :—

একো বশী সৰ্বভূতান্তরায়া

একং রূপং বহুধা য করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশুন্তি ধীরা

স্তেষাং স্ত্বং শাস্তং নেতরেষাম্ ॥ ২।২।১২

নিত্যোহনিত্যানাং চেতসশ্চেতনানাম্

একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশুন্তি ধীরা

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্তী নেতরেষাম্ । ২।১।৩

বেদতত্ত্ব

“সর্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়া সর্বনিয়ন্তা সেই যে এক আত্মা এক রূপকে বহু করেন, যিনি অনিত্যের মধ্যে শাস্বত কারণ-শক্তি, যিনি চেতনের চৈতন্য, যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্মফল গ্রহণ করেন, সেই এককে যাহারা আপন বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত দেখেন, তাহারাই শাস্বত সুখ ও শাস্তি লাভ করেন।”

উপনিষদের এই পরমতত্ত্ব বেদমূল। বেদেই এই আধ্যাত্মিক অমৃতভূতির প্রকাশ।

“কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচত্

কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্কাদেবা অগ্না বিসর্জনেনা

থা কো বেদ যত আবভূব ॥ ১০।১২৯।৭

ইয়ং বিসৃষ্টি যত আবভূব

যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্ত্রাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ। ১০।১২৯।৮

“কে জানে সত্য, কে বলিবে কোথা হইতে আসিল এই পৃথবী ? কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল এই বিশ্ব চরাচর ? দেবতার। বিশ্বসৃষ্টির পরে আসিয়াছেন—অতএব কে এই সৃষ্টির তত্ত্ব বলিবে ?

কেমন করিয়া এই সৃষ্টি আসিল ? তিনি কি ইহার প্রতিষ্ঠাতা, কিংবা প্রতিষ্ঠাতা নয় ? কে জানে, যিনি পরম ব্যোমে ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই হয়ত জানেন, কিংবা হয়ত জানেন না ।”

এই প্রশ্ন হইতে জিজ্ঞাসা জাগিল—কষ্টে দেবায় হবিষা বিধেম ? কাহার অর্চনা করিব ? সেই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিরা জানিলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি যত দেবতা, সকলই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সমস্তই একের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি । সাধারণ ব্যাখ্যায় বেদের এই অদ্বৈতবাদ মূলক ব্যাখ্যান পাই না—তিনি উপক্রমণিকায় অদ্বৈততত্ত্ব বলিলেও ব্যাখ্যায় তাহার বিশেষ অনুসরণ করেন নাই । প্রয়োজনমত সাধারণকে অতিক্রম করিয়া বেদের সরল সুন্দর কবিত্বময় কাব্যরসের আন্বাদন করিতে হইবে ।

বেদের অধ্যয়ন ও স্বাধ্যায় দ্বারা আমরাগকে বেদার্থ জানিতে হইবে । কারণ সাধারণ এই বিষয়ে দুইটি চমৎকার শ্লোক তুলিয়াছেন :—

স্থানুরয়ং ভার হার কিলাতু-

দধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহর্থং ।

যোহর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্রুতে

নাকমেতি জ্ঞানবিধূত পাপা ।

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে ।

অনগ্নাবিব শুকৈধো ন তজ্জলতি কহিচিৎ ॥

বেদতত্ত্ব

যে বেদ পড়িয়াছে অথচ অর্থ জানেনা, সে স্থানু অর্থাৎ নিঃশাখ বৃক্ষের স্থায় কেবল ভার বহন করিয়া থাকে। যে অর্থ জানে, সে সকল মঙ্গলপ্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ ক্ষয় করিয়া স্বর্গে গমন করে। যে স্থলে আগুন নাই, সেখানে শুকনা কাঠ ফেলিলে যেমন জ্বলে না, সেইরূপ অর্থ না জানিয়া কথাদ্বারা কেবল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহাতে কোন ফলই হয় না।” সায়ণ যাস্ক হইতে এই শ্লোক দুইটি গ্রহণ করেন, যাস্ক আবার প্রতিশাধ্য হইতে ইহা উদ্ধৃত করেন।

আমাদিগকেও তাই বেদের অর্থ-জ্ঞানে বিশেষ আয়াস করিতে হইবে। না বেদস্মিত্ত্বতে তং বৃহস্তুম্—তৈ—৩।১২।৯ এই শ্রুতি হইতে জানি যে বেদ না জানিলে ব্রহ্মকে জানা যায় না। ধর্মলাভের বস্তু, পুণ্য-প্রদ, ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ করিয়া বেদজ্ঞান আবার আমাদের আশুক। আমরা আবার অমৃত্য বেদবাণী জানিয়া অমরত্ব লাভ করি।

বৈদিক ঋষি সরস্বতীর নিকট জ্ঞান প্রার্থনা করিতেন, আমরাও সেই প্রার্থনা পুনরুল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব।

“পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞ বষ্টুং ধিয়াবসুঃ ॥১০

চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুনতীনাং

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১

মাহো অর্গঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥১২

হে জননী সরস্বতী, তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া তুলিতেছে, তুমি পূর্ণ সম্পদে আমাদের সমৃদ্ধ কর। বুদ্ধি তোমার সত্তার সম্পদ, তুমি আমাদের জীবনানুহতি গ্রহণ কর।

তুমি মা কল্যাণময় সত্যবাকের পরিচালনা কর, তুমি স্মৃতি ব্যক্তির চেতনাকে অনুপ্রাণিত কর, তুমি আমাদের জীবনযজ্ঞকে ধারণ কর। তুমি ভূমার সাগরকে চেতন করিয়া তুলিতেছ—তোমার সত্য ও জ্ঞানের জ্যোতিতে দীপ্ত করিতেছ, তুমি সকল ধীকে বিকশিত কর।

বেদ নিত্য শাস্ত্র জ্ঞান ভাণ্ডার। জ্ঞানদীপ্ত মন লইয়া আমরা যেন নিবিড় সত্যের উপলব্ধি করি, আমরা যেন তপঃশক্তির বিপুল প্রেরণা লাভ করি। জীবনের সকল কর্মে যেন শাস্ত্র ছন্দ প্রাপ্ত হই, আমরা যেন পরম আনন্দ লাভ করি। বৃহৎ সত্যের স্পর্শে আমরা যেন পুলকিত হই, ভূমার আস্থানে আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই, বীৰ্য্যে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত হই, বাক্যে ও মনে আমরা যেন ভক্তকে দর্শন করি।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে,
পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাব শিষ্যতে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

৫ই জ্যৈষ্ঠ
মঙ্গল—গোধূলি }
১৩৪৯

ভূমিকা

স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

পুরাণে ন্যায় মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্তা চ চতুর্দশ ॥

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভোত্যল্লশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি ॥

বেদকে জানা সহজ নহে । পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি ও ষড়্ বেদাঙ্গ এই জানিয়া যে চারি বেদ জানে সেই বিদ্যা ও ধর্মকে জানে, কারণ তাহাদের আশ্রয় চারি বেদ, ষড়্ভঙ্গ ও পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও স্মৃতি এই চতুর্দশ । ইতিহাস ও পুরাণ হইতে বেদের সার সমুদ্ধার করিবে । যে অল্লশ্রুতি সে বেদকে প্রহার করিবে, এই ভয়ে বেদ ভীত হয় ।

ঋগ্বেদ নামক মহাগ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমার বারংবার যাজ্ঞবল্ক্যের কথা মনে জাগিতেছে—আমি হয়ত বেদের অমৃত বাণীকে কলুষিত করিব, স্তম্ভরকে অস্তম্ভর করিব, সত্যকে অসত্য করিব, মহৎকে ক্ষুদ্র করিব । কিন্তু সাধারণ পাঠক বেদ জানিতে ও বুঝিতে পারেন এমন পুস্তক বাংলাদেশে নাই, তাই স্বপ্লাবসর কর্মব্যস্ত জীবনেও, এই দুর্লভ কার্যে অত্ননিয়োগ করিয়াছি । ৬৪ খণ্ডে বেদের ৬৪ অধ্যায় প্রকাশ করিব । এই শ্রমসাধ্য ব্রত সম্পন্ন হইবে কিনা জানি না, তবে যিনি মুক্কে বাচাল করেন, গিরিকে পর্বতলঙ্ঘন করান, সেই পরাংপর পরমেশ্বরের কৃপা যাজ্ঞা করি ।

প্রতি খণ্ডে বেদ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ, মূল, মূলের অর্থবোধক সাধারণ ভাষ্যাংশ এবং মূলানুগত পঞ্চানুবাদ থাকিবে। এই বিরাট আয়োজনে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অল্পকম্পা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আমি পণ্ডিত নই, আমি বামন হইয়া চাঁদ দ্বিগুণে সংকল্প করিয়াছি। কিন্তু যিনি সকল অঘটন ঘটাইতে পারেন, তাঁহারই কৃপায় এই গ্রন্থ সমাপ্তির কামনা করি।

অথর্ববেদ ঋগ্বেদকে পরমপুরুষের প্রাণের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সাধারণ তাহার সামবেদের ভাষ্যে ঋগ্বেদকে বেদপুরুষের অঙ্গবিভূষণ কঙ্কণাদিসম বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ আদি, ইহার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাই—

“যদৈ যজ্ঞস্য সান্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্যদৃচ।

তদৃচমিতি। ৬।৫।১০

যজু ও সাম যে যজ্ঞ করে তাহা শিথিল, ঋক্ যাহা করে তাহা দৃঢ় হয়। অত্যাগ্র বেদে ঋকমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ছন্দোগ উপনিষদে নারদ সনৎকুমারকে যখন আপন শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দেন, তখন প্রথমেই ঋগ্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষৎ, তাপনীয়োপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থেও ঋগ্বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাধান্য তাই সর্বসম্মত। যজ্ঞে হোতৃ নামক ঋত্বিকেরা ঋক্ উচ্চারণ করিতেন।

ঋগ্বেদ ১০২৮টি সূক্তে গ্রথিত—তন্মধ্যে অষ্টম মণ্ডলের এগারোটি ঋক্ খিল বলিয়া পরিচিত। অর্থাৎ এগারোটি শেষকালে যোড়া হইয়াছে। ঋগ্বেদে মোট ঋক সংখ্যা ১০,১৮৫ই, ঋক সংখ্যা ১০৫৩,৮২৬ ও স্বর সংখ্যা ৪৩২০০০। প্রথম মণ্ডলে বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা, শক্তিপুত্র পরাশর, কাশ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ঋষির দৃষ্ট ১২১টি সূক্ত আছে।

ভূমিকা

গৃহসূত্র বংশীয় ঋষিগণের দৃষ্ট ৪৩টি সূক্তে দ্বিতীয় মণ্ডল, বিশ্বামিত্র বংশীয় ঋষিগণের দৃষ্ট ৬২টি সূক্তে তৃতীয় মণ্ডল, চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ও তাহার বংশধর ঋষিরা ৫৮টি সূক্ত দর্শন করিয়াছেন, পঞ্চম মণ্ডলের ৮৭টি সূক্ত অত্রি গোত্রের দৃষ্ট, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫টি ভরদ্বাজ গোত্রের, সপ্তমের ১০৪টি সূক্ত বশিষ্ঠ বংশের, অষ্টম মণ্ডলের ১০৩টি সূক্ত কাশ্য বংশীয়—ইহার মধ্যে এগারোটি প্রচলিত শাকল সংহিতায় নাই, সায়ণের ভাষ্যেও ইহার নাই—এই বালখিল্য সূক্তগুলি পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে হয়। নবম মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত আছে। সমস্তগুলিই সোমের উদ্দেশ্যে রচিত। সামবেদের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। দশম মণ্ডলের দ্রষ্টা ঋষি নানা—ইহাতে ১২১ সূক্ত আছে—সকলগুলির দ্রষ্টার নাম পাওয়া যায় না। দশম মণ্ডলকে পণ্ডিতেরা অর্ধাটীন বলিয়া মনে করেন।

মণ্ডল বিভাগ ছাড়া বেদের আর এক প্রকার ভাগ আছে। সমগ্র ঋগ্বেদ আটটি অষ্টকে বিভক্ত—প্রত্যেক অষ্টক আটটি অধ্যায়ে গ্রথিত, প্রত্যেক অধ্যায় গড়ে ষোলটি সূক্তে গ্রথিত। অষ্টক ও অধ্যায় ভাগের তত্ত্ব দুর্নির্ণয়, কিন্তু এই ভাগে ঘোঁটামুটি সমস্ত অংশগুলি সমান হয়। এইজন্যই আমি অষ্টক বিভাগ অনুসারে খণ্ডগুলি প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি।

এই অনুবাদে সাধারণতঃ সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। কারণ সায়ণের ভাষ্যই বেদের বুঝিবার পক্ষে প্রধানতম উপায়। কিন্তু সায়ণের ব্যাখ্যা যেখানে পরিস্ফুট নহে, সেখানে স্বন্দস্বামীর ভাষ্যও লইয়াছি। পশ্চিমের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাও কোথাও কোথাও হয়ত লইয়াছি। মোটের উপর অনুবাদের সমস্ত দায়িত্ব আমারই—আমি যে রূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ অনুবাদ করিয়াছি।

প্রোত্য ও পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে একই জিনিষ নানা জনের নিকট নানাভাবে প্রতিভাত হয়। সাধারণ যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বায়ত্ত নহে। বেদের মূলকে বারংবার পাঠ করিয়া এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্তঃপ্রমাণের সাহায্যে যে ব্যাখ্যা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বেদময়তা পরিস্ফুট করে, সেই ব্যাখ্যাই আদর্শ হওয়া উচিত।

এই পুস্তক পাণ্ডিতদের জন্ত নয়। ইহার প্রবন্ধগুলিকে তাই পাণ্ডিত-দের জন্ত কণ্টকিত করি নাই। আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিবার মত বিদ্যা আমার নাই। এই অনুবাদে এবং প্রবন্ধ রচনায় পূর্ব সুধীগণের রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তক হইতে মুক্ত হস্তে সাহায্য লইয়াছি। তাহাদের সকলের নিকট আমার গভীর ঋণ স্বীকার করি। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর রচিত ঋগ্বেদই আমার উপজীব্য—তাহার গ্রন্থমালার নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

এই পুস্তক প্রকাশে ও প্রচারে যে সব বন্ধু ও অন্তরঙ্গের সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের সকলের কথা শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রবণ করি। ইহার সমস্ত স্থলন ও ত্রুটিকে অনুরাগী পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। আমি ব্যস্ত মানুষ, স্বল্পাবসর জীবনে যে মহাত্রত গ্রহণ করিলাম তাহাতে পুনরায় সকলের উৎসাহ ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। যাহারা আশীর্বচন দিয়া লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই শ্রদ্ধাভিবাদন জানাই।

প্রবর্তক-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীরাধারমণ চৌধুরী উদার সৌজন্তে প্রফ দেখার সাহায্য করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সম্মানসূচক অপমান করিব না। কিন্তু আমার নিজের প্রফ দেখিবার ত্রুটিতে দুই একটি ভুল হয়ত রহিয়া গিয়াছে; তাহার জন্ত মার্জনা ভিক্ষা করি। ইহার

ভূমিকা

পরের খণ্ডগুলির নিয়মিত প্রকাশের দায়িত্ব বাংলার ধর্মপ্রাণ গুণাহুরাগী পাঠকদের উপর নির্ভর করে। তাহাদের রূপাদৃষ্টি না পাইলে এই ব্যয় বহুল শ্রমসাধ্য কাজ চালানো কষ্টকর। সাধারণতঃ তিন চারি মাস অন্তর এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে এই ভরসা করি। বাংলার অর্থসচিব স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শ্রীমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

যিনি সহস্রলীল, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাং, সেই পরম পুরুষের প্রসাদ ভিক্ষা করি। হে দেবতা, তুমি আমার ধীকে প্রদীপ্ত কর, নির্মল মেধায় মনকে সমৃদ্ধ কর। তোমার চক্ষু সকল কাজে, তোমার কাণ সর্বব্যাপক, তুমি আমার এই আরক্ত ব্রতে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর। আমার গভীর দীনতায়, আমার ব্যাকুল কাতরতায় কর্ণপাত কর। আমার সমস্ত অক্ষমতা ও অপূর্ণতাকে তুমি পূর্ণ কর। হে জ্যোতির্ষ্ময়, তোমার দিবা জ্যোতিতে আমার অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত কর।

শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার, দিবা ও রাত্রি তোমার, তোমারই রূপে নক্ষত্র জ্যোতির্ষ্ময়, দ্যাবাপৃথিবী তোমার আজ্ঞাবহ। হে ঈশান! সর্বলোক তোমার ইচ্ছায় চলে। তুমি সর্বলোকের আদরের ধন, সর্ব কন্ধে, সর্বস্থানে যেন তোমায় অম্লভব করি। তুমি আমার এই তুচ্ছ অর্ঘ্য গ্রহণ কর, আমার এই আয়োজন পরিপূর্ণ কর।

ও হরি ও

বৃধপ্রভাত, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, }
১৩৪২

শ্রীমতিলাল দাশ

বেদস্তুতি

নমো নমো বেদমাতা ! ভারতের জ্ঞানধনি ।
 চিরসাধনার ধন, চির নয়নের মণি ।
 ঋষির হৃদয়-পদ্মে উঠেছিলে তুমি ফুটি,
 সেই হতে আজো সবে চরণে পড়িছে লুটি ।
 কোন্ সে অতীত দিনে নাহি তার কোনো রেখা,
 হৃদয়ে রয়েছে শুধু জ্যোতি কমলের লেখা ।
 কালের অনন্ত যাত্রা দিয়েছে সকল মুছি,
 জ্যোতির্শ্রয় তুমি আছ চির প্রিয়, চির শুচি ।
 তোমার রহস্য দ্বার খোলো খোলো হে জননী !
 নূতন যজ্ঞের লাগি পুনঃ জ্বালিব অরণি,
 বিশ্বের বিক্ষুব্ধ চিত্ত চায় আজি শান্তিবারি,
 কল্যাণ আশীষ হস্তে তুমি এস তৃষাহারী ।
 তোমার কলস হ'তে ঢালো সোমধারা ঢালো,
 দীপ্ত জ্যোতি প্রজ্জ্বাদীপ, মাগো ! ঘরে ঘরে জ্বালো ।
 অমৃতের যে বারতা ঘোষণা করেছ নিত্য
 মধুময় স্পর্শে তার কর তৃপ্ত জগচ্চিত্ত ।
